শ্রীযুক্ত বাবু রামচন্দ্র মল্লিক প্রণীত.

(নূতন উপন্যাস)

যোগমায়া।

১২৯৯ সালের ৩০ এ কার্ত্তিক

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কে, বি, শীল এণ্ড কোম্পানীর

আদেশানুসারে

১০৮ নং গরাণহাটা পবলিক লাইব্রেরি হইতে

শ্রীশরচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য দ্বারা

প্রকাশিত।

মূল্য ১৲ এক টাকা ডাকমাশুল /০ এক আনা।

যোগমায়া।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দাবাখেলা।

তুমি লক্ষ্মী সরস্বতী,
আমি ব্রহ্মাণ্ডের পতি।
হ'কগে এ বসুমতী,
যার খুসি তার।

সারদামঙ্গল।

না! আর বুঝি নবেল লেখা হইল না। যাহা স্বয়ং নবেল, যাহাকে লইয়া নবেল, এক কথায় বিশ্ব সংসারের নবেল, তাহাই যখন কলমের মুখ দিয়া বাহির হইতেছে না; তখন মাথামুণ্ড লিখিব কি! রূপ লইয়া বড়ই গোলে পড়িয়াছি। নির্জ্জীব কলমেরই বা অপরাধ কি! রূপ হৃদয়ে প্রতিফলিত না হইলে ত আর কলমের মুখ দিয়া বাহির হইবে না। আবার হৃদয়ের অপরাধও বড় দেখি না, কবি বলিয়াছেন, যৌবনে কল্পনা, বার্দ্ধক্যে চিন্তা। যে বয়সে কলম লইয়া লিখিতে বসিয়াছি, এটি যে আমার কল্পনার বয়স নহে, তাহা আমি এক গলা গঙ্গাজলে দাঁড়াইয়া

মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। বয়স, যৌবনের হাত ছাড়াইয়া বার্দ্ধক্যের গলা ধরিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণী কিন্তু এটি স্বীকার করিবে না; বলেন, "শৈশব যৌবন দুহুঁ মিলি গেল, শ্রবণকো পথ দুহুঁ লোচন লেল।" অনুগ্রহ করিয়া যিনি যা বলেন বলুন, কিন্তু আমি ত মনে জ্ঞানে জানি যে, আমার কল্পনার বয়স গিয়াছে; চিন্তাই এখন একমাত্র অবলম্বন; সুতরাং, চিন্তার রূপ খাড়া করিয়া চিন্তাশীলতার পরিচয় দেওয়াই কর্ত্তব্য।

না! এবারও হইল না। কাণাপুত্তের নানা রোগ। চিন্তা, শালগ্রাম শিলাকে হস্তপদবিশিষ্ট করিয়া শ্রীকৃষ্ণের মোহন রূপের পরিবর্ত্তে কাঁকড়া করিয়া তুলিল। মুখে "তন্বীশ্যামা শিখরী দশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী, মধ্যে ক্ষমা চকিত হরিণী প্রেক্ষণা নিম্ননাভি। শ্রোণীভারাদলসগমনা স্তোকনম্রাস্তনাভ্যাং॥" আওড়াইবার কর্ম্ম নয়। দিন কাল বড়ই খারাপ পড়িয়াছে। শুদ্ধ "মৃণাল ভুজ,, আর "বঙ্কিম গ্রীবা,, লিখিলে চলিবে না। তাই বলিতেছিলাম, বুঝি নবেল লেখা হইল না।

এক উপায় ছিল; রূপ-বর্ণনা-শূন্য নবেল হইলে, লিখিতে পারিতাম; কিন্তু সে দিকেও গোল বাধিতেছে। যেখানে কালিদাস সেই খানেই মল্লীনাথ। প্রকাশক মহাশয় আপত্তি করিতেছেন, রূপ বর্ণনা না থাকিলে, নবেল বিক্রয় হইবে না। এক খানা শীল একটা নোড়া একবার কিনিলে তিন পুরুষ পর্য্যন্ত চলে, সেই শীল নোড়া যখন প্রত্যহ দশ বিশ গাড়ী বিক্রয় হইতেছে, তখন তাঁহার প্রকাশিত পুস্তক খানা যে অবিক্রেয় অবস্থায় পড়িয়া থাকিবে না, এই সামান্য কথাটা মূর্খকে শত চেষ্টা করিয়াও বুঝাইতে পারিলাম না। নিরুপায় হইয়াছি, কলম পরিত্যাগ করিলাম।

লোকে দাঁত থাকিতে দাঁতের মর্য্যাদা বুঝে না, এ কথাটা বড় খাঁটী। মাইকেল মধুর "যৌবনে অন্যায় ব্যয় বয়সে কাঙ্গাল" এ কথাটা এতদিন 'প্রক্ষিপ্ত' বলিয়া জ্ঞান ছিল। হায়! কালের কি বিচিত্র গতি! আজ তাহা সম্যক্ উপলব্ধি করিতেছি হাঁ রে যৌবন! তোর অভাবে যে, সকলের অভাব হয়, এত দিন তাহা জানিতাম না।

কতক্ষণ কি ভাবে কোথায় বসিয়া এই সকল মিছা কান্না কাঁদিতে ছিলাম, তাহা আমি নিজে বলিতে পারি না। অকস্মাৎ মশকদংশনে চটকা ভাঙ্গিল। চাহিয়া দেখিলাম, দ্বারের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া শ্রীমতী ব্রাহ্মণীচন্দ্র মুচকী হাসি হাসিতেছেন। সোঁ করিয়া প্রাণের উপর কবির "একটু বসন্তের বাতাস বহিয়া গেল আর যায় কোথা! রূপ বর্ণনার গলায় দড়ি দিয়া খোঁটায় বাঁধিয়াছি। যায় যাক যৌবনতরী অকুল পাথারে কুচ-পরোয়া নেহি! এমনি রূপ বর্ণনা করিব যে, কেহ কখন করে নাই করিবে না, হয় নাই হইবে না, ইত্যাদি ইত্যাদি।

ব্রাহ্মণী আমার কুরূপা হইলেও আমি যে চক্ষে তাঁহাকে দেখিয়া "সা তত্র স্যাদ যুবতী বিষয়ে সৃষ্টিরাদ্যেব ধাতুঃ„ মনে করি। আপনার প্রণয়িনী, জগার প্রেতিনী হইলেও আপনি যে চক্ষে তাঁহাকে দেখিয়া মনে মনে "ললিত লবঙ্গলতা, আবৃত্তি করেন। পাঠিকা ঠাকুরাণী বৈকালিক বেশ বিন্যাসের পর, দর্পণে নিজমুখ দেখিয়া যাহাকে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী মনে করেন. এই যে যুবতী যিনি ঐ যুবকের সঙ্গে দাবা খেলিতেছেনতিনি ঠিক সেইরূপ সুন্দরী। আর যুবকের কথা কি বলিব, মেঘনাদবধে "হরকোপানলে কাম যেন মরে না পুড়ি, দাঁড়ায়ে সে সভাতলে ছত্রধর রূপে" এটি না থাকিয়া যদি "বলিতেছে কিঞ্চিমাত্র

দাবা হাতে করি" থাকিত, তাহা হইলে, আমার বিশেষ উপকার হইত।

রূপ বর্ণনা ত হইয়া গেল। আর কাহারও কোন আপত্তি থাকিতে পারে না। এইবার যুবক যুবতীর সহিত এক বাজি খেলুন; খেলিতে ইচ্ছা না হয়, উপর চাল বলিয়া দিন, আর না হয়, চুপ করিয়া কথাবার্ত্তা শুনুন। গোল করিলে, তৎক্ষণাৎ উঠাইয়া দিব।

যুবক বক্ষে উপাধান রাখিয়া অর্দ্ধশায়িত ভাবে চিন্তা করিতেছেন, আর এক একবার দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী অঙ্গুলি দ্বারা ছকোপরিস্থ দাবার মস্তকে আস্তে আস্তে আঘাত করিতেছেন। যুবতী অনিমেষ লোচনে যুবার কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন আর মুখ মুচকাইয়া হাসিতেছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে যুবতী বলিলেন, "আর ভাবলে কি হবে, চালনা?

যুবা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা! এই ঘোড়া উঠে বসো।

যুবতীর বক্ষের বসন ঈষৎ শ্লথ হইয়াছিল, তিনি বাম হস্ত দ্বারা যথা স্থানের বসন তথায় স্থাপন করিতে করিতে দক্ষিণ হস্ত দ্বারা দাবা আর একপদ চালিয়া, নয়নভঙ্গী করিয়া বলিলেন "কিস্তি।

যুবা "ঘোড়া উঠে বসো" বলিবার পর দাবার চিন্তামগ্ন হইয়াছিলেন; "কিস্তি,, শব্দ কর্ণে প্রবিষ্ট হইবামাত্র যুবতীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কিসে কিস্তি পড়ে?,,

যুবতী আবার নয়নভঙ্গীর সহিত দুহু হাসা করিয়া বলিলেন, "দাবার কিস্তি।,,

যুবা বিস্ফারিত লোচনে ছকের উপর দৃষ্টি করিয়া বিমর্ষভাবে

বলিলেন "কিছু হলো না, বাজি চটে যাবে। আচ্ছা, আর এক বাজি এস।„

ছক পুনরায় সাজাইবার জন্য যুবা পূর্ব্বসজ্জিত ছক উল্‌টাইয়া দিতে যেমন হস্ত প্রসারণ করিয়াছেন; যুবতী অমনি যুবার হস্ত ধারণ করিলেন। বলিলেন " না, বাজি চটবে না, মাৎ হবে, হয় বল মাৎ হয়েচি, না হয় খেল।

যুবা বলিলেন. "কিসে মাৎ করলে, যে, মাৎ স্বীকার করবো ?

যুবতী বলিলেন, "খেলে দেখ মাৎ হয় কি না হয়।„

উভয়ে আবার খেলায় মনোনিবেশ করিলেন। দাবায় দাবায় রাজায় রাজায়, নৌকায় নৌকায় অনেক কাটাকাটি হইল। শেষ মাতই হইল। যুবা হারিলেন।

যুবতী "এবার মাৎ হয়েছে কি ? বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন

যুবতীকে দাঁড়াইতে দেখিয়া যুবা বলিলেন, " এর মধ্যেই দাঁড়াইলে যে ? আর এক বাজি খেলে যাও।"

"আর না রাত ঢের হয়েচে, উপরে চল " বলিয়া যুবতী গমনোদ্যত হইলেন।

যুবা ব্যঙ্গস্বরে বলিলেন, "ও পাড়ায় রাত ঝুলে পড়েছে দেখ্‌চো না ?

ঝুলে পড়ুক আর নাই পড়ুক; ঘুমে আমার চোখ জড়িয়ে আসচে। তোমার কি হলো না ? আটটা পর্য্যন্ত ঘুমুবে, তার পর উঠে চারটি খাবে, আর আপিসে বেরুবে। আমি যেটি না দেখবো, সেটি আর হবে না" বলিয়া যুবতী আবার উপবেশন করিলেন।

যুবা সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, " খাওয়া আর আপিস যাওয়া ব্যতীত আমার আর কোন কাজ নাই ?„

"আর কি কাজ ! একবার গাড়ী করে গঙ্গাস্নানে যাওয়া ? তা আমিও একবার ছেড়ে পাঁচ বার যেতে পারি" যুবতী চক্ষু রগড়াইতে লাগিলেন।

"তোমার ঘুমটা কিছু বেশী ধরেছে, দেখছি। চল, আর বাক্যব্যয়ে কাজ নাই," বলিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। যুবতীও পশ্চাদ্গামিনী হইলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

চাকুরী ত্যাগ।

——সকল কাজের উঁচা চাকরী;
নেশার উঁচা মদ,
যাতে ধর্ম্ম কর্ম্ম রদ্।

কবি।

মহাকোলাহলময়ী মহানগরী কলিকাতার যে অংশটি কিছু নিস্তব্ধ ভাবাপন্ন, যাহার পার্শ্ব দিয়া মহাদুর্গন্ধ-সলিলা কাটী খাল মৃদু মন্দ গতিতে প্রবাহিত ; অর্থাৎ, সার্কুলার রোডের পশ্চিম দিকের যে ত্রিতল বাটীর উপরের বৈঠকখানায় বসিয়া দম্পতী যুগল দাবা খেলিতেছিলেন, কেহ যেন মনে না করেন যে, সে খানি তাঁহাদের ভাড়া করা বাটী। বিষম নোংরা ডাল রুটিখোর মেড়ুয়াবাদীর এমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন উদ্যান-সমন্বিত, আবার দ্বারে দ্বারবান পাহারাযুক্ত বাটী দেখিয়াও, যে অন্ধ ইহাকে ভাড়া করা বাটী মনে করেন, তিনি, নিশ্চয়ই ভূষণার আমদানি তৎপক্ষে সন্দেহ নাস্তি।

কিষণলাল বাবু জাতিতে রাজপুত। তাঁহার পিতার পূর্ব্ব নিবাস রাজপুতানা। ব্যবসায় অনুরোধে তিনি সপরিবারে বালক কিষণলালকে লইয়া কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন। তদবধিই ইহাদের কলিকাতায় বাস। স্বদেশ গমন বড় একটা ঘটীয়া উঠিত না। যখন কিষণলালের বয়স চৌদ্দবৎসর তখন তাঁহারপিতার মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে কিষণলালের পিতা বিপুল অর্থ রাখিয়া যান। অভিভাবকহীন বালক কিষণলাল নিজ অসাধারণ অধ্যবসায় গুণে অতি অল্প দিনের মধ্যে সংস্কৃত, বাঙ্গালা এবং ইংরাজি ভাষায় সুশিক্ষিত হইয়া এক্ষণে রিইউনিয়ন ব্যাঙ্কের কেশিয়ারের পদে কর্ম্ম করিতেছেন। ধীর, সত্যবাদী, পরোপকারী এবং পরম দয়ালু বলিয়া প্রতিবেশী মহলে তাঁহার বিশেষ খ্যাতি ছিল। বস্তুতঃ তাহাই ঠিক। তিনি ব্যাঙ্কের নিজ অধীনস্থ অর্দ্ধেকের উপর লোকের চাকুরী করিয়া দিয়াছেন। প্রতিবেশী ইতর ভদ্র কাহারও কোন বিপদ উপস্থিত হইলে, তিনি অগ্রে বুক দিয়া দাড়ান।

ভার্য্যা যোগমায়াও ভর্ত্তার অনুরূপ স্ত্রী। গৃহে মূর্ত্তিমান হিন্দুয়ানী বিরাজমান। ভিক্ষুক অতিথি কোন প্রকারে বিমুখ হইতে পায় না। নিত্য বিগ্রহ সেবা হয়। এতদ্ব্যতীত, গুপ্তদানও যথেষ্ট।

দাবাখেলার পর, আহারাদি করিয়া পতিপত্নী শয়ন করিয়াছেন। এমন সময়ে একজন লোক ক্রন্দন করিতে২ দ্বারবানকে বলিতেছে, "অমার বড় বিপদ,, একবার বাবুকে খবর দাও।

দ্বারবান জানিত, বাবু বাটীর ভিতরে গিয়াছেন, সুতরাং আপত্তি করিল। বলিল, "বাবু শোগিয়া, আভি মুলাকাৎ নেহি হোগা, কাল ফজরমে আও।,,

আগন্তুকের কাতরোক্তি এবং দ্বারবানের আপত্তি কিষণলাল বাবুর কর্ণে প্রবিষ্ট হইবামাত্র তিনি শয্যা পরিত্যাগ করিয়া দাঁড়াইলেন।

স্বামীর শয্যাত্যাগে যোগমায়ার নিদ্রাভঙ্গ হইল। জিজ্ঞাসা করিলেন, "আবার উঠলে যে?„

কিষণলাল বাবু বলিলেন, "কে বিপদে পড়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। একবার বাহিরে যাব।„

"তবে ঝীকে ডাকি? প্রদীপ জ্বেলে দিক,„ বলিয়া যোগমায়াও উঠিলেন।

"তারা এই সবে মাত্র শুয়েছে আর ডেকোনা; তুমি নিজেই প্রদীপটা জ্বালো।„ বলিয়া কিষণলাল গৃহের অর্গল মুক্ত করিয়া বাহির হইলেন

যোগমায়া সেই অন্ধকারে অনেক কষ্টে প্রদীপ জ্বালিয়া স্বামীর আগমন অপেক্ষায় বসিয়া রহিলেন।

কিষণলাল বাবু বহির্বাটীতে আসিয়া আগন্তুক সহ দ্বারবানকে উপরে আসিতে আজ্ঞা করিলেন। আগন্তুক কিষণলাল বাবুর কণ্ঠস্বর শুনিয়া নীচহইতেই ক্রন্দন করিতে২ বলিতে লাগিল, "বাবু আমি ভারি বিপদে পড়েছি। আপনাকে এর একটা উপায় করে দিতে হবে। আজ সন্ধ্যার পর মাঠাকরুণ মারা গেছেন। এমন একটা পয়সা নাইযাতে মড়া উঠে। পাড়ার অনেকের কাছে ধার করবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু কেউ রাজী হলো না; বলে, মড়া পোড়াবার টাকা ঘর থেকে বার করতে নাই।" কিষণলালের মুখে হাসি আসিল। অন্ধকারে আস্তে আস্তে বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া আলমারীর চাবি খুলিয়া কএকটি টাকা বাহির করতঃ নীচে আসিলেন। আগন্তুককে বলিলেন, "এত-

ক্ষণ আমাকে খবর দেননি কেন মুখুজ্যে মশায়? আপনি একে ব্রাহ্মণ তায় প্রতিবেশী, আর আপনার বিপদ আমার বিপদ কি আলাদা।

আগন্তুক মুখোপাধ্যায় মাহাশয় চক্ষু মুছিতে মুছিতে বলিলেন, "পারত পক্ষে বিরক্ত করতে ইচ্ছা করি না; সেই জন্য আসি নাই। এত চেষ্টা করেও যখন কেউ সাহায্য করলেনা তখন কাজেই আপনাকে জানাতে হলো।"

"এর আর কষ্ট কি? বলুন, মড়া চালান করে দিয়ে আসি" বলিয়া কিষণলাল, মুখোপাধ্যায় মহাশয় সমভিব্যাহারে তাঁহার বাটীর উদ্দেশে চলিলেন। দারবানও বাবুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

দীনদরিদ্র মুখোপাধ্যায়, কিষণলাল বাবুর প্রতিবেশী। যথা কালে কিষণলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় সমভিব্যাহারে তাঁহার বাটীতে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, প্রাঙ্গণে মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মাতার শব পড়িয়া রহিয়াছে। নিকটে কেহ নাই কেবল মিট মিট করিয়া প্রদীপ জ্বলিতেছে, আর মুখোপাধ্যায়ের পরিবারভুক্তা স্ত্রীলোকেরা গৃহমধ্যে হইতে অস্ফুট স্বরে ক্রন্দন করিতেছেন। আত্মীয় স্বজন কাহাকেও না দেখিয়া কিষণলাল বাবু মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, মড়ানিয়ে যাবার উপায় কিছু করেছেন?"

মুখুজ্যে মহাশয় বলিলেন, "অনেককেই ডাকা হয়েছিল, কিন্তু কেউ আসে নাই। দুই এক জন যাঁরা এসেছিলেন, প্রয়শ্চিত্ত হয় নাই বলে তাঁরাও ছুঁতে রাজী হলেন না।"

কি। প্রায়শ্চিত্ত হলে ত তাঁদের আর আপত্তি থাকবে না?

মু। আজ্ঞা, তা বল্‌তে পারি না।

কি। তাঁদের আর একবার ডাকুন।

মুখোপাধ্যায় মহাশয় লোক ডাকিতে গেলেন। কিষণলাল বাবু একাকী বসিয়া রহিলেন। অনেক ক্ষণের, পর, মুখোপাধ্যায় মহাশয় শুষ্ক মুখে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন যে, সকলেই ঘুমাইয়াছে। কাহারও শাড়া পাওয়া গেল না।"

কিষণ লাল বাবু শুনিয়া একটু বিমর্ষ হইলেন। মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে বলিলেন, "আমি ডাকিয়া আনিতেছি, আপনি আমার সঙ্গে চলুন।"

মু। আবার আপনি কষ্ট কর্‌বেন?

কি। কষ্ট কিছুই নয়; আপনি আমার সঙ্গে আসুন।

উভয়ে বাটী হইতে বহিষ্কৃত হইলেন। কিষণলাল বাবু মুখোপ্যাধ্যায়ের স্বসম্পর্কীয় প্রতিবেশিগণকে ডাকিলেন। আর কাহার সাধ্য বাটীতে থাকে। কিষণলাল বাবুর ডাক শুনিয়া একে একে সকলেই বাহির হইলেন। বলা বাহুল্য, ইহার মধ্যে অধিকাংশই কিষণলাল বাবুর অধীনে কাজ করেন। কাহাকেও কিছু বলিতে হইল না। শব লইয়া যাইবার জন্য সকলেই মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে জমিয়াত হইলেন। খট্টা আনীত হইল শববাহকেরা কোমর বাঁধিয়া দাঁড়াইলেন। কিষণলাল বাবু নিজ দ্বারবানের দ্বারা একজন পুরোহিত ব্রাহ্মণকে ডাকাইয়া মৃতার প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া দিলেন। বাবু নিজে শবের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। অনেক দূর পর্য্যন্ত আসিয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে একটু অন্তরালে ডাকিয়া বলিলেন "ব্রাহ্মণের মড়া আমাকে তো ছুঁইতে দিবেন না? তবে আর আমি আপনাদের সঙ্গে থাকিয়া কি করিব? ঘাটখরচের জন্য এই টাকা কয়টা আপনার কাছে

রাখুন। আর সকলকে জিজ্ঞাসা করুন, তাঁহারা যদি অনুমতি দেন, ত আমি বাড়ী যাই।„

সকলে অম্লান বদনে তাঁহাকে বাড়ী যাইবার অনুমতি দিলেন। কিষণলাল বাবু ঘাটের অর্দ্ধেক পথ পর্য্যন্ত শবের সহিত গিয়া বাটী প্রত্যাগমন করিলেন।

যখন রাত্রি তিনটা, তখন কিষণলাল বাবু বাটী প্রত্যাগমন করিয়া পত্নীরনিকট আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্তবর্ণন করিয়া শয়নকরিলেন

দেখিতে দেখিতে প্রভাত হইল। পৌরজনেরা গৃহকর্ম্ম লইয়া ব্যস্ত হইলেন। যোগমায়াও অনেক প্রকার সহায়তা করিতে লাগিলেন। ক্রমে নয়টা বাজিল। গৃহস্থের রন্ধনকার্য্য প্রায় সমাধা হইয়া আসিল। কিন্তু বাবুর এখনও ঘুম ভাঙ্গে নাই। একে কিষণলাল বাবু স্বভাবতঃ একটু নিদ্রালু, তাহার উপর আবার গত রাত্রে শয়ন করিতে বিলম্ব হইয়াছে; সুতরাং, নিদ্রা ভঙ্গ না হইবারই কথা। বৈঠকখানায় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা অপেক্ষা করিতেছেন। ক্ষণে ক্ষণে ভৃত্যেরা আসিয়া বাবু উঠিয়াছেন কি না, তাহার সংবাদ লইতেছে। দশটা বাজে, আপিসের বেলা হইয়া উঠিল দেখিয়া, যোগমায়া কিষণলালের নিদ্রাভঙ্গ করিবার জন্য গৃহে প্রবেশ করিলেন; কিন্তু সাহস করিয়া কিষণলালের নিদ্রাভঙ্গ করিতে পারিলেন না, পুনরায় বাহির হইলেন। ইহার কারণ, কিষণলাল নিদ্রাভঙ্গে অগ্রে ব্রাহ্মণের মুখ না দেখিয়া কাহারও মুখ দেখিতেন না।

অনন্যোপায়া হইয়া যোগমায়া বাহির হইতে কবাটে শব্দ করিতে লাগিলেন। বিকৃত শব্দে বাবুর নিদ্রাভঙ্গ হইল। যোগমায়াও বাহির হইতে কিষণলাল উঠিয়াছেন বুঝিতে পারিয়া কর্ম্মান্তরে প্রস্থান করিলেন।

নিদ্রাভঙ্গে কিষণলাল বাবু একেবারে বৈঠকখানায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সমাগত ব্রাহ্মণগণকে প্রাত্যহিক দান করিয়া, তাঁহাদের পদধূলি লইলেন। ব্রাহ্মণেরা আশীর্ব্বাদকরিয়া প্রস্থান করিলে, ভৃত্য তামাক দিয়া গেল। বৈঠকখানার ঘড়ীতে ঠংঠং করিয়া দশটা বাজিল। নিদ্রা হইতে উঠিবার পর, এতাবৎ কত বেলা হইয়াছে, বাবু তাহার সংবাদ লয়েন নাই। ঘড়ীর শব্দ কর্ণে প্রবিষ্ট হইবামাত্র চমক ভাঙ্গিল। আপন মনে বলিলেন, "আরে মলো! দশটা বেজে গেল রে!"

তাড়াতাড়ি ভৃত্যকে গাড়ী যুতিয়া আনিতে আদেশ করিলেন। যান সজ্জিত হইয়া আসিল। বাবু গঙ্গাস্নানে চলিলেন। গঙ্গাস্নান করাটি বাবুর নিয়মিত কার্য্য। যথাকালে স্নানকার্য্য সমাধা করিয়া বাটীতে আসিয়া আহারাদি সমাপন করিলেন। যখন আফিসে গমন করিলেন, তখন বেলা দুপুর।

সার্কুলার রোড হইতে আপিস বড় অল্পদূর নহে, এক ক্রোশের উপর হইবে। এই এক ক্রোশ পথ গাড়ীতে গেলেও অর্দ্ধঘণ্টার কমে যাওয়া যায় না; সুতরাং, কিষণলাল বাবুর আফিসে পোঁছিতে প্রায় সাড়ে দুপুর হইল। আফিসে পোঁছিয়া কিষণলাল বাবু স্বস্থানে উপবেশন করিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে ম্যানেজার সাহেবকেসম্মুখে দেখিতে পাইলেন। সাহেবকে দেখিয়া কিষণলাল বাবু প্রত্যহ যেরূপ সেলাম করেন, অদ্যও সেই রূপ করিলেন। কিন্তু অন্য দিনের ন্যায় সাহেব তাঁহাকে প্রতি সেলাম না করিয়া মুখ ভার করিয়া চলিয়া গেলেন। কিষণলাল বাবু বুঝিলেন, অধিক বেলা হইয়াছে বলিয়া সাহেব রাগ করিয়াছেন; সুতরাং, কিছু না বলিয়া নিজস্থানে বসিয়া আপনার কার্য্য করিতে লাগিলেন। প্রায় সমস্ত দিবস এইরূপে অতিবাহিত

হইল, কোন প্রকার গোলযোগ হইল না। যখন বেলা পাঁচটা, কেরাণীকুল কলম পরিত্যাগ করিয়া বাটী গমনে উদ্‌যোগ করিতেছেন, সেই সময়ে সাহেবের নিকট হইতে কিষণলাল বাবু এক পত্র পাইলেন। পত্রে যাহা লেখা ছিল, তাহার ভাবার্থ এই- "তোমার বিলম্বে আসায় আমাদের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে; এজন্য, তোমাকে সাবধান করিয়া দিতেছি যে, ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি রাখিবে।,,

পত্রের ভাষা এবং ভাব দেখিয়া কিষণলাল বাবু কিছু অপমান বোধ করিলেন। অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত চিন্তা করিয়া শেষ সাহেবকে পত্রের উত্তর লিখিলেন যে, "আমি আপনার কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিতেছি। চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে চার্জ্জ বুঝিয়া লইবেন।"

পত্র পাইয়া সাহেব বুঝিলেন যে, তাঁহার ওরূপ পত্র লেখা অন্যায় হইয়াছে; কাজেই স্বয়ং আসিয়া কিষণলাল বাবুকে অনেক সান্ত্বনা করিলেন। কিন্তু কিষণলালবাবু সে সকল কথা না শুনিয়া কর্ম্মে রিজাইন দিয়া বাটী প্রত্যাগমন করিলেন। বাটীতে আসিয়া পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিতে না করিতে হাস্যমুখে গৃহিণীকে সংবাদ দিলেন "আজ চাকরীতে জবাব দিলাম"

গৃহিণীও হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আঃ বাঁচলুম! কাল পাঁচ সিকের পূজো দেব।,,

---

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

স্বাধীন ব্যবসায়।

যো ধ্রুবাণি পরিত্যজ্য

অধ্রুবাণি নিষেব্যতে

ধ্রুবাণি তস্য নশ্যন্তি

অধ্রুবং নষ্টমেব চ।

হিতোপদেশ।

সন্ধ্যা হইয়াছে। কিষণলাল সায়ংকৃত্যাদি সমাপন করিয়া বৈঠকখানায় বসিয়াছেন। প্রতিবেশী দুই চারিজন শুষ্কমুখে পরস্পরের মুখ চাওয়াচায়ি করিতেছেন। কাহারও মুখে কথা নাই কিষণলাল বাবু বৈঠকখানায় আসিয়া অবধি এ পর্য্যন্ত কোন কথা কহেন নাই, আপন মনে পত্র লিখিতেছিলেন। লেখা সাঙ্গ হইলে, পুনরায় আপন মনে পাঠ করিয়া, উহা একখানি খামের মধ্যে পূরিয়া দ্বারবান্‌কে ডাকিলেন। দ্বারবান্ মহাশয় দেউড়ীতে বসিয়া ঢুলিতেছিলেন। আহ্বান শব্দ কর্ণে প্রবিষ্ট হইবা মাত্র দ্বার পার্শ্বে আসিয়া "মহারাজ!" বলিয়া দাঁড়াইল।

কিষণলাল বাবু তাহার হস্তে পত্রখানি দিয়া বলিলেন "এই চিঠী ঠো বড়াল বাবুকে দেও। আউর হামরা সেলাম দেও। বাবু জবাব দেঁ তো লে আও।"

দ্বারবান্ "বহুৎ আচ্ছা" বলিয়া পত্র লইয়া প্রস্থান করিল।

দ্বারবান্ প্রস্থান করিলে, কিষণলাল উপবিষ্ট প্রতিবেশি-গণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "তার জন্য আপনাদের ভাবনা

কি। সাহেব যদি একান্ত আপনাদের না রাখেন, আমি অন্য জায়গায় বলে দিব। আর আমিও যে চাকরী ছেড়ে চুপ করে বসে থাকবো, তাও নয়। একটা না একটা কাজ করবোই। তাতেও দু চার জন লোকের আবশ্যক হবে।,,

প্রতিবেশিগণের মধ্যে একজন বলিলেন, "সাহেব আর বলবে কি মশায়, আপনি বেরিয়ে আসবার পর, আমাদের এই চার জনকে ডেকে বলে দিলে যে, কিষণলাল বাবু ত কাজ ছেড়ে দিলেন, এখন তোমরা কি করতে চাও? তিনি তোমাদের জামিন ছিলেন। যখন তিনি চলে গেলেন, তখন আর তাঁর জামিনে তোমাদের ত রাখতে পারি না। বিশেষ, এ সব হচ্চে টাকা কড়ির কাজ।,,

কি। আপনারা কি বল্লেন?

"আমরা আর কি বোলব, বাবুকে জানাবো বলে চলে এলেম,

কি। বেশ করেচেন। আপনারা অন্য কোন জায়গায় চেষ্টা করুন, আমি আপনাদের জামিন হবো, আর আমিও আপনাদের জন্য বিশেষ চেষ্টা করচি। কোন রকম ভাববেন না।

ক্রমে রাত্রি অধিক হইল। প্রতিবেশিগণ একে একে উঠিয়া গেলেন। কেবল একজন বসিয়া রহিলেন। তাঁহাকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া কিষণলাল জিজ্ঞাসা করিলেন, "রায় মহাশয়ের আমায় কিছু বলবার আছে কি?,,

রায় মহাশয় ক্রন্দন স্বরে বলিলেন, "মশায় ত জানেন, আমার চাকরীটি মাত্র ভরসা ছিল। এক দিন চলে যে, এমন সংস্থান নাই। অনেক গুলি পরিবার, তাদেরি বা কি খাওয়াবো, আর আপনিই বা কি খেয়ে অপর জায়গায় বেরুব, বার বার তাই ভাবচি।,,

প্রত্যুত্তরে কিষণলাল বাবু কিছু বলিবার প্রয়াস পাইতেছিলেন, এমনি সময়ে দ্বারবান পত্রের জবাব লইয়া উপস্থিত হইল। কিষণলাল আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়া প্রফুল্ল মুখে রায় মহাশয়কে বলিলেন, "আপনি কোম্পানির কাগজ, সেয়ার, এই সকলের দালালী করতে পারবেন ?„

রায় মহাশয় বলিলেন, " পারব না কেন মশায় ? তবে কিনা এ সব কাজের খদ্দের হাতে থাকা চাই। তা হলে, কাজের সুখ, আর দু পয়সা পাওয়াও যায়; নচেৎ কেবল ঘুরে বেড়ানই সার।

কিষণলাল বাবু বলিলেন খদ্দেরের জন্য বড় ভাবতে হবে না। ধরুন, আমি আপনার এক জন খদ্দের হবো। আর আমার আলাপী পাঁচ জায়গায় বলে দেবো।

রায় মহাশয় বলিলেন, "আপনি কি সেয়ারের কাজ করবেন।„

কিষণলাল বাবু বলিলেন, " হাঁ, এই রকম মনে করেছি। একটা কাজ ত করতে হবে„ । "রায় মহাশয় সহর্ষে বলিলেন. তবে মশায় আমি আর কোথাও কর্ম্মের চেষ্টা করবো না। আপনার সঙ্গেই বেরুবো। যাতে আমার এই সংসারটির প্রতি পালন হয়, তাই করবেন ।„

"সেই ভাল, কাল থেকে আপনি আমার সঙ্গে বেরুবেন। কিন্তু আপাততঃ এ কথা বাহিরে গোল করবেন না। আমি একে একে আপনাদের চার জনকেই একটা না একটা কাজে বার করবো। বলিয়া কিষণলাল বাবু গাত্রোত্থান করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে রায় মহাশয়ও উঠিলেন।

—

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—◌:•:◌—
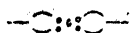
অব্যবসায়ীর ব্যবসায়।

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি।
তদর্দ্ধং রাজসেবায়াং ভিক্ষায়াং নৈব চ নৈব চ।

মহাজন বাক্য।

"বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস, তাহার অর্দ্ধেক চাষ" এটি মহাজন বাক্য হইলেও অব্যবসায়ীর পক্ষে নহে। লোকে কথায় বলে, "অনভ্যাসের ফোঁটা কপাল চড় চড় করে। ইহার একটা সামান্য পরিচয় দিব। প্রভাতে কিরণলাল বাবু বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা বিদায় হইয়াছেন। বাবু অদ্য নূতন কর্ম্মে বাহির হইবেন। গ্রহবিপ্র দিন স্থির করিয়া দিয়াছেন, আজি উত্তম দিন। রায় মহাশয়, বাবুর সঙ্গে বাহির হইবেন বলিয়া প্রাতঃকাল হইতে থানা দিয়া বসিয়া আছেন। বাবু আহারাদির জন্য বাটীর ভিতর যাইবার উদযোগ করিতেছেন, এমন সময় ভৃত্য সংবাদ দিল যে "হঠাৎ বড় গাইটা মারা গেল।„

কিরণলাল বাবু বিস্মিত হইলেন। বলিলেন, "হঠাৎ গাইটা মারা গেল কেন?„

ভৃত্যের মুখ শুকাইল। বলিল, "তা কেমন করে বলবো মশায়? রাত্রে জাব দিয়ে রেখেছি, আর সকালে দেখি, মরে রয়েচে!„

কিষণলাল বাবু একটু দুঃখিত হইলেন। বলিলেন, "তার আর কি হবে, প্রায়শ্চিত্ত করগে যা।"

ভৃত্য "যে আজ্ঞা" বলিয়া প্রস্থান করিল।

কিষণ লাল রায় মহাশয়কে সত্বর আহারাদি করিয়া আসিতে বলিয়া আপনি আহারের জন্য বাটীর ভিতর গমন করিলেন। কিষণলাল স্নান করিতে বসিয়াছেন, ভৃত্য স্নান করাইবার জন্য কলসী পূর্ণ করিয়া জল রাখিয়া গিয়াছে, কোথা হইতে একটী কাক আসিয়া জলে মুখ দিয়া জল নষ্ট করিয়া দিল। ভৃত্য পুনরায় জল আনিয়া স্নান করাইয়া দিল। কিষণলাল আহারে বসিয়াছেন, গৃহিণী তত্ত্বাবধারণ করিতেছেন। অর্দ্ধেকেরও কম আহার হইয়াছে, এমন সময়ে ভাতের থালার উপর একটা কি দ্রব্য পড়িল, আর কিষণলালের আহার হইল না। আহারের ব্যাঘাত দেখিয়া যোগমায়া বিশেষ দুঃখিত হইলেন। অন্য বন্দোবস্তের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাহা হইল না। শুভ কাল উত্তীর্ণ হইয়া যায় জানিয়া কিষণলাল উঠিয়া পড়িলেন। পরিচ্ছদাদি পরিধান করিয়া লৌহসিন্ধুক হইতে টাকা বাহির করিতে গেলেন। অন্য সময়ে প্রয়াস মাত্রেই সিন্ধুকের চাবি খুলেন, কিন্তু আজ তাহা কোন মতেই খুলে না। নিজে অনেক পীড়াপীড়ি করিলেন, অনেক বার চাবিতে তৈল দিলেন, তবুও চাবি ঘুরিল না। শেষ ভাঙ্গিবার ব্যবস্থা হইল। তৎক্ষণাৎ কামার ডাকিয়া সিন্ধুক ভাঙ্গা হইল। কিষণলাল টাকা লইয়া রায় মহাশয় সমভিব্যাহারে কোম্পানির কাগজের হাট অভিমুখে চলিলেন।

ব্যাঙ্কে কার্য্য করার জন্য কিষণলাল বাবুকে অনেকেই চিনিত এবং তিনি যে বিশেষ ধনী, সকলে তাহাও জানিত। সেই কিষণ-

লালকে অদা হাটে দেখিয়া দালালদিগের মন কিরূপ হইল, তাহা দালাল ভিন্ন অপরে বুঝিবে কিরূপে। অনেকে আসিয়া আত্মীয়তা করিলেন, অনেকে কাজ কর্ম্মের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। কিষণলাল বাবুও সকলকে যথাযোগ্য উত্তর দিলেন। দালালেরা বুঝিল, একটা বড় মাছ চারে আসিয়াছে, কিন্তু পুকুরটা জেলের জমা! রায় মহাশয় বেটাকে হাত করিতে না পারিলে কাজের সুবিধা হইবে না।

সেই দিনেই একেবারে পঞ্চাশ হাজার টাকার সেয়ার খরিদ হইল। রায় মহাশয় নূতন দালাল হইলেও সওদা মন্দ করিলেন না। বেলা দুইটার সময় যে মাল যে দরে সওদা হইয়াছিল, বেলা পাঁচটার সময় টাকায় এক আনা করিয়া সেই মালের দর বৃদ্ধি পাইল। অধিক লোভ না করিয়া কিষণলাল ক্রীত মাল ছাড়িয়া দিলেন। প্রথম দিনেই বেশ দশ টাকা লাভ হইল। রায় মহাশয়ও কিছু দালালী পাইলেন।

পর দিন আবার কাগজ খরিদ হইল; কিন্তু সে দিন আর হাতাহাতী দর বাড়িল না। কালি বা দুই চারি দিন বাদেই হউক, দর বাড়িবেই বাড়িবে স্থির করিয়া, সে মাল ধরিয়া রাখা হইল। এক দিন দুই দিন করিয়া প্রায় পনের দিন গেল; তথাপি মালের দর বৃদ্ধি পাইল না। দর সমভাবে রহিল দেখিয়া কিষণলাল বাবু রায় মহাশয়কে বলিলেন, এ মালের যখন দর উঠলো না, তখন এ মাল বেচে অন্য মাল কেনা যাক।

রায় মহাশয়ের কিন্তু তাহা ইচ্ছা নহে; কারণ, দর না উঠিলে দালালী কিরূপে পাইবেন। সুতরাং; ঘোর ফের করিয়া বলিলেন "আরও দু চার দিন ধরে রাখা যাক; দর নিশ্চয়ই উঠিবে।" তাহাই হইল। দর উঠিবার আশয়ে মাল ধরিয়া রাখা হইল;

কিন্তু দর বৃদ্ধি না পাইয়া বরং দিন দিন হ্রাস পাইতে লাগিল। কিষণলাল বাবু এক লক্ষ টাকার উপর সেয়ার খরিদ করিয়াছিলেন। দর কম হইয়া এখন তাহার প্রায় অর্দ্ধেক দাঁড়াইয়াছে। পাছে আরও হ্রাস পায়, এই ভাবনায় কিষণলাল রায় মহাশয়কে পুনঃ পুনঃ বিক্রয় জন্য বলিতে লাগিলেন; কিন্তু রায় মহাশয় তাহার বড় চেষ্টা পাইলেন না। রায় মহাশয়ের মাথায় ঢুকিয়াছে, তাঁহার দালালী কম হইবে। শেষ কিষণলাল বিশেষ লোকসান সহ্য করিয়া, সে মাল বিক্রয় করিয়া সে যাত্রা অব্যাহতি পাইলেন।

কিষণলালের আন্তরিক ইচ্ছা, আর এ কাজ করিবেন না কারণ, এ কাজ তিনি ভাল রকম বোঝেন না। রায়মহাশয় কিন্তু এই কয় দিন অপর পাঁচটা দালালের সহিত ঘুরিয়া দালালী সম্বন্ধে তিনি অনেক বহুদর্শীতা লাভ করিয়াছেন এবং তাহারই কারণে কিষণলাল বাবুকে বুঝাইতে আরম্ভ করিলেন যে, একবার লোকসান হয়েছে বলে কি ফিবারেই লোকসান হবে। আপনি এই মালটা খরিদ করুন। সে দিন এই মালের একভাগ এক সাহেবকে বেচে দিয়েছি। এতে লাভ হবেই হবে।„

লোকে বলে লাখ টাকার হাতী কাণ ভাঙ্গানিতে বশ হয় তা কিষণলাল কোন ছার; বিশেষ আপনার মহিমা বিশিষ্ট দালালী চক্রের মহিমায় কিষণলাল সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ; সুতরাং, দমে পড়িয়া আবার সেয়ার খরিদ বিক্রয় আরম্ভ করিলেন। কখনও লাভ, কখনও লোকসান, কখনও মূলেমূল এইরূপ হইয়া ছয় মাসের মধ্যে কিষণলাল পূর্ব্ব সঞ্চিত অর্থগুলি নষ্ট করিয়া কিছু ঋণগ্রস্ত হইলেন। এখন লোকসান গুলি তুলিয়া লইবার জন্য কিষণলাল বাবু বিব্রত; সুতরাং ভাল মন্দের বিচার

নাই। মাল একচেটিয়া করিবার জন্য ঋণের উপর আবার ঋণ করিয়া মাল খরিদ করিতে লাগিলেন। খরিদ করিলে কি হইবে। এখন পড়তা খারাপ পড়িয়াছে। যাহা খরিদ করেন, তাহাতেই লোকসান হয়। ক্রমে বিস্তর ঋণ করিলেন। বাগান, বাড়ী, ঘোড়া, গাড়ি প্রভৃতি বন্ধক দিলেন। শেষ কারবার অচল হইল। কিষণলালের কারবার করা ফুরাইল। রায় মহাশয় দালালী করিয়া চাকুরী অপেক্ষা অধিক উপায় করিতেছেন। এমন কি, দুই চারি হাজার টাকার সংস্থান্ও করিয়াছেন মাসকলায়ে পোকা কোন কালেই ধরে না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

—— :: ——

বেকার অবস্থা।

সুখস্যানন্তরং দুঃখং দুঃখস্যানন্তরং সুখম্।
চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ।।

হিতোপদেশ।

ঋণগ্রস্ত হইয়া কিষণলাল বাবু এখন আর বড় একটা বাটীর বাহির হন না। পূর্ব্বের আয় আর নাই, কিন্তু খরচ পূর্ব্বের ন্যায়ই আছে। প্রাত্যহিক দান সেই রূপই চলিতেছে। এক কথায়, পূর্ব্বের ন্যায় সকলই আছে, কেবল নাই, পূর্ব্বে যে সকল প্রতিবেশীরা অষ্ট প্রহর কাল তাঁহাকে মধুচক্রের ন্যায় ঘিরিয়া থাকিতেন, তাঁহাদের আগমন। এখন শত বার ডাকিলেও তাঁহাদের আসিবার সময় হয় না।

পাওনাদারেরা টাকার জন্য কিষণলাল বাবুকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেছে। তিনিও পরিশোধ করিবার চেষ্টা দেখছি" বলিয়া তাহাদিগকে নিরস্ত করিতেছেন। এইরূপে আরও চারি মাস অতীত হইল। পাওনাদারেরা আর শুনিল না, অত্যন্ত তাগাদা করিতে লাগিল। এমন কি, দুইএক জন নালিশও করিল। দুই এক জন নালিশ করিতেছে দেখিয়া সকলেই নালিশ করিতে আরম্ভ করিল।

কিষণলাল মহা বিব্রত হইয়া পড়িলেন। শেষ অফিসিয়াল এসাইনির হস্তে স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া তাঁহার ঋণ পরিশোধের ভার দিলেন।

কিষণলালের সমস্ত সম্পত্তি নিলামে বিক্রীত হইয়া গেল। পাওনাদারেরা প্রাপ্য টাকা সম্পূর্ণ না পাইলেও কিছু কিছু পাইল। রায় মহাশয় ভাড়া খাইবার জন্য এই সুযোগে কিষণলালের বসত বাটীখানি ক্রয় করিলেন।

এখন কিষণলাল নিজের বাটীতে নিজে ভাড়াটিয়া; জমীদার রায় মহাশয়কে মাসে পঞ্চাশ টাকা হিসাবে ভাড়াদিতেছেন। এই অবস্থায় কিষণলাল ছয়মাস কাটাইলেন আশা কুহকিনী! কিষণলাল মনেমনে ভাবেন, এমন ভাবেদিন চিরকাল যাইবেনা। কারবারে লাভ লোকসান দুইই আছে। এমন অনেকেরই হয়। রায় মহাশয় আমার বাড়ী কিনিয়াছেন বটে কিন্তু তাঁহাকে টাকা দিলে, তিনি অবশ্যই আমার বাড়ী আমায় ফেরত দিবেন।

তাহার বিপরীত ঘটিল। আমার বাটীর একশত টাকা ভাড়া হইতেছে, আপনি দিতে পারিলে বাস করিবেন. নচেৎ খালি করিয়া দিবেন, বলিয়া এক পত্র কিষণলাল বাবু পাইলেন।

পত্র পাইয়া কিষণলাল বাবু স্বয়ং রায় মহাশয়ের বাটীতে গিয়া সাক্ষাৎ করিলেন। "আমার সময় খারাপ, আবার কার বাটিতে যাব, কে এক কথা বলবে। তুমি যেমন হ'ক কিছু ভাড়া ত পাচ্চো, ইত্যাদি অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন, কিন্তু রায় মহাশয় সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না। অগত্যা, কিষণলাল বসত-বাটী পরিত্যাগ করিয়া পল্লীর মধ্যে একখানি সামান্য রকমের বাটী ভাড়া করিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

দান ধর্ম্ম।

দরিদ্রান্ ভর কৌন্তেয়! মা বর্চ্চেশ্বর ধনেম্।
ব্যাধিতস্যৌষধং পথ্যং নিরুজস্য কিমৌষধৈঃ॥

মহাভারত।

কিষণলাল বাবুর বাটী পরিত্যাগ করায়, প্রতিবেশিগণ মহা দুঃখিত হইলেন। রায় মহাশয়ের ব্যবহারে ততোধিক রাগান্বিতও হইলেন। অনেকে রায় মহাশয়কে একঘরে করিবার চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। কিষণলাল বাবু বাটী পরিত্যাগ করিবার সময়, সরকার, লোকজন, এমন কি দ্বারবানটীকে পর্য্যন্ত জবাব দিয়াছিলেন; সুতরাং, সংসারের অনেক কার্য্য এক্ষণে স্বহস্তেই করিতে হইতেছে। পূর্ব্বের ন্যায় প্রাত্যহিক দান আর করিতে পারেন না। একদিন কিষণলাল বাবু আহারীয় দ্রব্যাদি বাজার হইতে ক্রয় করিয়া লইয়া আসিতেছেন; পথে একজন ব্রাহ্মণ

তাঁহাকে ধরিয়া বলিলেন, "আমার কন্যাদায়, আপনি অনুগ্রহ না করিলে, উদ্ধারের অন্য উপায় নাই।"

কিষণলাল বাবু বড় বিপদে পড়িলেন, তাঁহার এমন কিছুইনাই যাহা দিয়া ব্রাহ্মণের উপকার করেন। অগত্যা, মনের দুঃখ মনে রাখিয়া বলিলেন, "ঠাকুর! আমার ত আর কিছুই নাই, যাহা, দিয়া আমি আপনার সাহায্য করিব।"

ব্রাহ্মণ ছাড়িবার পাত্র নহেন। কিষণলাল বাবুকে দাতা জানিতেন বলিয়া, কাকুতি মিনতি করিতে লাগিলেন। কিষণলাল অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ কিছুতেই তাঁহাকে ছাড়িলেন না; অগত্যা. ব্রাহ্মণকে সঙ্গে করিয়া বাটীতে আসিলেন

এই ব্রাহ্মণ ইতিপূর্ব্বে কিষণলাল বাবুর নিকট হইতে দুই একবার সাহায্য পাইয়াছিলেন, এই জন্য কিষণলাল বাবুর বাটী জানিতেন। কিষণলালকে অন্য পথে বাটী যাইতে দেখিয়া এবং স্বহস্তে বাজার করিতে দেখিয়া. কিছু বিস্মিত হইলেন। কিসণলালের সঙ্গে যাইতে যাইতে অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত মনে মনে চিন্তা করিলেন। শেষে বলিলেন 'মহাশয়! কি রাস্তা ভুলিলেন না কি?

কিষণলাল বাবু বলিলেন, "রাস্তা ভুলিব কেন?"

ব্রাহ্মণ উত্তর করিল "এই রাস্তায় আপনার বাড়ী?"

কিষণলাল বাবু হাস্যমুখে বলিলেন, "দেনার দায়ে "সে বাড়ী বিক্রী হয়ে গিয়েছে। এখন আমি বাড়ী ভাড়া করেআছি।'

কথাটা শুনিয়া ব্রাহ্মণের চক্ষে জল আসিল। ব্রাহ্মণ অনেক কষ্টে তাহা সামলাইয়া লইলেন। ক্রমে কিষণলাল বাটীতে পৌঁছিলেন। ব্রাহ্মণকে বাহিরে বসাইয়া আপনি বাটীর ভিতর গমন করিলেন।

কিষণলালের পূর্ব্বের ন্যায় দাস দাসী আর নাই। থাকিলে, স্বহস্তে বাজার করিতে হইবে কেন? গৃহিণী যোগমায়া গৃহকর্ম্ম করিতেছিলেন; কিষণলাল বাটীরভিতরপ্রবেশ করিলেন দেখিয়া মাথায় কাপড় টানিয়া দিলেন। কিষণলাল হস্তস্থিত বাজার রাখিয়া যোগমায়াকে ডাকিলেন। যোগমায়া অর্দ্ধাবগুণ্ঠনে অবগুণ্ঠনবর্তী হইয়া একপার্শ্বে দাঁড়াইলেন। পাঁচ মিনিট গেল, কিন্তু কিষণলাল কিবলিব বলিব মনেকরিতেছেন, কিছু বলিতেপারিতেছেন না। এই ভাবে আর কিছুক্ষণ, গেল তখনও কিষণলাল কিছু বলিলেন না। যোগমায়া স্বামীর অবস্থা দেখিয়া স্বপ্রবৃত্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ডাক্‌লে কেন?"

কিষণলাল কি বলিবেন স্থির করিতে না পারিয়া, মাথা চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে বলিলেন, "না এমন কিছুই নয়।"

যোগমায়া স্বামীর স্বভাব জানিতেন এবং কথার ভাবও বুঝিতেন; সুতরাং, কিষণলাল মনের ভাব প্রকাশ না করিলেও একরূপ বুঝিয়া লইলেন। এই জন্য, হাস্যমুখে বলিলেন, "কিছু নয় কেন? কি হয়েছে ভেঙ্গে বল, বোধ হয় কেউ বিপদে পড়ে তোমায় ধরেচে; না?"

কিষণলাল দেখিলেন, যোগমায়া জানিতে পারিয়াছেন; আর গোপন করা বৃথা। আর গোপন করিলেইবা কি হইবে। যে কোন উপায়ে হউক ব্রাহ্মণকে কিছু দেওয়া চাই। সুতরাং, মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিলেন, "কন্যাদায়গ্রস্থ এক ব্রাহ্মণকে সঙ্গে করে এনেছি।"

যোগমায়া স্বামীর কথা শুনিয়া হাস্যমুখে বলিলেন, "এনেছ বটে, কিন্তু কি দেবে? ঘরেত কিছুই নাই। আমার কাছে সাতটী পয়সা ছিল, তাই তোমাকে বাজার কর্‌তে দিয়েছি।"

যোগমায়ার কথায় কিষণলাল আবার মাথা চুল্‌কাইতে লাগিলেন। মনে মনে ইচ্ছা, যোগমায়াকে কিছু বলেন. কিন্তু লজ্জা প্রতিবন্ধক হইতে লাগিল। কথাটা এমনই কর্কশ যে, কিষণলালের মনে উদয় হইবামাত্র কর্ণদ্বয় লাল হইয়া উঠিল। কি উপায়ে সে কথা মুখ দিয়া উচ্চারণ করিবেন, অবনত-মস্তকে তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিষণলালকে বিমর্ষ দেখিয়া যোগমায়া অস্থির হইয়া উঠিলেন। কি উপায়ে স্বামীকে সন্তুষ্ট করিবেন, মনে মনে তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে একটা কথা, যোগমায়ার মনে পড়ায় মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। বলিলেন, "হাঁ গা! আমার হাতের এই বালা দু গাছি দিলে, ব্রাহ্মণ কন্যাদায় থেকে উদ্ধার পান না?"

কিষণলাল এতাবৎ কাল অবনতমুখে চিন্তা করিতে ছিলেন। যোগমায়ার কথা শুনিয়া চক্ষে জল আসিল। আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। গ্রন্থকারকে লোকে কুরুচিসম্পন্ন বলুন, আর যাই বলুন, তাঁহার লেখনী আর স্থির থাকিতে পারিল না। কাজেই মনের আবেগে লিখিয়া ফেলিলেন কিষণলাল গাঢ় আলিঙ্গনে পত্নীর মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন, "যার তোমার মত স্ত্রী, তার বনে গেলেও রাজ্যসুখ?"

যোগমায়া হস্তের বালা দুই গাছি উন্মোচন করিয়া স্বামীর হস্তে দিলেন। কিষণলাল সেই বালা দুই গাছি লইয়া বহি-র্বাটীতে আগমন করিলেন। বাহিরে ব্রাহ্মণ বসিয়াছিলেন, কিষণলাল ব্রাহ্মণকে বালা দুইগাছি দিয়া বলিলেন, "হাতে টাকা নাই, এই বালা জোড়াটা বিক্রী করে যাহা হয় লইবেন।"

ব্রাহ্মণ বালা জোড়াটি লইয়া কিষণলালকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন। কিষণলালও ব্রাহ্মণকে কিছু দিতে

পারিয়াছেন ইহা ভাবিতে ভাবিতে, সানন্দচিত্তে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

দানের ফল।

"গুণ হ'য়ে দোষ হ'ল বিদ্যার বিদ্যায়।"

ভারতচন্দ্র।

দিনের পশ্চাতে রাত্রির ন্যায় সুখের পশ্চাতে দুঃখ অহরহঃ ঘুরিতেছে; এ কথাটার বড় প্রমাণের আবশ্যক করে না; কেন না, দিনের পশ্চাতে রাত্রি সকলেই দেখিতেছেন। সুখের পশ্চাতে দুঃখ যদি কোন পাঠক না দেখিয়া থাকেন, তাহা হইলে, তিনি কিষণলাল বাবুর অবস্থা দেখুন। সুখের পশ্চাৎ দুঃখ হইলে, মানবের বিশেষ কষ্ট হয়; অনেক সময়ে অসহ্য হইয়া উঠে। এ কথায় কেহ যেন মনে না করেন যে, কিষণলাল বাবুর দুঃখ হইয়াছে বলিয়া তিনি সহ্য করিতে পারিতেছেন না। তিনি সেই পূর্ব্ব সুখরাশির মধ্যে থাকিয়া যেরূপ সুখী ছিলেন, এখনও তাহার কোন ব্যতিক্রম ঘটে নাই।

প্রভাত হইল। কিষণলাল গাত্রোত্থান করিয়া দোকান হইতে চাউল দাইল প্রভৃতি খাদ্য দ্রব্য কিনিয়া আনিলেন যোগমায়া গৃহকার্য্য সমাধা করিয়া স্নান করিয়া রন্ধনে প্রবৃত্ত হইলেন।

কিষণলাল বাবু খাদ্য দ্রব্যাদির আয়োজন করিয়া দিয়া পল্লীস্থ সমাগত দরিদ্র বালকদিগের স্কুলের দৈনিক পাঠ

বলিয়া দিতেছেন। নয়টা বাজিল দেখিয়া, তাহাদিগকে বিদায় দিয়া, কাপড় গামছা বগলে গঙ্গাস্নানে চলিলেন। যথাকালে তীরে দাঁড়াইয়া আর্দ্রবস্ত্র পরিত্যাগ করিতেছেন, এমন সময়ে একজন ব্রাহ্মণ তাঁহার মস্তকে হস্ত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। দরিদ্র কিষণলালের কিছুই নাই, কি দিয়া ব্রাহ্মণের সম্মান রক্ষা করিবেন। ব্রাহ্মণের একটু পদধূলি লইয়া মাথায় দিলেন। ব্রাহ্মণ পুনরায় আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "দাতা বাবা! আমার মাতৃদায়, এই দেখ, গলায় কাচা বাঁধা! আজ আট দিন। শ্রাদ্ধের আর দুই দিন মাত্র অবশিষ্ট আছে। কলিকাতায় অনেক জায়গায় চেষ্টা করেছি কিন্তু কোথাও কিছু পাই নাই। শেষ একজনের কাছে আপনার নাম শুনে আপনার বাড়ী গিয়েছিলাম। সেখানে শুনলেম, আপনি গঙ্গাস্নানে এসেছেন। তাই এখান পর্য্যন্ত এলেম। যা হয় একটা বিহিত না করলে আমি মাতৃদায়ে উদ্ধার পাই না।"

কিষণলাল ম্লানমুখে বলিলেন, "ঠাকুর! আমার যে আর কিছুই নাই! আজ খাই কি, এমন সংস্থান ও নাই।"

ব্রাহ্মণ সে কথায় বিশ্বাস করিলেন না। বলিলেন, "বাবা! তুমি দাতা ভক্ত; তোমার অভাব কি?"

কিষণলাল পুনরায় বলিলেন, "ঠাকুর! আমি মিথ্যা বল্‌চি না। সত্যই আর আমার কিছুই নাই, যা দিয়ে আমি আপনার কিছু উপকার কর্‌বো।"

ঘাটে নানা রঙ্গের লোক। ওরি মধ্যে একজন "বেণারসী জোড় পরে স্নান কর্‌তে এসেচেন, আর ওঁর আজ খাবার সংস্থান নাই" বলিয়া ঘাটে নামিয়া গেল।

কিষণলাল বাবু স্নানের পর বেণারসী কাপড় পরিয়া ব্রাহ্ম-

ণের সঙ্গে কথা কহিতেছিলেন। এই কাপড় জোড়াটি বহু-দিনের পুরাতন। যখন কিষণলাল বাবুর সময় ভাল ছিল, তখন আহ্নিক করিবার জন্য ইহা ক্রয় করিয়া ছিলেন। লোকের কথাটা কর্ণে প্রবিষ্ট হইবামাত্র মনে মনে বলিলেন, "বটেই ত!" তৎক্ষণাৎ গামছা পরিধান করিয়া কাপড় জোড়াটি ছাড়িয়া ব্রাহ্মণের হস্তে দিয়া বলিলেন, "এই কাপড় জোড়াটি বিক্রী করে যা হয় লইবেন।"

ব্রাহ্মণ কাপড় জোড়াটি পাইয়া আহ্লাদে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে প্রস্থান করিল। আর কিষণলালকে গামছা পরিয়া সমস্ত পথ পদব্রজে বাটী আসিতে হইল।

কিষণলাল সবে মাত্রবাটী প্রবেশকরিয়াছেন,তখনওকাপড়ছাড়েন নাই, অমনি সদর দ্বারে কে ডাকিল, "বাড়ীতে কে আছ গো?"

শব্দ শুনিয়া কিষণলাল ভিতর হইতে উত্তর দিলেন "কেমশায়?"

সদর হইতে প্রতিশব্দ হইল, "একবার বাহিরে আসুন।"

কিষণলাল কোন কথা না বলিয়া বাহিরেআসিলেন। বাহিরে আসিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার অত্যন্ত আশ্চর্য্য বোধ হইল। সেই কন্যাদায়গ্রস্ত ব্রাহ্মণ, যাঁহাকে তিনি স্ত্রীর হাতের বালা জোড়াটি দান করিয়াছিলেন, একজন পাহারাওয়ালা তাঁহার হাত বাঁধিয়া লইয়া আসিয়াছে। সঙ্গে জমাদার, দারোগা প্রভৃতি পুলিস-আমলাও আসিয়াছেন। কিষণলাল বাবু বাহিরে আসিবামাত্র দারোগা সাহেব ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই লোক?"

ব্রাহ্মণ বলিলেন "আজ্ঞা হাঁ।"

দারোগা সাহেব কিষণলালকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ বালা তুমি এই বামুণকে বেচিতে দিয়াছিলে?"

কিষণলাল অবাক্! বলিলেন, "বেচতে দিব কেন? কন্যাদায়গ্রস্ত বলিয়া আমার কাছে কিছু ভিক্ষা করিতে আসিয়াছিল, তাই ঐ বালা জোড়টা দান করিয়াছি।"

দারোগা বলিলেন, "এই ভাঙা বাড়ীতে থাক; তোমার অবস্থা ত এই দেখচি। তুমি কি ধনের মানুষ যে, একেবারে বালা জোড়াটা দান কর্‌লে?'

"সে খবরে তোমার কাজ কি?" বলিয়া কিষণলাল বিরক্তির সহিত মুখ ফিরাইলেন।

দারোগা বলিলেন, "খবর না থাক্‌লে কি বলচি? এ বালা যে চোরা মাল; তুমি পেলে কোথায়?"

কিষণলাল বাবু একেবারে আকাশ হইতে পড়িলেন। বলিলেন, এ বালা যে, আমার স্ত্রীর হাতের।"

দারোগা সাহেব বলিলেন "বোধ হয় তোমার স্ত্রী চুরি করিয়া থাকিবে? তুমি যখন বালা এই বামুণকে দিয়াছ, তখন তোমাকে থানায় যেতে হবে।"

কিষণলাল বাবু দেখিলেন, মহাবিপদ। পুলিসের সঙ্গে বাক্যব্যয় করা বৃথা; সুতরাং, বলিলেন, "আচ্ছা চল থানায় যাচ্চি।"

জমাদার সাহেব, ব্রাহ্মণ এবং কিষণলালকে লইয়া থানায় চলিলেন।

পুলিসের লোক কিষণলালকে লইয়া গেলে, পাড়ায় একটা গোল পড়িয়া গেল। অনেকে ব্যাপার না জানিয়া যাহা হয় এক একটা মনগড়া করিয়া বলিতে লাগিল। কেহ বলিল, "কিষণলাল বাবু বড় ধার্ম্মিক!" কেহ বলিল, "উনি রেতে মাতাল, দিনে কর্ত্তাভজা!" কেহ বলিল, "না লোকটার সময়

খারাপ পড়েছে, তাই লোকের ভাল কর্‌তে গিয়ে নিজের মন্দ হ'লো।" এইরূপ কেহ সুবিধা কেহ কুবিধা, কেহ দুঃখিত কেহ আনন্দিত হইল। ভবের বাজারের ব্যাপারই এই।

সংবাদ যোগমায়ার নিকট পৌঁছিতে বিলম্ব হইল না। তিনি কুলবধূ কি করিবেন, গৃহে বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কিষণলাল আজ সহায়সম্পত্তি বিহীন। এমন একজন লোক জুটিল না, যে কিষণলালের হইয়া দুই কথা বলেন। কিষণলালের স্ত্রী পাড়ার স্ত্রীলোকদিগের দ্বারা রায় মহাশয়কে সংবাদ দিলেন, কিন্তু কাজ কিছুই হইল না। রায় মহাশয় বলিয়া পাঠাইলেন, "এ চোরাই হাঙ্গামায় আমি নাই।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

থানা।

"নদীনাঞ্চ নখীনাঞ্চ শৃঙ্গিণাং শস্ত্রপাণিনাম্।
বিশ্বাসো নৈব কর্ত্তব্যঃ স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ॥

চাণক্য।

ইংরাজের আইন কানুন, যত কিছু আছে সকলই গরীবের জন্য; ভারতীয় প্রজাদেরই আগত আছেন। "দুর্ব্বলস্য বলং রাজা, বালানাং রোদনং বলং" এ বচনটা এখন আর চলে না। তুমি পীড়া বশতঃ রাস্তায় প্রস্রাব করিয়াছ, রাজার লোকে তোমাকে লইয়া গিয়া, সে দিন ফাটকে না হয় জামিনে

রাখিয়া পরদিন, চারি আনা অর্থদণ্ড করিল। আর ডিক্রুজ সাহেবের গাড়ী, রামধন ঘোষের পুত্রের উপর আসিয়া পড়িল, তাহার একটা পা কাটিয়া গেল; রাস্তায় লোকে কেবল মাত্র কাচোম্যানের নাম লিখিয়া লইল। তুমি পার, অর্থব্যয় করিয়া নালিশ কর। তারপর বিচারে যাহা হয় করা যাইবে। ধমকানীতে প্লীহা ফাটা, কাক মারিতে মানুষ মারা, এ সকল ত নিত্য ঘটনা, ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নহে। হাজার টাকার ডাহা চোরাই নোট খানা কেল্লার একটা গোলটাকা মাহিনার গোরা অম্লানবদনে কারেন্সী আফিস হইতে ভাঙ্গাইয়া লইয়া গেল, কেহ তাহার কেশও স্পর্শ করিতে পারিল না; আর তুমি গরীব বাটীতে অতিথি আসিয়াছে, সে চোর কি ডাকাত তুমি তাহার কিছুই জান না, কেবল চারটি ভাত দিয়াছ মাত্র, এই অপরাধের জন্য তাহার সহিত তুমিও ধরা পড়িলে; তোমাকেও সাহায্য করার দাবিতে পড়িতে হইল। কিছু হউক বা না হউক, তোমাকে লইয়া দিনকতক টানা-টানি করিয়া শেষ সি ফারমে চালান দিল। জাহাজেরকাছি টানা গোরা, মাতাল হইয়া রাস্তায় মারামারি করিতেছে, পাহারা-ওয়ালা সাহেব দূর হইতে দেখিয়া একটা গলির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন। আর তুমি যদি একটু জোরে কথা কহিয়াছ, অমনি "আরে কোন হল্লা কর্‌তা রে!" বলিয়া উপস্থিত। শুঁড়ী দোকান খুলিয়া সমস্ত রাত্রি মদ বেচিতেছে, পাহারাওয়ালা সাহেব দেখিতে পাইতেছেন না। আর তুমি তোমার কাপড়ের দোকান বন্ধ করিয়া আসিতেছ, হাতে চাবির তাড়া আছে দেখিয়া "এত্তা রাতমে চাবি লেকে কাঁহা গিয়া থা? তোম চোরহ্যায়!" বলিয়া তোমাকে থানায় লইয়া চলিল। তাই বলিতেছিলাম ইংরাজের আইন কেবল গরীবের জন্য।

এই আইন-দণ্ড-চালকদিগের বিধাতা স্বতন্ত্র, যমও স্বতন্ত্র। উৰ্দ্ধতন কর্ম্মচারী হইতে ছয়টাকা মাহিনার পাহারাওয়ালা পর্য্যন্ত বদমাস। এটা এদের দোষ নয়, স্থানের দোষ। ঐ যে, রেউড়ী ওয়ালা মেড়ুয়াবাদীকে দেখিতেছেন! "এক পয়সার গোলাপী রেউড়ী লেও বাবু!" বলিতেছে, উহাকে কত ভাল বলিয়া বোধ হয়। আবার উহার কোমরে বগলো ভাঙ্গা বাঁধিয়া দাও, আর নীচু হইতে পারিবে না। কোন সুযোগে খানিকটা লাল শালু মাথায় বাঁধিতে পারিলে তখন আর ইহাকে পায় কে? তখনী ধরাখানা সরাজ্ঞান হইল।

এই ভয়ানক নরকে নরপালগণ বেষ্টিত হইয়া আজ আমাদের স্বহায় সম্পত্তিহীন কিষণলাল ম্লানমুখে বসিয়া রহিয়াছেন।

থানার ইনিস্‌পেকটর সাহেব জাতিতে ইংরাজ কি অৰ্দ্ধ-ইংরাজ, লোকে তাহা জানে না। আর চট্টগ্রামের দিকে চাহিয়া "মোদের বেলাত" বলিতেও কেহ শুনেন নাই। ফলকথা তিনি যাই হউন না কেন, এখন তিনি থানার ইনিস্‌পেকটর; চেয়ারে উপবেশন করতঃ গত বৎসরের পুরাতন রিপোর্ট বহি উল্টাইতেছেন। এক মনে অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত খাতায় পাত উল্টাইয়া একটু হাসা করিলেন। যে পত্রখানা দেখিয়া তাঁহার মুখে হাসি আসিল সেই, খানার উপর দুইবার অঙ্গুলীর টোকা মারিলেন। শেষ একজন পাহারাওয়ালাকে, আসামীকে লইয়া আসিতে আজ্ঞা করিলেন।

ইনিস্‌পেক্টর সাহেবের আজ্ঞামত পাহারাওয়ালা আসামী কিষণলাল এবং সেই ব্রাহ্মণকে হাজির করিল। ইনিস্‌পেক্টারের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কিষণলাল বলিলেন "মহাশয়কে

একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্‌তে পারি কি ?”

ইনিস্‌পেক্টর চক্ষু লাল করিয়া ধমকাইয়া উঠিলেন। কিষণলাল আর কোন কথা বলিলেন না। সাহেব ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “এ বালা এই লোক তোমাকে বেচিতে দিয়াছিল কিনা ?”

ব্রাহ্মণ বলিলেন, “আজ্ঞা হাঁ।”

ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া কিষণলাল বলিলেন, “ঠাকুর আমি তোমাকে বালা বেচ্‌তে দিয়েছিলাম ?”

ইনিস্‌পেকটর সাহেব চোপ চোপ কহিয়া কিষণলালকে ধমকাইয়া উঠিলেন। কিষণলাল পুনরায় নিস্তব্ধ হইলেন।

ইনিসপেকটর ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন “কবে বেচিতে দিয়াছিল।”

ব্রা। দিন বার চৌদ্দ হলো।

ই। তোমার সঙ্গে এঁর পূর্ব্বে আলাপ ছিল ?

ব্রা। ছিল ; প্রায়ই আমি এঁর কাছে যেতেম।

ই। এ বালা যে চোরাই মাল তা তুমি জান্‌তে ?

ব্রাহ্মণ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন “ধর্ম্মাবতার ! তাহ'লে কোন শালা হাতে কর্‌তো।”

ই। আচ্ছ তোমায় কিছু দেবো বলেছিলো ?

ব্রা। আজ্ঞা না। আলাপ আছে বলে বেচে দিতে গিয়াছিলাম, এই মাত্র।

আচ্ছতুমি বাহিরে যাও” বলিয়া ইনিস্‌পেক্টার, ব্রাহ্মণকে ঘর হইতে বিদায় দিলেন। ব্রাহ্মণ হাসিতে হাসিতে গৃহের বাহিরেআসিয়া তামাক খাইতে আরম্ভ করিল।

এইবার ইনিস্‌পেকটর সাহেব কিষণলালের দিকে তাকা-

ইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এ বালা কোথায় পেলে ?"

কি। আমার গড়ান বালা।

ই। কবে গড়িয়েছ।

কি। প্রায় এক বৎসর।

ই। কোথায় গড়িয়েছিলে ?

কি। আমি নিজে গড়াই নাই। আমার এক বন্ধুকে টাকা দিয়েছিলেম, তিনিই গড়িয়ে দিয়েছেন।

ই। তোমার বন্ধুর নাম কি ?

কি। হয়কালী রায়। বাড়ী আমাদের পাড়ায়।

ইনিস্‌পেকটর সমস্ত কথা লিখিয়া লইয়া, কিষণলালকে বলিলেন, "তুমি তোমার বন্ধুর নামে নালিশ কর। আর আজ হাজতে থাক।"

নবম পরিচ্ছেদ।

পুলিস।

Law for the poors.

English Proverb,

এইবার কলিকাতার একখানি সুপ্রসিদ্ধ অট্টালিকার কথা বলিব। এমন প্রসিদ্ধ অট্টালিকা, এমনি তাহার মাহাত্ম্য, এমনি তাহার শ্রুতিমধুর ফলশ্রুতি যে, ভদ্রলোকের কথা দূরে থাকুক, ইতর—অতি ইতর—যাহার বাড়া নারকী বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে আর নাই, সে ও ইহার নামে ভয়ে শত হস্ত দূরে পলায়ন করে।

চীৎপুর রোড্ যেখানে চৌমাথা হইয়াছে, তাহারি পশ্চিমে এই অট্টালিকা স্থাপিত। এ কথায় যদি কেহ বুঝিতে না পারিয়া থাকেন, তাহা হইলে, তাঁহার জন্য একটু পরিষ্কার করিয়া বলি যে, অট্টালিকার বাহিরে বেণের দোকানদারেরা চোরামাল সিকি মূল্যে খরিদ করিয়া কৈফিয়ত শূন্য খাতায় দুই চারি মাস পূর্ব্ব তারিখে "লম্বা হেনো মিলিটারী চাকাপানা মুখ থানা" গুজরত খোদ জিগির দিয়া সেই চোরামাল খাতায় জমা খরচ করিয়া নির্ব্বিবাদে বিক্রয় করিতেছেন; যাহার ভিতরে প্রবেশ করিলে কেবল লাল পাগ্ড়ীওয়ালা, টোঙর লেড়ে আর ছাতু-খোর মেড়ুয়াবাদী ব্যতীত অন্য কিছুই দৃষ্টি গোচর হয় না, সেই অট্টালিকার কথা বলিতেছি।

অট্টালিকার নাম কলিকাতার পুলিস। জাতি বিশেষে, শ্রেণী বিশেষে, বিচার করিবার জন্য,শ্রেণী বিভক্ত অনেক গুলি বিচারক আছেন। যাঁহার শাদা চামড়া, তিনি চুণোগলির বাজাওয়ালা হইলেও তাঁহার বিচার করিবার ক্ষমতা কালা বিচারকের নাই। উত্তর দিকে প্রস্রাব করিলে, দক্ষিণ দিকের বিচারক বিচার করিবেন না। চোর, দক্ষিণ দিকে চুরি করিয়া ধরা পড়িয়াছে, উত্তর দিকের বিচারক বিচার করিয়া তাহার শাস্তি দিতে পারেন না। এতদ্ব্যতীত, কতকগুলি সখের বিচারপতি আছেন, তাঁহারা হপ্তম পঞ্চমের মকদ্দমা লইয়াই ব্যস্ত।

বেলা দশটা বাজিল। আদালত গৃহের, ভিতর বাহির লোকারণ্য হইয়া উঠিল। ভিড়ে ভিতরে প্রবেশ করে কাহার সাধ্য! কলরবে কাণের পোকা বাহির হইয়া যায়। চোর, জুয়া-চোর, ডাকাত, বদমাস, মাতাল প্রভৃতি আসামী লইয়া পাহারা ওয়ালা জমাদারেরা দর্শন দিতে লাগিলেন। কোথাও কোন

জমাদার কোন আসামীকে ভজন দিতেছেন, কোথাও কোন ইনস্‌পেকটর কোন সাক্ষীকে কোন হিতোপদেশ দিয়া কাহারও মকর্দ্দমার পরকাল খাইয়া দিতেছেন। এই রূপ খাতায় খাতায় লোক জমেয়াৎ হইয়া পুলিস-গৃহ হট্টহাটা করিয়া তুলিয়াছে। একস্থানে রায় মহাশকে লইয়া একজন ইনিস্‌পেকটর কি শিখাইতেছেন। গোলযোগে সকল কথা ভাল করিয়া বুঝা যাইতেছে না; তবে যে টুকু বুঝা যাইতেছে, সে টুকু এই—

ইনিস্‌পেকটর রায় মহাশয়কে বলিলেন, "এই বালা জোড়াট আপনি তৈয়ার করে দিয়েছেন?"

রায় মহাশয় বলিলেন, "আজ্ঞা হাঁ।"

ই। আপনি এ কথা প্রমাণ কর্‌তে পার্‌বেন?

রা। পার্‌ব না কেন?

ই। তবে আপনিও এক জন আসামী-শ্রেণীভুক্ত।

রায় মহাশয়ের মুখ শুকাইল। বলিলেন, "আমি আসামী হইলাম কিসে?"

ইনস্‌পেকটর বলিলেন, "আপনি আপনার কথায় আসামী হইতেছেন।"

রায় মহাশয় বলিলেন, "সে কি?"

ইনিস্‌পেকটর বলিলেন, "নয় কেমন করে? এ বালা চোরাই মাল; ঐ বামুণকে কিষণলাল লুকিয়ে বিক্রী করতে দেয়। আর আপনি বল্‌চেন, বালা আমি তৈয়ার করে দিয়েছি। কিষণলালও ঐ কথায় বল্‌চে যে, বালার বিষয় আমি কিছুই জানি না; আমার একজন বন্ধু বালা তৈয়ার করে দিয়েছে, আমি টাকা দিয়াছি মাত্র। এখন বুঝতে পার্‌লেন, আপনি কিসে আসামী হচ্ছেন?"

ইনিস্‌পেক্‌টারের কথা শুনিয়া রায় মহাশয়ের মাথা ঘুরিল। বলিলেন, "তাই ত মহাশয়! এ দেখছি, আমারি বিপদ! তবে কি হবে মহাশয়?"

ইনিস্‌পেক্‌টর বলিলেন, "হবে আর কি? জেলে যাবেন।"

রায় মহাশয় শুষ্ক মুখে বলিলেন, "তাই ত মহাশয় আমি গরীব ব্রাহ্মণ মারা যাই যে! আপনি যা হয় একটা উপায় করুন, আমি আপনার গোলাম।"

ইনিস্‌পেক্‌টার ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "উপায় আর কি হবে? তবে কি না আপনি ভদ্র সন্তান, না হক্ জেলে যান, সেটা বড় ভাল নয়।"

রায় মহাশয় কাঁদ কাঁদ স্বরে! বলিলেন, "তাই বল্‌চি মহাশয় আপনাকে এর যা হয় একটা উপায় না করলে আমি ছাড়্‌চিনে!

ইনিস্‌পেক্‌টর সাহেব অনেক ক্ষণ চুপ করিয়া থাকার পর বলিলেন, "আপনার অপকার না করিলে পরের উপকার হয় না। আপনাকে আসামী কর্‌তে পারলে আমারস্থনাম আছে; এর পর পদ বৃদ্ধি হতে পারে। এখন আপনাকে বাঁচাতে গেলে, সেটী হয় না; তা নাই হ'ক, আপনি ভদ্রসন্তান বিপদে পড়েন দেখে থাকা যায় না। এক কাজ কর্‌বেন, আপনি সকল কথাই অস্বীকার করবেন। বল্‌বেন, আমাকে কিষণলাল গড়াতে দেয় নাই, তা হলে আর কোন আপদ থাক্‌বে না। আপনি বেঁচে যাবেন; কিন্তু আমি যে আপনাকে এই কথাটী বলে দিলাম, প্রাণান্তে কারো কাছে বল্‌বেন না।"

রায় মহাশয় বলিলেন, "রাম বলুন মহাশয়! এ কথা কি আর মুখে আনে? কিন্তু দেখবেন মহাশয়, আমার যেন কোন বিপদ না হয়।"

ইনিস্‌পেক্‌টর "না! না! তোমার কিছু ভয়নাই, আমার সঙ্গে এস" বলিয়া রায় মহাশয়কে লইয়া সে স্থান ত্যাগ করিলেন।

এগারটা বাজিল। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব এজলাসে বসিলেন। গোল থামাইবারজন্যপাহারাওয়ালা "গোল করে গা, তজেলে ভরে গা!" বলিয়া চীৎকার করিয়া গোল থামাইবার পরিবর্ত্তে শত গুণ বৃদ্ধি করিল। বিচার কার্য্য আরম্ভ হইল। প্রথমে কেহ কাহাকে মারিয়াছে, কেহ কাহাকে ভয় দেখাইয়াছে, কেহ কাহাকে চোর বলিয়াছে ইত্যাদির শমন হুকুম করার পর, প্রকৃত প্রস্তাবে বিচার আরম্ভ হইল!

ম্যাজি। তোর গরুর গলায় ঘা আছে?

আসামী। আজ্ঞে ছিল, এখন আরাম হয়ে গেছে।"

ম্যাজি। যা, তোর দু টাকা জরিমানা।

পাহারাওয়ালা, গরুর গাড়ীর গাড়ওয়ানের গলা ধরিয়া লইয়া গেলেন।

ম্যাজি। রাস্তায় মাৎলামী করেছিলে?

মাতাল। আজ্ঞে, না ধর্ম্মাবতার!

ম্যাজি। হাঁ করেছিলে! তোমার পাঁচ টাকা জরিমানা।

মাতাল জরিমানা দিতে চলিল। এইরূপ খুজরা মকদ্দমার পর, ভারি ভারি মকদ্দমা আরম্ভ হইল। কোনটা ডিক্রি, কোনটা পেসমান হইয়া কিষনলালের বালা চুরির মকদ্দমা উঠিল।

পাহারাওয়ালা, কিষনলাল এবং সেই ব্রাহ্মণকে কাটগড়ার মধ্যে তুলিয়া দিল। একজন ভদ্র বেশধারী লোক ফরিয়াদীর স্থানে দাঁড়াইলেন। ইনিস্‌পেক্‌টর সাহেব ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে চুরির আনুষঙ্গিক বৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিলেন। "শ্যামাধন দত্ত এই বলিয়া থানায় রিপোর্ট করে যে, তাঁহার এক জোড়া

সোণার বালা বাহিরের ঘরের ভিতর হইতে চুরি যায়। বালা জোড়াটা ওজনে পাঁচ ভরি, মকরমুখো এবং এক জায়গায় কিছু ফাটা ইত্যাদি চিহ্ন বিশিষ্ট। সেই মাল এতাবৎ কাল ধরা পড়ে নাই। অদ্য পাঁচ ছয় দিবস হইল, এই ব্রাহ্মণ এক জোড়া বালা বিক্রয়ের জন্য বড় বাজারে আইসে। সন্দেহ হওয়ায়, ইহাকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং এই ফরিয়াদী শ্যামাধন দত্তকে, বালা তাঁহার কি না সনাক্ত করিবার জন্য সংবাদ দি। ফরিয়াদী বলিতেছে, বালা আমার। আসামী বলে যে, এই বালা আমাকে দ্বিতীয় আসামী কিষণলাল বাবু বেচিতে দিয়াছে। কিষণলাল জবান বন্দী দেয় যে, এ বালা আমার; আমি ইহা এই ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছি।"

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব মকর্দ্দমার বিবরণ শুনিয়া ব্রাহ্মণের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "বালা তোমাকে ইনি বেচিতে দিয়াছেন, না দান করিয়াছেন ?"

ব্রাহ্মণ অম্লান বদনে বলিলেন "বেচিতে দিয়াছেন।"

ম্যাজি। তোমাকে দান করেন নাই ?

ব্রাহ্মণ। আজ্ঞা না।

কিষণলাল ব্রাহ্মণের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ঠাকুর ! মিথ্যা কথা বলো না।" পাহারাওয়ালা কিষণলালকে বাধা দিবার জন্য মুখে "শ্‌ঃ ! গোল মাৎ কর !" বলিল। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব কিষণলালের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এ বালা কার ?"

কিষণ। আমার।

ম্যাজি। তুমি কোথায় পেলে ?

কিষণ। তৈয়ার করাইয়াছি।

ম্যাজি। কোথায় তৈয়ার করাইয়াছ ?

কিরণ। আমার একজন বন্ধুর হাতে টাকা দিয়েছিলাম তিনি তৈয়ার করিয়ে দিয়েছেন।

ম্যাজি। তার প্রমাণ দিতে পার?

কিরণ। আজ্ঞা, পারি।

রায় মহাশয়ের তলব হইল। পাহারাওয়ালা, "সাক্ষী রায় মোশায়!" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। রায় মহাশয় উপস্থিত হইয়া হলপ পাঠ করার পর, সাক্ষ্য দিলেন যে, "এ বালা আমি তৈয়ার করিয়া দিই নাই; আর আমাকে কিষণলাল বাবু কখন কোন জিনিষ তৈয়ার করিতে টাকাও দেন নাই।"

রায় মহাশয়ের সাক্ষ্য দেওয়া হইল। মাজিষ্ট্রেট, কিষণ-লালকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার আর কেহ সাক্ষী আছে?"

কিষণলাল ম্লানমুখে বলিলেন, "না"

কিষণলাল হেঁট মুখে বলিলেন, "রায় মহাশয় যখন অস্বীকার করিয়াছেন, তখন আর আমার কিছু বলিবার নাই।"

মাজিষ্ট্রেট রায় লিখিলেন, "বালা চুরি অপরাধে কিষণ-লালের ছয় মাস কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাবাস।" পাহারা-ওয়ালা কিষণলালের হাত ধরিয়া লইয়া গেল। ইনিস্‌পেক্টর দরিদ্র ব্রাহ্মণ, ফরিয়াদী শ্যামাধন দত্ত, সকলে হাসিতে হাসিতে আদালত-গৃহের বাহিরে আসিলেন। রায় মহাশয় বাহিরে আসিয়া ইনিস্‌পেক্টরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন, "মহাশয়। আমাকে বড় বাঁচিয়ে দিয়েছেন!"

ইনিস্‌পেক্টর হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আমাদের কাজই এই।"

রায় মহাশয় প্রস্থান করিলে ইনিস্‌পেক্টর ব্রাহ্মণকে দশটিটাকা দিয়া বলিলেন, "আবার ভিক্ষায় বেরোও, কিন্তু একটু সাবধান!"

শ্যামধন দত্তকে বলিলেন, "সন্ধ্যার পর দেখা করো।"

"যে আজ্ঞা" বলিয়া শ্যামধন দত্ত প্রস্থান করিলেন। আর অভাগা কিষণলাল ফাটকে বসিয়া জীবনে যাহা কখন হয় নাই—প্রথম অশ্রুজল ফেলিতে লাগিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

উদরান্ন ও উত্তমর্ণ।

She rose, she sprung, she clung to his embrace,
Lill his heart heaved beneath her hidden face,
She did not raise to his that clear blue eye,
Which down cast drooped in tearless agony.

Lord Byron,

পাড়া প্রতিবেশী সকলেই শুনিল, কিষণলালের ছয়মাস জেল হইয়াছে। অনেকে দেখিয়া আসিল, কিষণলালকে জেলে লইয়া গেল। যখন কিষণলালকে বাটী হইতে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যায়, তখন যোগমায়া রন্ধন করিতেছিলেন, সেই রন্ধন আজি পর্য্যন্ত শেষ হয় নাই। হাঁড়ী এখনো পর্য্যন্ত উনানে বসান রহিয়াছে। যোগমায়া প্রাঙ্গণে পড়িয়া "ভগবান! তোমার মনে এই ছিল! শেষে এই কল্লে!" বলিয়া অস্ফুট স্বরে ক্রন্দন করিতেছেন। একটি প্রতিবেশিনী বৃদ্ধা স্ত্রী তাঁহাকে সান্ত্বন করিতে আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া যোগমায়া আরও কাঁদিতে লাগিলেন। বৃদ্ধা অনেক বুঝাইলেন, বলিলেন, "ন

কপালে ছিল, তাতো হ'লো। বিধাতার লিপি খণ্ডন হবার নয়। কি কর্‌বে মা? এখন এই ছয় মাস যে, কি করে কাটাবে, আমি সেই ভাবনা ভাব্‌ছি।"

"ওগো! আমার ভাবনা ভাবি না। তাঁর কি হবে; কে তাঁকে যত্ন কর্‌বে, সময়ে দুটো খেতে দেবে; আমি সেই ভাবনা ভাবচি।" বলিয়া সরলা কাঁদিয়া উঠিল।

"আয় মা! সময়ে খেতে দেবে! কি সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেল, তা ত বুঝতে পার্‌লে না!" বলিয়া বৃদ্ধা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

যোগমায়া চক্ষের জল মুছিয়া আগ্রহ সহকারে বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হেঁ গো মা! সেখানে গেলে তাঁর সঙ্গে এক বার দেখা হয় না?'

বৃদ্ধা "সেখানে কি তুমি যেতে পার মা! চারি দিকে সাহেব গুবো ঘিরে রয়েছে। তুমি হ'লে গৃহস্থ ঘরের মেয়ে তোমার কি সেখানে যাওয়া পোষায়?"

যোগমায়া পুনরায় বৃদ্ধাকে কাকুতি মিনতি করিয়া বলিলেন, "তা হ'ক মা! একবার না হয় লুকিয়ে দেখে আন্‌বো।"

বৃদ্ধা বলিলেন "ত তা বাছা, বল্‌তে পারি না। আর সে যে কোথায়, তাও বল্‌তে পারি না।"

বৃদ্ধা প্রতিবেশিনীর ন্যায়, কেলোর মা, বামীর পিসী, হরের জেঠাই প্রভৃতি প্রতিবেশিনীগণও সহানুভূতি "প্রকাশ করিতে আগমন করিলেন। যোগমায়ার স্বামিসন্দর্শন-গমনাকাঙ্খার কথা তাঁহাদের কর্ণে উঠিল। তাঁহারাও অনেক টিপ্‌পনী করিলেন।

বামীর পিসী "ও মা তাকি হয়! সে সে চোরদায়ে ধরা পড়েচে।„

কেলোর মা বলিলেন, "আমাদের ও পাড়ায় জগা ছোঁড়াও

কি ক'রে—বল্‌তে পারিনি মা! একবার জেলে গেছলো, তা কৈ, তাকে ত তার বাপ মা অনেক চেষ্টা করেও দেখ্‌তে পায় নি। শুনেছি, না কি সেখানে গেলে পাস লাগে।"

হরের জেঠাই বলিল, "তা বৌ! তুইও কি চোয়া বালা জান্‌তে পারিস্‌ নি? আর, তা হলেই বা এমন হবে কেন?„

ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। সহানুভূতি করাও শেষ হইল। প্রতিবেশিনীগণ যে যাহার ঘরে গেল। দরিদ্রের আশার ন্যায় যোগমায়ার স্বামিসন্দর্শন-ইচ্ছা, প্রতিবেশিনীদিগের কথায় মনেই বিলীন হইল। প্রাঙ্গণ হইতে উঠিয়া যোগমায়া গৃহমধ্যে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল।

ইংরাজী সংবাদ পত্রে কিষণলালের মকদ্দমার বিষয় ছাপা হইয়াছে। রিইউনিয়ন ব্যাঙ্কের ম্যানেজার সাহেব—যাঁহার উপর বিরক্ত হইয়া কিষণলাল চাকুরী পরিত্যাগ করিয়াছিলেন সংবাদ পত্র পাঠ কালে উক্ত সংবাদের উপর তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। সাহেব আশ্চর্য্য হইলেন। সন্দেহ হইল—মনে মনে বলিলেন, "আমাদের কিষণলাল, কি আর কোন কিষণলাল?"

সাহেব ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। এক খণ্ড কাগজ লইয়া ইংরাজিতে পত্র লিখিলেন। তাহার ভাবার্থ এই "প্রিয় কিষণলালবাবু! বহু দিবস আপনারসঙ্গে সাক্ষাৎ হয় নাই, এই জন্যপত্র লিখিতেছি যে, যত শীঘ্র সম্ভব একবার আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবেন। আসিতে না পারেন, পত্র লিখিবেন। পত্র লেখা সমাপ্ত হইলে, সাহেব এক জন চাপ্‌রাসীকে ডাকিয়া তাহার হস্তে পত্র দিয়া বলিলেন, "পুরাণা কেশিয়ার বাবুকা পাশ লে যাও। চাপরাসী কিষণলাল বাবুর পূর্ব্বের বসতবাটী জানিত; তথায় গেল। সংবাদ লইল, সেখানে কিষণলাল বাবু নাই। অনেক অনুসন্ধান করিল,

অনেকের নিকট সংবাদ জিজ্ঞাসা করিল. অনেক ভাদ্রভেবে বলিল, জানি না। আবার অনেকে বিরক্ত হইয়া বলিল. "কে বাপু! তোমা কিষণলালের সংবাদ রাখে?,, এইটী কলিকাতার রোগ।

প্রাতঃকাল হইতে বেলা দশটা পর্য্যন্ত অন্বেষণ করিয়া চাপরাসী কিষণলালের আবাসস্থানের সন্ধান করিল। সন্ধান-করিল বটে, কিন্তু যত ডাকে, কেহ উত্তর দেয় না। অনেক ক্ষণের পর পার্শ্ববর্ত্তী বাটী হইতে একটি বাবু বাহিরে আসিয়া চাপ-রাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিষণলাল বাবুকে কি দরকার?"

চাপরাসী উত্তর করিল, "একখানা চিঠি আছে।"

বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথাকার চিঠি?"

চাপরাসী বলিল, "ব্যাঙ্কের সাহেব দিয়েছেন।'

আগন্তুক ভদ্রলোকটি চাপরাসীর হস্ত হইতে চিঠিখানি লইয়া নিজ বাটীতে প্রবেশ করিলেন এবং নিজ পরিচারিকা দ্বারা তাহা যোগমায়ার কাছে পাঠাইয়া দিলেন। বলিয়া দিলেন যে, "চিঠি, কিষণলাল বাবুর আগেকার মনিব, সেই ব্যাঙ্কের সাহেব লিখেছেন।"

পরিচারিকা পত্রখানি যোগমায়ার হস্তে দিল। যোগমায়া পত্র খুলিয়া দেখিলেন, ইংরাজি লেখা; সুতরাং, পত্রখানি পরি-চারিকার হস্তে দিয়া বলিলেন, " তোমার বাবুকে চিঠি পড়তে বলগে, আর কি লেখা আছে. শুনে এসে আমাকে ব'লো।"

পরিচারিকা পত্র লইয়া পুনরায় বাবুর হস্তে দিল। বাবু পত্র পাঠ করিয়া পরিচারিকা দ্বারা বলিয়া পাঠাইলেন যে, "সাহেব কিষণলাল বাবুকে ডেকেছেন।"

পরিচারিকা আবার যোগমায়াকে সংবাদ শুনাইতে আসিল, যোগমায়া দাসীকে বলিয়া দিলেন, "পত্রের উত্তর যাহা ভাল হয়, তোমার বাবুকে দিতে বলিও।"

যোগমায়ার আদেশ মত বাবু পত্রের উত্তর লিখিয়া দিলেন যে, "কিষণলাল বাবু বাটীতে নাই, স্থানান্তরে গিয়াছেন। প্রত্যাগমন করিতে ছয় মাস লাগিবে।"

চাপরাসী পত্রের উত্তর লইয়া চলিল। প্রকারান্তরে জানিয়া গেল যে, কিষণলাল বাবুর ছয় মাস জেল হইয়াছে।

যথাকালে পত্রের জবাব সাহেবের নিকট পেঁছিল। পত্র পাঠ করিয়া সাহেবের সন্দেহ ঘুচিল না। চাপরাসীকে ডাকিয়া দুই চারিটা প্রশ্ন করিলেন। সন্দেহ আরও বৃদ্ধি পাইল। তৎক্ষণাৎ আর এক খণ্ড কাগজে আর একখানি পত্র লিখিয়া পুলিস কোর্টের জনৈক ইংরাজ উকিলের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। সেখান হইতে যাহা উত্তর আসিল, তাহাতে সাহেব অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না।

গাড়ী জুতিতে অনুমতি করিয়া সাহেব পরিচ্ছদ পরিধান করিলেন। গাড়ী সজ্জিত হইয়া আসিল। সাহেব যানারোহণ করিয়া বরাবর পুলিস অভিমুখে চলিলেন। পুলিসে পৌছিয়া উকিলের দ্বারা রায়ের নকল লইলেন। অনেক উকিলের সহিত পরামর্শ হইল। শেষে নকল লইয়া হাইকোর্টে চলিলেন। ব্যারিষ্টার ঠিক্ হইল। তৎক্ষণাৎ মোশন করা হইল। আপিল গ্রাহ্য হইল, কিন্তু কিষণলালকে জামিনে খালাস করিতে পারিলেন না! জামিন গ্রাহ্য হইল না। সাহেব উকিল সঙ্গে লইয়া জেলখানায় কিষণলালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। অনেক ভরসা দিলেন, আপিলের কথা শুনাইলেন।

কিষণলাল্ কিন্তু কোন কথায় উত্তর দিলেন না। কেবল দুই চক্ষের জলে ভাসিতে লাগিলেন। আসিবার সময় সাহেব কিষণলালের জন্যে জেলার সাহেবকে বলিয়া আসিলেন। পর দিন একটা বড় গোছের ডালি জেলার সাহেবের বাটীতে পৌছিল।

চারিদিন পরে আপিলের শুনানি হইল। উকিল কাউনসেল অনেক আইনের তর্ক করিল। কিষণলালের সচ্চরিত্রতার জন্য ব্যাঙ্কের সাহেব স্বয়ং সাক্ষি দিলেন কিন্তু ফল কিছুই হইল না। পূর্ব্ব রায়ই বজায় রহিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

অকুলে কুল।

যো যাকো শরণ লিয়ে।
সো রাখে তাকো লাজ।
উলট্ জালে মছলি চলে
বহি যায় গজরাজ॥

তুলসীদাস।

অদ্য দশ দিবস হইল কিষণলালের জেল হইয়াছে। ইহারই মধ্যে যোগমায়ার দশদশা হইয়াছে। কায়ক্লেশে কিষণলাল পত্নীকে সম্ভ্রমের সহিত দুই বেলা দুই মুঠা অন্ন দিতেছিলেন। আর সে সম্ভ্রম রহিল না। কিষণলালের অনুপস্থিতে যোগমায়াকে বিষম বিপদে পড়িতে হইল। খাইতে না পাইলেও যোগমায়া দুই হাত বুকে দিয়া ঘরে পড়িয়া থাকিতে সর্ব্বথা

প্রস্তুত কিন্তু বিধাতা সে সুখে বাদ সাধিলেন। দুই তিন মাসের বাটী ভাড়া কিষণলালের দেনা ছিল; জমিদার সেই ভাড়ার তাগাদা আরম্ভ করিয়াছেন। যোগমায়া কোথা হইতে তাহা পরিশোধ করিবে? কে যোগমায়াকে সাহায্য করিবে?

উপর্য্যুপরি দুই চারি দিন তাগাদা করার পরও যখন জমিদার প্রাপ্য টাকা পাইলেন না তখন যোগমায়াকে উঠিয়া যাইবার জন্য নোটীস দিলেন। যোগমায়া প্রতিবেশী দুই চারি জনের দ্বারা জমিদারকে আরও কিছু দিন নিরস্ত থাকিবার জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন কিন্তু জমিদার তাহা শুনিলেন না। অগত্যা যোগমায়াকে বাটী পরিত্যাগ করিতে হইল। পার্শ্ববর্ত্তী একজন ভদ্র প্রতিবেশী যোগমায়াকে আপন পরিবারের মধ্যে থাকিবার স্থান দিলেন। দরিদ্রের গৃহ সামগ্রী যাহা দুই চারিটা ছিল—বাটি ভাড়ার টাকার দায়ে তাহা জমিদার দখল করিয়া লইলেন।

সে ভদ্রলোক যোগমায়াকে থাকিবার স্থান দিয়াছেন. তাঁহার এমন অবস্থা নহে যে, তিনি যোগমায়ার ভরণ পোষণ করেন। যথাসাধ্য কিছুদিন চালাইয়া শেষ এক দিন আপনার স্ত্রীকে দিয়া যোগমায়াকে বলাইলেন যে, "এখানে আর তাঁহার এমন কেহ নাই কি যিনি তাহাকে কিছু কিছু সাহায্য করিতে পারেন? যদি না থাকে তা হ'লে আমি একবার কিষণলাল বাবু যেখানে কর্ম্ম করিতেন তাঁহাকে বলিয়া পাঠাই বোধ হয় তিনি কিছু কিছু সাহায্য করিতে পারেন আমার অবস্থা ভাল হ'লে আমিত চারটী খেতে দিতে পার্‌তেম।"

যোগমায়া শুনিয়া বলিলেন "সাহায্য আর কে কর্‌বে? আপনি যা ভাল বুঝেন তাই কর্‌বেন।"

তাহাই হইল। পরদিন বাবু স্বয়ং ব্যাঙ্কে গিয়া সাহেবকে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন। সাহেব জানিতেন না যে, কিষণলালের খাওয়া পরা চলা ভার এমন অবস্থা ঘটিয়াছে।

বাবুর কথা শুনিয়া সাহেব অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং দশটী টাকা বাবুর হস্তে দিয়া বলিয়া দিলেন "আপাততঃ এই টাকা কয়টীর দ্বারা কোন রকমে খরচ চালান। আবার মাস কাবারে আমার কাছে আসবেন আমি আরও কিছু দিব।"

বাবু বাটীতে আসিয়া যোগমায়ার হস্তে টাকা দশটী পাঠাইয়া দিলেন এবং বলিয়া দিলেন যে, "কিষণলাল বাবুর সাহেব দশটী টাকা দিয়েছেন আর বলে দিয়েছেন মাস কাবারে আরও কিছু দিবেন।"

টাকা দশটী হস্তে করিয়া যোগমায়ার কি মনে পড়িল। চক্ষে জল দেখা দিল। তৎক্ষণাৎ তাহা সামলাইয়া লইয়া টাকাগুলি বাবুর নিকট ফিরাইয়া পাঠাইয়া দিলেন। বলিয়া দিলেন "আমি স্ত্রীলোক টাকা লইয়া কি করিব? আমার যাহা কিছু আবশ্যক আপনি তাহা আনাইয়া দিবেন।"

পর দিবস টাকা দশটীর দ্বারা বাবু যোগমায়ার এক মাসের খরচ উপযোগী চাউল দাইল প্রভৃতি আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি খরিদ করিয়া দিলেন এবং যাহা কিছু অবশিষ্ট রহিল তাহা যোগমায়াকে ফিরাইয়া দিলেন।

দেখিতে দেখিতে একমাস কাটিয়া গেল। মাস কাবার হইলে আবার দশ টাকা যোগমায়ার নিকটে আসিল। এবার সাহেব বাবুর হস্তে টাকা না দিয়া নিজ লোক দ্বারা পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। লোকে যোগমায়ার অবস্থা দেখিয়া গিয়া সাহেবকে বলিল। সেই অবধি সাহেব প্রতি মাসেই দশটাকা করিয়া

সাহায্য করিতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে সংবাদ লইতেও ত্রুটি করিতেন না।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

মুক্তি।

অভাগীর বুঝি ফিরিল কপাল,
এ আওয়াজ আর কাহারো নয়!
আয়রে পবন ধাইয়াল ছাওয়াল!
ধেয়ে ধরি গিয়ে চরণদ্বয়।

বঙ্গ সুন্দরী।

জলের ন্যায় দিন যাইতেছে। শত চেষ্টা করিলেও ধরিয়া রাখা যায় না। কাহারও বা হাসিয়া কাহারও বা কাঁদিয়া কাহারও দুঃখে কাহারও সুখে দিন যাইতেছে কিন্তু দুঃখ বা সুখ স্থায়ী করিতে দিন বসিয়া থাকে না। এটী প্রকৃতির নিয়ম। লঙ্ঘন করে কাহার সাধ্য। সদ্যজাত শিশুর দিন যাইতেছে মাতা ভাবিতেছেন "এই যেঠের কোলে বাছা আমার দশ দিনের হ'লো।" কিন্তু যেঠের কোলে বাছার যে, দশ দিন গেল তাহা একবার ও ভাবেন না। ইহাও কি প্রকৃতির নিয়ম? সাক্ বিজ্ঞানে কাজ নাই। যাহা করিতেছি তাহাই করি। আদার ব্যাপারির জাহাজের খবর আবশ্যক কি?

এক দুই করিয়া কিষণলালের কষ্টের দিন কাটিতেছে। পাঁচ মাস গিয়া ছয় মাসে পড়িয়াছে। ছানা মাখন প্রভৃতি উপাদেয় খাদ্য না হইলে যাঁহার জল খাওয়া হইত না সেই কিষণলাল

কম্বল বিছাইয়া খড়ের বালিশ মাথায় দিয় পাঁচমাস কাটাইলেন। এই জন্য লোকে বলে শরীরের নাম মহাশয় যা সওয়াবে তাই সয়। শরীরের নাম মহাশয় হইলেও কিসণলালের শরীর আর সহিল না। কিষণলাল পীড়িত হইয়া জেলের হাঁসপাতালে রহিয়াছেন। পীড়া সঙ্কট হইয়া উঠিয়াছে। ডাক্তার সাহেব প্রত্যহ দুইবার করিয়া দেখিতেছেন এই অবস্থায় আরও পনর দিন অতিবাহিত হইল। বাকি আর পনর দিন তাহা হইলেই কিষণলাল মুক্তি পান।

হাঁসপাতালের সেই খাটে পড়িয়া কিষণলাল দিন গুণিতেছেন। যত দিন যাইতেছে কিষণলালের ততই ব্যস্ততা বৃদ্ধি পাইতেছে। কিষণলাল পড়িয়া পড়িয়া কত কি ভাবেন কখন ভাবেন যোগমায়ার দশা কি হইতেছে; কে তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছি। হয়ত আহারাভাবে যোগমায়ার মৃত্যু হইয়াছে—না হয় তাঁহার ন্যায় পীড়িতা হইয়াছেন। এইটী যখন মনে হয় তখন কিষণলালের চক্ষে জল আইসে, আবার মনে হয় পাড়ার লোকে যোগমায়াকে সাহায্য করিতেছে—তাহার খাওয়া পরার কোন কষ্ট হয় নাই। কিষণলাল মনে মনে ভাবেন বাটী গিয়া হয়ত দেখিব আজ আমি আসিব বলিয়া যোগমায়া দ্বারে দাঁড়াইয়া আছে। আমার দেহের অবস্থা দেখিয়া কি বলিবে। হয় ত আমাকে দেখিয়া কাঁদিয়া আকুল হইবে আমি বুঝাইয়া বলিব অদৃষ্টের লিখন খণ্ডাইবে কে ?"

জেলে কত যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছেন, জেলারের কত মার খাইয়াছেন। কাজ করিতে নাপারায় কতদিন উপবাসী থাকিতে হইয়াছে. এই সকল কথা বলিবেন বলিয়া কথাগুলি মনে গাঁথিয়া রাখিয়াছেন।

এইরূপে একদিন কিষণলালের আকাশের বাড়ি নির্ম্মাণ শেষ হইল। ভোর হইতে না হইতে একজন চাপরাসী কিষণলালকে জেলার সাহেবের নিকট লইয়া চলিল। জেলার সাহেব একখানা খাতা খুলিয়া বসিয়া আছেন। কিষণলালকে দেখিয়া বলিলেন "তোমার নাম কিষণলাল?"

কিষণলাল বলিলেন "হুঁ।"

জেলার সাহেব। "বালাচুরির দরুণ তোমার জেলহয়।"

কিষণলাল অবনত মুখে বলিলেন "হুঁ।"

জেলার সাহেব। তোমার বাড়ি কোথায়?

কিষণলাল। খালধারে।

জেলার সাহেব। বাড়িতে আর কে আছে?

কিষণলাল। স্ত্রী আছে।

জেলার সাহেব। তুমি খালাস হয়ে কোথায় যাবে?

কিষণলাল। বাড়ি যাইব।

জেলার সাহেব কিষণলালের গলদেশ হইতে নম্বর খুলিয়া লইয়া তিনি যে পরিচ্ছদে জেলে আসিয়াছিলেন, সেই কাপড় জামা চাদর জুতা প্রভৃতি দিয়া বলিলেন "এখন তুমি খালাস হইলে। কোথায় যাবে যাও।"

কিষণলালের চক্ষে জল আসিল। সাহেবকে সেলাম করিয়া বলিলেন "পথ দেখাইয়া দিতে অনুমতি হউক।"

সাহেব একজন পাহারাওয়ালাকে ইঙ্গিত করিলেন। পাহারাওয়ালা কিষণলালকে জেলের বাহির করিয়া দিলেন।

পাহারাওয়ালা কিষণলালকে জেলেরবাহির করিয়া দিয়া-গেল বটে কিন্তু কিষণলাল প্রায় মাসাবধি পীড়া ভোগ করিয়া এক প্রকার চলৎশক্তি হীন। সেই প্রত্যুষে মাঠে দাঁড়াইয়া

ভাবিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চিন্তা করিয়া যখন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না তখন আস্তে আস্তে বরাবর পূর্ব্বাভিমুখে চলিলেন।

দুই পা চলেন আবার গাছ তলায় একটু উপবেশন করেন আবার চলেন। এইরূপ দুই ঘণ্টা চলিয়া যখন বেলা ছয়টা বাজিল তখন কিষণলাল সার্কুলার রোডের নিবাস বাটীর ফটকের নিকট আসিয়া পৌঁছিলেন। এখন আর এবাটী কিষণলালের নহে। রায় মহাশয় সপরিবারে বাস করিতেছেন। সেই বৈঠক খানা, সেই গাড়ি বারাণ্ডা; সেই আস্তাবোল সকলই আছে। কেবল সে লক্ষ্মীর শ্রী নাই। কিষণলাল দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া আবার চলিলেন।

ক্রমে কিষণলাল পাড়ার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তখন প্রতিবেশীগণ কেহ উঠিয়াছেন, কেহ উঠিতেছেন, আবার কেহ বা শুইয়া আছেন। কিষণলাল যে বাটীতেছিলেন তাহার দ্বারে দাঁড়াইয়া কবাট ঠেলিলেন। কবাট ভিতর হইতে বন্ধ সুতরাং ডাকিলেন "দরজা খোল।"

যে ভদ্রলোক যোগমায়াকে আশ্রয় দিয়াছিলেন তিনি স্বয়ং পরিবার লইয়া উপরের ঘরে থাকিতেন এবং যোগমায়া নিচের ঘরে থাকিতেন। কিষণলাল যে বাটী ভাড়া করিয়াছিলেন এই যে ঘরখানি, যাহাতে যোগমায়া আশ্রয় পাইয়াছেন ঠিক তাহারি প্রাচীরের গায়ে সংলগ্ন। কিষণলালের "কবাট খোল" শব্দ যোগমায়ার কর্ণে প্রবিষ্ট হইল। যোগমায়া শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিয়া বসিলেন। ইচ্ছা আর একবার স্বর শুনেন। তৎক্ষণাৎ আবার শব্দ হইল "দরজাখোল" দৌড়িয়াগিয়া যোগমায়া কবাট খুলিয়াদিলেন। কিষণলাল যে বাটীতে যোগ-

মায়াকে রাখিয়া গিয়াছিলেন সেই বাটীর দ্বারে দাঁড়াইয়া আছেন, এদিকে ভ্রুক্ষেপ করিলেন না। যোগমায়া বিষম বিপদে পড়িলেন। কুলবধূ হইয়া কিরূপে পথে বাহির হইবেন কিরূপেই বা কিষণলালকে পথ হইতে ডাকিবেন দ্বারে দাঁড়াইয়া তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন।

আশ্রয়দাতা বাবুর পরিচারিকা দ্বারে জল দিতে আসিয়াছে যোগমায়া তাহারি সাহায্যে কিষণলালকে বাটীর ভিতর ডাকিয়া আনাইলেন। কিষণলাল প্রথমে অপরের বাটীর ভিতর প্রবেশ করিতে সম্মত হন নাই; শেষ যোগমায়ার আশ্রয়দাতা আসিয়া সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন। বাটীর ভিতর গিয়া যোগমায়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। উভয়ে অনেক ক্ষণ রোদন করিলেন আশ্রয়দাতা বাবু এবং তাঁহার পরিবার সকলকে সান্ত্বনা করিলেন।

ক্রমে বেলা হইল প্রতিবেশীগণ কিষণলালের আগমনসংবাদ পাইয়া দলে দলে সাক্ষাৎ করিতে আসিতে লাগিলেন। সকলেই কিষণলালের জন্যে দুঃখিত; অনেক রায় মহাশয়কে গালি দিতে লাগিলেন; ইংরাজ বাহাদুরের অবিচারের সমালোচন করিতে লাগিলেন। আশ্রয়দাতা বাবু কিষণলালকে ব্যাঙ্কের সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে উপদেশ দিলেন। সেই দিনটাই কিষণলালের এইরূপ গোলে কাটিয়া গেল।

মনকষ্ট, শরীর অসুস্থ এবং লোকলজ্জার জন্যে কিষণলাল সমস্ত দিন বাটীর বাহির হয় নাই। সন্ধ্যার সময় আহারাদি করিয়া শয়ন করিয়াছেন, যোগমায়া পদসেবা করিতেছেন। এমন সময়ে কে একজন ডাকিপলায় কিষণলাল বাবু পূর্ব্বে যে বাটীতে ছিলেন সেই বাটীর দ্বারে আসিয়া ডাকিলেন। ডাক

শুনিয়া কিষণলাল তাড়াতাড়ি বাহির হইলেন। দেখিলেন একজন পাহারাওয়ালা ও একজন জমাদার দাঁড়াইয়া আছে। জিজ্ঞাসা করিলেন "কি আবশ্যক?"

জমাদার উত্তর করিলেন 'তুমি এবাড়ি ছেড়ে দিয়েছ নাকি?'

কিষণলাল বিরক্ত হইয়া উত্তর দিলেন "হাঁ আর কিছু আবশ্যক আছে?" জমাদার ব্যঙ্গস্বরে উত্তর করিলেন "আবশ্যক না থাকিলে কি এসেছি পাহারাওয়ালা রাত্রে তোমার খবর নিয়ে যাবে। তুমি বাড়িতে থাক কি না।"

"কিষণলাল বলিলেন খবর নেবার কি আবশ্যক?"

জমাদার উত্তর দিল. "পুলিসের হুকুম রাত্রে চোরেরা বাড়িতে থাকে কি না তার খবর নেবে".

কিষণলাল স্তব্ধ হইলেন। বলিলেন "আমি কি চোর?"

জমাদারও সেইরূপ স্বরে উত্তর দিল "আলবাৎ চোর, তুই দাগি চোর।"

রাগে কিষণলাল জ্ঞানশূন্য হইলেন. কিন্ত পরক্ষণেই প্রকৃতিস্থ হইলেন। মনে কি ভাবিলেন, চক্ষে জল আসিল। বলিলেন "আচ্ছা বাপু তাই করো।"

"তাই তো করবো বলে এসেছি" বলিয়া জমাদার পাহারাওয়ালাকে বলিলেন "দেখো রাতমে চার দফে আকে খবর লেও দাগি বাড়িমে হায় কি নেহি।"

পাহারাওয়ালা "বহুৎ অচ্ছা" বলিয়া জমাদারের পশ্চাৎগামী হইল। কিষণলালও বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

দুঃখের একশেষ।

কারো দোষ নাই, কপালেতে করে,
নহিলে তেমন, এমন হয়।
নিমগন হ'য়ে সুধার সাগরে।
হলাহলে কার পরাণ দয়!

বঙ্গ সুন্দরী।

অন্নচিন্তা, ঋণদায়, তাহার উপর পুলিসের তাড়না কিষণ-লালকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। দিন নাই, দুপুর নাই, সকাল নাই হৈ হৈ করিয়া পুলিসের লোক ডাকাডাকি করে "কাঁহা গিয়াথা" অধিক রাত্রে বাটীর বাহির হইবার উপায় নাই। কোন দ্রব্য পথ দিয়া লইয়া আসিতে হইলে পাহারাওয়ালা না দেখিয়া ছাড়ে না।

কিষণলালের আশ্রয়দাতা বাবু পুলিসের ডাকাডাকিতে একটু বিরক্ত হইলেন কিছু অপমান বোধও করিলেন। কিন্তু লজ্জার খাতিরে কিষণলালকে কিছু বলিতে পারিলেন না। ক্রমে তাঁহার অসহ্য হইয়া উঠিল। একদিন বৈকালে তিনি কিষণলালকে ডাকিয়া বলিলেন "আপনাকে যে ঘরটা দেওয়া হয়েছে, ওটাতে এতদিন আমার আবশ্যক হয় নাই কিন্তু এই বার আবশ্যক হয়েছে।"

কিষণলাল বাবু হেঁটমুখে বলিলেন "আচ্ছা দুই চারি দিনের মধ্যে আর একটা ঘর দেখে আপনার ঘর ছেড়ে দিব।"

পর দিবস কিষণলাল প্রতিবেশী আর এক জনের বাটীতে যোগমায়াকে লইয়া উঠিয়া গেলেন। পুলিসের লোকে এসংবাদ কিছুই জানে না। তাহারা প্রত্যহ রাত্রে যেরূপ ডাকাডাকি করে সেদিন সেইরূপ করিতেছে কিন্তু অন্য দিনের ন্যায় কিষণ-লালের উত্তর পাইতেছে না। তাহাদের মনে সন্দেহ হইল। বড় জোরে চেঁচাচেঁচি করিতে লাগিলেন। সেই চেঁচাচেঁচিতে কিষণলালের আশ্রয়দাতা বাবুর নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তিনি বাহিরে আসিয়া কিষণলাল যথায় উঠিয়া গিয়াছেন তাহার সন্ধান বলিয়া দিলেন।

পুলিসের লোক আবার সন্ধানে চলিল। এর ওর তার দ্বার ঠেঙা ঠেঙি করিয়া অনেক কষ্টে যে বাটীতে কিষণলাল উঠিয়া গিয়াছিলেন পুলিস তাহার সন্ধান করিয়া নিদ্রিত কিষণলালকে জাগরিত করিল। থানায় খবর না দিয়া বাটী পরিত্যাগ করার জন্য কিষণলালকে অনেক অপমান সূচক কথা বলিল। শেষ সকালে থানায় হাজির হইতে বলিয়া প্রস্থান করিল।

কিষণলালকে অনুসন্ধান জন্য পুলিসের লোক পাড়ায় প্রায় সকলেরি দ্বার ঠেঙাইয়াছিল; তখন পুলিস দেখিয়া লোকে ভয়ে উত্তর দেয় না'ই। প্রভাতে একটা শোরগোল পড়িয়া গেল এ বলে "রাত্রে আমার দরজা ঠেলেছিল।" ও বলে যে "আমার বাড়িতে ঢুকে ছিল।" সে বলে "ডাকাডাকিতে সেই যে ঘুম ভেঙ্গে গেল আর হলো না।" ইত্যাদি ইত্যাদি।

অনেকে প্রকৃত ব্যাপার কি জানিবার জন্য কিষণলালের নিকট আসিলেন। কিষণলাল লজ্জায় পড়িয়া যা তা একটা বলিয়া তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিয়া মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন " দেখি পুলিসের হাত ছাড়াতে পারি কি না।"

বেলা দশটা বাজিল। আহারাদি শেষ হইলে কিষণলাল পত্নীকে বলিলেন "তোমাকে নিয়ে আজ হালিসহরে যাব। দেখি পুলিস কেমন কোরে আমার সন্ধান করে।"

যোগমায়া স্বামীর কথায় দ্বিরুক্তি না করিয়া তৈজসাদি যাহা দুই চারিটা ছিল তাহা লইয়া স্বামীসহ হালিসহর যাত্রা করিলেন কিষণলাল একথা কাহাকে ও বলিলেন না।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

যেখানে বাঘের ভয় সেই খানে সন্ধ্যা হয়।

"দিন যাবে রবে না।"

বঙ্কিম।

পূর্ব্বে হালিসহরে এখনকার ন্যায় এত লোকের বসতি ছিল না। থাকিলে হালিসহর নাম হইবে কেন? যেখানে হংসেশ্বরী আছেন পূর্ব্বে সেখানটা অত্যন্ত জঙ্গল ছিল। কতকগুলা কোড়া বাগদী প্রভৃতি বাস করিত। ইহারই মধ্যে একখানি একতালা অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ কএকটী গৃহ ছিল। কেহ তাহাতে বাস করিত না। আর ত্যক্ত সম্পত্তি সে কাহার কেহ তাহা জানিত না। কিষণলাল যোগমায়াকে লইয়া সেই বাটীতে বাস করিতেছেন। কোড়া বাগদি প্রভৃতি ইতর অধিবাসী গণের সহিত কিষণলালের বেশ সদ্ভাব জন্মিয়াছে। তাহারা মরিতে বলিলে মরে বাঁচিতে বলিলে বাঁচে। তাহাদের দ্বারা কিষণলালের আনা লওয়ার কার্য্য বেশ চলিতেছে। প্রায় বাটীর বাহির হইতে হয় না। কেবল একবার মাত্র গ্রামের

ভিতর যাইতে হয়। কিষণলাল মাসিক বার টাকা বেতনে একজন ধনাঢ্য ব্যক্তির পুত্রের শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন।

যখন কিষণলালের অবস্থা ভাল ছিল তখন তিনি একটী পুত্র প্রাপ্তির কামনায় কত পূজা কত জপ করাইয়াছিলেন; যোগমায়া কত নারায়ণ ঠাকুর কত ক্ষেত্রপালের ঔষধ খাইয়াছিলেন তাহার ইয়ত্তা নাই। তখন কোন ফল ফলে নাই। এত দিনের পরে সে ফল ফলিয়াছে। যোগমায়া গর্ভবতী হইয়াছেন।

এদিকে দাগি পলায়ন করিয়াছে দেখিয়া পুলিসের লোক ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। যেখানে চুরি হইতেছে তাহাই দাগি কিসণলালের কর্ম্ম বলিয়া অনুমাণ করিতেছে। জেলায় জেলায় সংবাদ গিয়াছে। টিকটিকি পুলিস অবিরাম অন্বেষণ করিতেছে কিন্তু কিছুই করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। চুরির সন্ধান হইতেছে না বলিয়া কমিসনার ইনিস্‌পেকটারকে ধমক দিতেছেন। ইনিস্‌পেকটার থানার আমলাবর্গকে তাড়া দিতেছেন। কাজ কিন্তু কিছুই হইতেছে না। কিষণলাল এখন ছদ্মবেশী—ধরে কাহার সাধ্য।

যোগমায়া দশমাস পূর্ণগর্ভা—আশু প্রসবিনী। রন্ধন কার্য্য আর স্বহস্তে করিতে পারেন না। করিলে বড় কষ্ট হয় বলিয়া কিষণলাল বড় কষ্ট করিতে দেন না; আপনিই রন্ধন করেন। কষ্টে শ্রেষ্টে এই রূপে দিন কাটিতেছে। দশমাস অতিবাহিত হইল। আজ হয় কাল হয় করিয়া, একদিন সন্ধ্যার সময়ে যোগমায়া এক কন্যা সন্তান প্রসব করিলেন।

অর্থাভাবে সূতিকাগৃহের আবশ্যকীয় কার্য্যাদি ভালরূপ হইতেছে না। আজ দশদিন হইল যোগমায়া প্রসূত সন্তান লইয়া সেই অন্ধকারময় গৃহের আর্দ্র মৃত্তিকায় পড়িয়া আছেন। কিষণ-

লাল শিক্ষকতা করিয়া আসার পর যাহা কিছু রন্ধন করিয়া দেন তাহা মুখে ভাল না লাগিলেও বাধ্য হইয়া আহার করিতেছে কষ্টের একশেষ হইয়াছে।

পনর দিনের দিন যোগমায়ার জ্বর প্রকাশ পাইল। কি করিবেন ; কোথায় যাইবেন, কোথায় সাহায্য পাইবেন. কে সাহায্য করিবেন, ডাক্তার দেখাবার কি হইবে ইত্যাদি চিন্তা কিষণলালকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। যোগমায়ার জ্বরের বেগ হ্রাস না হইয়া বরং দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। যখন যেমন তখন তেমনিই চলিতে হয়, বুঝিয়া কিষণলাল কোড়া বাগ্‌দি প্রভৃতি প্রতিবেশীগণের পরামর্শানুযায়ী কার্য্য করিতেছেন। কে একজন ভাল করিয়া শেক তাপ দিবার কথা বলিয়াছে, কিষণ-লাল তাই কাষ্ঠের জন্য গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন।

যথায় গ্রাম্য বিপণী হইতে কিষণলাল কাষ্ঠ আনিতে গিয়া-ছেন তথা হইতে নিজবাসস্থান বড় অল্প দূর নহে। দুই প্রহরের রৌদ্রে কাষ্ঠভার মস্তকে লইয়া কিষণলাল বাটী অভিমুখে আসি-তেছেন, অকস্মাৎ একজন লোক তাঁহার হাত ধরিলেন। কিষণ-লাল "কি বাপু. ধরলে কেন ?" বলিয়া চমকাইয়া উঠিলেন।

ধৃতকারী ব্যক্তি বাম হস্তে কিষণলালের এক হস্ত ধরিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা ধাক্কা দিয়া মস্তকস্থ কাষ্ঠের বোঝা ভূমে ফেলিয়া দিলেন। বলিলেন "শালার দাগী বড় কষ্ট দিয়েছে ; আজ দশদিন না নাওয়া না খাওয়া তোমাকে ধর্‌বার জন্যে গ্রামে ঘুরচি। এখন চল ভালয় ভালয় থানায় চল।"

কিষণলাল নির্ব্বাক, নিস্পন্দ, নিশ্চল—কাষ্ঠ পুত্তলীর ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। কিষণলালের অবস্থা দেখিয়া ধৃতকারী ব্যঙ্গস্বরে বলিলেন "আমর শালা আবার জড় ভরতের মত

দাঁড়ালো দেখ! চল্‌না শালা থানায় চল; কেন মিছে গুঁতো গাঁতা খাবি বল।"

এতক্ষণের পর কিষণলাল বুঝিতে পারিলেন যে তিনি পুলিসের হাতে পড়িয়াছেন। বলিলেন "বাপু গালি গালাজের আবশ্যক কি? কোথায় যেতে হবে চল যাচ্চি। কিন্তু বাপু তোমার পায়ে ধরে মিনতি করে বলচি আমাকে একটা বিশেষ কাজ সারবার জন্যে একটু সময় দিতে হবে। আমার স্ত্রীর বড় ব্যারাম, আর আমার কেউ নাই যে, তার মুখে এক গণ্ডূষ জল দেয়; এই জন্যে বলচি. আগে এই কাঠ গুলি বাড়িতে ফেলে আসি। তুমিও না হয় আমার সঙ্গে চল. তার পর যেখানে ইচ্ছা নিয়ে যেও।"

"হুঁ! শালা। আমি যেন ওর বাবার চাকর উনি কাঠ নিয়ে যান আর আমি ওঁর সঙ্গে যাই। চল শালা চল" বলিয়া ধাক্কা দিতে দিতে কিষণলালকে লইয়া চলিল।

টিক্‌টিকি পুলিস ধরিয়াছে; আর কি রক্ষা আছে। খাস পুলিস বরং ভাল, কথা বল্লে বুঝে কিন্তু টিক্‌টিকি পুলিসের হাতে স্বয়ং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরেরও রক্ষা নাই। কিষণলাল আজ সেই টিক্‌টিকি পুলিসের হাতে পড়িয়াছেন, স্ত্রীর পীড়া তাহারা শুনিবে কেন?

ধৃতকারী টিক্‌টিকি পুলিসের ইনিসপেক্‌টর বাবু প্রথমে কিষণলালকে হালিসহরের ফাঁড়িতে লইয়া গেলেন। তথাকার দারোগা সাহেব কিষণলালের বিষয় লিখিয়া তদন্তের জন্য কলিকাতায় চালান দিবার হুকুম দিলেন। কিষণলাল পীড়িত স্ত্রীর কথা বলিয়া দারোগা সাহেবকে অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন কিন্তু তাহাতে কোন ফল দর্শিল না সমস্ত দিবস থানায়

রাখিয়া সন্ধ্যাকালে হালিসহর ফাঁড়ি কিষণলালকে কলিকাতায় চালান দিলেন।

কলিকাতার থানাদারেরা তিন চারি দিন পর্য্যন্ত কিষণলালকে নানা স্থানে ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইল। থানায় খবর না দিয়া পলায়নের জন্য অনেক পীড়াপীড়ি করিল। শেষ কিছু করিতে না পারিয়া আবার হালিসহর ফাঁড়িতে এই উপদেশ দিয়া চালান দিল যে, "দাগীর কার্য্যকলাপ বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিবে ; আর প্রত্যহ রাত্রে বাটীতে থাকে কিনা তাহার তথ্য লইবে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

প্রতিমা বিসর্জ্জন।

—Eyes look your last !
Arms, take your last embrace!
And lips, O you the doors of breath,
Seal with a righteous kiss.
A dateless bargain to engrosing death—
Shakespeare.

অদ্য চারি দিন হইল কিষণলাল কাষ্ঠ আনিতে গিয়াছেন কিন্তু এপর্য্যন্ত ফিরিয়া আসেন নাই। যোগমায়া জ্বরের প্রকোপে সেই শতছিদ্র মাদুরের উপর পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করিতেছে। পূর্ণমাত্রা জ্বরে বিকার প্রাপ্ত হইয়া যোগমায়াকে

অজ্ঞান করিয়া রাখিয়াছে। পার্শ্বে শিশু কন্যা শুইয়া হাত পা নাড়িতেছ; আপন মনে কত খেলা খেলিতেছে, আবার কখন কাঁদিয়া উঠিতেছে। ভদ্রাভিমানী ব্যক্তিগণ অপেক্ষা ভদ্র বাগ্দী কোড়া প্রভৃতি প্রতিবেশীগণ কিষণলালের অনুপস্থিতে নিজ নিজ পরিবার বর্গকে যোগমায়ার নিকটে পাঠাইয়া দিয়া যথাসাধ্য উপকার করিতেছে। সেই সকল বাগ্দী কোড়ার ঘরের স্ত্রীলোকেরা যোগমায়াকে ঘিরিয়া বসিয়া আছে। কেহ স্বেদ দিতেছে, কেহ ঔষধ আনিয়া খাওয়াইতেছে। পুরুষেরা মুহুর্মুহুঃ সংবাদ লইতেছে। আর কিষণলালের অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছে। যোগমায়া বিকারের ঘোরে কত ভুল বকিতেছে। কখন হাত নাড়িয়া কাহাকে ডাকিতেছে আবার কখন আসিতে নিষেধ করিতেছ। কখন চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছে আবার কখন হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিতেছে। প্রতিবেশী কন্যারা যোগমায়াকে "ঐ বাবু আসিতেছেন" বলিয়া সান্ত্বনা করিতেছে। যখনই যোগমায়ার কানে "বাবু আসিতেছেন" শব্দ প্রবিষ্ট হয় তখনই যোগমায়া চক্ষু উন্মিলিত করত কিছুক্ষণ পর্যান্ত এইরূপ থাকিয়া যখন অভিলষিত বস্তু না পায় তখন চক্ষু মুদিয়া ক্রন্দন করে, শিশু কন্যাকে ক্রোড়ে লইবার জন্য প্রয়াস পায়।

সন্ধ্যা হয়, এমন সময়ে কিষণলাল একজন পুলিসের লোক সঙ্গে নিজবাটীতে উপস্থিত হইয়া বলিলেন "আমি এই বাটীতে থাকি" পুলিসের লোক কিষনলালের বাসস্থান দেখিয়া আপন কার্য্যে প্রস্থান করিলেন। কিষণলাল বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। চারিদিনের পর কিষণলালকে বাটীতে আসিতে দেখিয়া সকলেই অনুপস্থিতের কারণ জিজ্ঞাসা করিল;

অনেকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিল। অনুপস্থিতের প্রকৃত কারণ বলিলে পাছে তাঁহার উপর প্রতেবেশী গণের অভক্তি হয়, এই জন্য গোপন করিয়া কিষণলাল অন্য কথায় তাহাদিগকে যাহা হয় একটা বুঝাইয়া দিলেন। সরলচিত্ত কোড়া বাগ্দীরা তাহাই বিশ্বাস করিয়া যোগমায়ার চিকিৎসার ব্যবস্থার জন্য কিষণলালকে উপদেশ দিতে লাগিল। একজন বলিল "আমার সঙ্গে চলুন আপনাকে ডাক্তারের বাড়ি দেখাইয়া দিই" আর একজন বলিল "ডাক্তার বাবু বড় ভাল লোক; টাকা না নিতেও পারেন।" "তোমরা একটু দাঁড়াও ভাই, আমি একবার দেখে আসি; তার পর ডাক্তার ডাকতে যাবো" বলিয়া যে ঘরে যোগমায়া পড়িয়া আছেন সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন।

সহকার বিচ্ছিন্ন মাধবী লতার ন্যায় যোগমায়া ধূলায় পড়িয়া আছে। মুখ দিয়া ফেন বহির্গত হইতেছে। আর গোঁ গোঁ শব্দ করিতেছে। যোগমায়ার অবস্থা দেখিয়া কিষণলালের চক্ষে জল আসিল। পার্শ্বে বসিয়া গাত্রে হস্ত দিয়া "যোগমায়া যোগমায়া" করিয়া ডাকিলেন। যোগমায়া কি আর সে যোগমায়া আছে যে, ডাকিবা মাত্র যেখানে থাকুক না কেন উত্তর দিবে! যোগমায়া এখন মহা যোগে মগ্না; কথার উত্তর দিবে কে? অবস্থা সঙ্কট বুঝিয়া কিষণলাল আর অপেক্ষা না করিয়া গৃহবহিষ্কৃত হইয়া তাড়াতাড়ি ডাক্তার ডাকিতে গেলেন।

যমরাজের জ্যেষ্ঠ সহোদর পাড়াগেয়ে ডাক্তার বাবুর আজ শনিবার। খড়ো ঘরের ডিস্‌পেনসারীতে গ্রাম্য ইয়ারে বেষ্টিত হইয়া মদ চালাইযাছে; আর হুমায়ুন বাদসাহের ছেলের মরণাপন্ন রোগ একদিনে আরাম করিয়াছেন বলিয়া

গর্ব্ব করিতেছেন। ইয়ারেরাও "ধন্য হাত যশ" বলিয়া ডাক্তার সাহেবের স্থূল লাঙ্গুল আরও স্থূলতর করিতেছেন। এমন সময়ে একজন প্রতিবেশী সঙ্গে করিয়া কিষণলাল তথায় উপস্থিত হইলেন। ডাক্তার বাবু এক বোতল মদ নিঃশেষিত করিয়া জনৈক ইয়ারকে আর এক বোতল আনিতে দিয়া, তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতে ছিলেন; কিষণলালকে তাড়াতাড়ি আসিতে দেখিয়া মনে ভাবিলেন বুঝি মদ আসিয়া পৌঁছিল স্থতরাং প্রাণের স্ফূর্ত্তিতে বলিয়া ফেলিলেন "বাবা হনুমান এত দেরি কি করতে হয়! লক্ষ্মণ যে মরে। তা যা করেচো তার আর চারা নাই এখন বিশল্যকরণী কৈ দাও" ডাক্তার বাবু কিষণলালের দিকে উভয় হস্ত বাড়াইলেন।

কিষণলাল ডাক্তার বাবুর জড়িত স্বর বুঝিতে না পারিয়া বলিলেন "আমার স্ত্রীর বড় ব্যারাম মহাশয়কে নিয়ে যাবার জন্য এসেছি।"

ডাকিতে আসিয়াছে শুনিয়া ডাক্তার বাবুর চমক ভাঙ্গিল। পরিধেয় বসন সামলাইয়া বসিলেন। পাছে কথার স্বরে আগন্তুক বুঝিতে পারেন, যে তিনি মদ্য পান করিয়াছেন এই ভয়ে গলা ঝাঁকিয়া যতদূর সম্ভব আস্তে আস্তে বলিলেন "কোথায় যেতে হবে?"

কিষণলাল বাবু বলিলেন "অধিক দূর নয়: এই হংসেশ্বরীর তলায়।"

হংসেশ্বরীর তলার কথা শুনিয়া ডাক্তার বাবু বলিয়া উঠিলেন "বাপরে! এরাত্রে সেখানে কে যাবে?"

কিষণলাল বিনীত স্বরে বলিলেন "মহাশয় হলেন গরীবের মা বাপ না গেলে চল্‌বে কেন। যদি না, যান তাহ'লে

চিকিৎসা অভাবে একটা স্ত্রী হত্যা হয়।"

ডাক্তার বাবু বিরক্ত হইয়া বলিলেন "স্ত্রী হত্যাই হ'ক আর না হ'ক আমি কিন্তু এরাত্রে সেখানে যেতে পার্‌বো না।"

কিষণলাল ডাক্তার বাবুর অনেক পায়ে হাতে ধরিলেন, অনেক কাঁদা কাটা করিলেন কিন্তু কিছুতেই তাঁহার মন নরম করিতে পারিলেন না।

স্থূল কথা—ডাক্তার বাবু এখন ডাকিনীচক্রে বসিয়াছেন, যাইবেন না।

সমভিব্যাহারী লোকটী বলিল "ডাক্তার বাবু যদি একান্ত না যান, তবে চলুন একবার কবিরাজ মহাশয়কে দেখে আসি।"

কিষণলাল ডাক্তার বাবুর কথায় একেবারে হাল ছাড়িয়া দিয়াছিলেন; সমভিব্যাহারী লোকের কথায় আবার বুক বাঁধিলেন। দুঃখিতস্বরে বলিলেন "চল; তিনি বা কি বলেন দেখা যাক।'

উভয়ে আবার কবিরাজ মহাশয়ের বাটী অভিমুখে চলিলেন। অন্ধকার রাত্রি; টিপিটিপি বৃষ্টি পড়িতেছে। রাস্তায় অত্যন্ত কর্দ্দম, পথ চলে কাহার সাধ্য; পদে পদে পা পিছলাইতেছে। সেই সকল কষ্ট সহ্য করিয়া কোন উপায়ে উভয়ে কবিরাজ মহাশয়ের বাটিতে উপস্থিত হইলেন!

কবিরাজ মহাশয় প্রবীণ লোক, সজ্জনও বটেন। কিষণলালের কথা শুনিয়া যাইতে স্বীকৃত হইলেন। সমভিব্যাহারী লোক আলো লইয়া অগ্রে অগ্রে চলিল; মধ্যে কবিরাজ মহাশয়, পশ্চাতে কিষণলাল কবিরাজ মহাশয়ের মস্তকে ছত্র ধরিয়া চলিয়াছেন। একই বলে "কভি গাড়ি কা উপর না, কভি না কা উপর গাড়ি।" একদিন কিষণলালের মস্তকে ছাতা ধরিতে

পারিলে কত লোকে আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিত, আজ সেই কিষণলাল একজনের মাথায় ছাতা ধরিয়া আপনি ভিজিতে ভিজিতে যাইতেছেন।

যথাকালে কবিরাজ মহাশয় সহিত কিষণলাল বাটীতে পৌঁছিলেন। কবিরাজ মহাশয় রোগিণীর নাড়ি পরীক্ষা করিয়া মুখ বিকৃত করিয়া বলিলেন "বাতশ্লেষ্মা বিকার; রোগটা কঠিন হয়ে পড়েছে। তা এই ঔষধটা খাওয়ান, যদি গা গরম হয় তবে আমাকে খবর দিবেন, আমি এসে ঔষধ পাল্টে দিব।"

কবিরাজ মহাশয় গাত্রোত্থান করিলেন। কিষণলাল তাঁহার দর্শনীর একটী টাকা দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন "আমি বড় গরীব এমন কিছুই নাই যাহা দিয়া আপনাকে সন্তুষ্ট করিব।"

কবিরাজ মহাশয় টাকাটি কিষণলালকে ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন "দর্শনী লইব না; যা বলে গেলেম সেইরূপ করিও। আর গা গরম হলে আমাকে সংবাদ দিও।"

কবিরাজ মহাশয় প্রস্থান করিলেন "কিষণলাল ঔষধ মাড়িয়া যোগমায়ার মুখে দিলেন। ঔষধ যোগমায়ার উদরস্থ হইল না; কস বহিয়া পড়িয়া গেল। যোগমায়া মাথা চালিতেছে দেখিয়া কিষণলাল তাহা নিজক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন। গাত্রে হস্ত দিয়া ডাকিলেন "যোগমায়া একবার চেয়ে দেখ।"

এমন বিকারের ঘোরেও যোগমায়া একবার চক্ষু উন্মীলন করিল। দীপ নির্ব্বাণ হইবার পূর্ব্বে যেমন একবার দপ দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠে; যোগমায়ার জীবন দীপ নির্ব্বাণ হইবার পূর্ব্বে একবার সেইরূপ জ্ঞান হইল। কিষণলালের মুখের দিকে চাহিয়া মৃদুস্বরে বলিল "এসেছ।"

কিষণলাল ক্রন্দন করিতে করিতে উত্তর দিলেন "এইযে আমি এসেছি যোগমায়া।"

স্বামি কাঁদিতেছেন বুঝিতে পারিয়া যোগমায়া চক্ষের জল মুছাইয়া দিবার জন্য কিষণলালের মুখের দিকে হস্ত প্রসারণ করিল। দৌর্ব্বল্য বশতঃ ততদূর হস্ত বাড়াইতে পারিল না।

"থাক পার্‌বে না; আমি নিজেই মুছ্‌চি" বলিয়া কিষণলাল নিজ পরিধেয় বসনে চক্ষু মুছিয়া বলিলেন "এমন কচ্চ কেন যোগমায়া; কি কষ্ট হচ্চে আমাকে বল।"

যোগমায়া কিষণলালের পদধুলি মাথায় দিয়া ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল "জন্মান্তরে যেন তোমাকে স্বামী রূপে পাই।"

যোগমায়ার চক্ষু বহিয়া জল পড়িতে লাগিল। এক দৃষ্টে স্বামীর মুখ পানে চাহিয়া রহিল। ইচ্ছা যেন আরও কিছু বলে কিন্তু কণ্ঠ রোধ হইয়া আসিল বলিয়া, বলিতে পারিল না। কিষণলাল এ সকল কিছুই বুঝেন না; আপন মনে পত্নির মুখের দিকে চাহিয়া আছেন। যোগমায়া কথা কহিবার জন্য আকুলী বিকুলী করিতেছে। অকস্মাৎ একটা হেঁচকী উঠিল; সেই সঙ্গে মুখ দিয়া কতকটা রক্ত উঠিল আর প্রাণ বায়ু ও সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইয়া গেল। যোগমায়া কিষণলালের দিকে যেমন চাহিয়াছিল তেমনই রহিল।

কিষণলাল প্রথমে বুঝিতে পারেন নাই। যখন দেখিলেন যোগমায়া আর নাই তখন উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। প্রতি-বেশীগন সকলেই বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিল; কিষণলালের চিৎকারে "কি হয়েচে কিহয়েচে' শব্দে গৃহ প্রবেশ করিল, কিষণলাল আছাড় কাছাড় করিয়া কাঁদিতেছেন। দুই চারিজনে

তাঁহাকে ধরিয়া গৃহের বাহির করিয়া আনিল। অনেকে সান্ত্বনা করিতে লাগিল।

অনেক কষ্টে অনেক বুঝাইয়া প্রতিবেশীরা কিষণলালকে কথঞ্চিত সান্ত্বনা করিল। শব লইয়া ইহার পরামর্শ চলিল নিরাশ্রয় স্বহায় সম্পত্তি হীন কিষণলালের শব কে বহন করিবে। কাজেই কোড়া বাগ্দীদের সাহায্য লইতে হইল। চারি পাঁচ জনে শব লইয়া গঙ্গাতীরে চলিল। অপর একজনে কিষণলালকে ধরিয়া লইয়া চলিল। শব গঙ্গাতীরে নীত হইল; বাঁশ গাছের কাঁচা ডাল ইত্যাদির দ্বারা চিতা সজ্জিত করিয়া প্রতিবেশীরা শব চিতায় তুলিয়া দিল। কিষণলাল কাঁদিতে কাঁদিতে শবের মুখে অগ্নি দিলেন। চিতা হু হু শব্দে জ্বলিয়া উঠিল। অগ্নিদেব শত সহস্র লোল জিহ্বা বাহির করিয়া সতীর পবিত্র দেহ গ্রাস করিয়া ফেলিলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই শব দাহ হইয়া গেল। কিষণলাল চিতায় গঙ্গাজল দিয়া অগ্নি নির্ব্বাণ করিলেন। প্রতিবেশীরা প্রতিমা বিসর্জ্জন দিয়া "হরি হরি বোল' শব্দে কিষণলালকে লইয়া বাটী প্রত্যাগমন করিলেন।

সেদিন যাহারা শব লইয়া গিয়াছিল তাহারা কেহ বাটী গমন করিল না; সকলেই কিষণলালের নিকট শুইয়া রহিল। শব বহন পরিশ্রমে সকলেই ক্লান্ত হইয়া ছিল সুতরাং যে যেখানে পড়িল সে সেই খানে ঘুমাইল; আর কাহার সাড়া শব্দ নাই। তখন কিষণলাল ধীরে ধীরে উঠিয়া শিশু কন্যা ক্রোড়ে বাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। পর দিন হইতে আর কেহ তাঁহাকে দেখিতে পাইল না।

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

প্রথম প্রণয়।

Love :—what a volume in a word,
An Ocean in a tear,
A seventh Heaven in a glance,
A whirlwind in a sight;
The lightning in a touch,
A millenium in a moment,
What concentrated joy or woe in blest blighted love

Lord Byron.

ইংরাজি সাতান্ন সাল ধর্ম্মে ধর্ম্মে কাটীয়া গিয়াছে। লর্ড ক্যানিং অনেক কষ্টে সিপাহী বিদ্রোহ কতকটা দমন করিয়াছেন। কিন্তু এখন গুপ্তসভা সমিতি, এবং লুঠতরাজ বন্ধ করিতে পারেন নাই। এইজন্য সংবাদপত্রে রাজনীতির আন্দোলন বন্ধ করিয়াছেন। প্রত্যহ দলে দলে বিদ্রোহী ধৃত হইতেছে। কাহারও ফাঁসি; কাহার দ্বীপান্তর বাসের আজ্ঞা হইতেছে। কিন্তু বিদ্রোহীদিগের দলপতি এখন ধৃত হয় নাই। নানা ধুন্দুপন্থ অনুমানে ইংরাজ হাজার হাজার সন্যাসীর মস্তক ছেদন করিয়া

এক প্রকার নিরস্ত হইয়াছেন। মনে ধারনা হইয়াছে নানা সাহেব আর ইহ সংসারে নাই। কিন্তু যিনি তেতাল্লিশ সাল হইতে আজ চৌদ্দবৎসর বিদ্রোহ করিয়া বেড়াইয়াছেন—সিপাহী দিগের উত্তেজনায় যিনি মূল—কানপুর ম্যাসেকার যিনি স্বহস্তে করিয়াছেন—যিনি জেনেরেল হিউগকে 'বধ' করেন—যিনি একাকী সতী চোরের ঘাট রক্ষা করিয়াছিলেন- সেই রাজপুত দস্যু কিষণলাল ধরা পড়ে নাই। গোয়েন্দারা বলিতেছে কিষণ লালের দলবল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, বোধহয় তাহার মৃত্যু হইয়া থাকিবে। কিন্তু ইংরাজ তাহাতে সন্তুষ্ট নহেন। যিনি কিষণ লালের প্রকৃত সন্ধান বা ধৃত করাইয়া দিতে পারিবেন তিনি দশ সহস্র টাকা পুরস্কার পাইবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন।

পশ্চিম প্রদেশবাসীগন সিপাহি বিদ্রহের পর হইতে ভয়ে আর ইংরাজের নাম করে না। যদি কেহ ভুলভ্রান্তে কখন কোন প্রশ্ন উত্থাপন করে, তবে অপরে তৎক্ষণাৎ তাহা বন্ধ করিয়া দেয়। এক স্থানে পাঁচজন লোক দাঁড়াইয়া কথা কহিবার আইন নাই। সন্ধ্যার পর রাস্তায় বাহির হইবার উপায় নাই। পাছে লোক দলবদ্ধ হয় বলিয়া লোকের বাড়ি নিমন্ত্রন খাইতে যাওয়া এক প্রকার বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ফল কথা ইংরাজের আইন বড়ই কড়া হইয়াছে।

কড়া হউক আর নরমই হউক ইংরাজের আইন মানিয়া চলিতে সকলেই বাধ্য, বিশেষ এই সময়। আইন না মান মার্শাল্‌ল কি জিনিস জানিতে পারিবে। আর যাঁহার মার্শাল-ল জানিবার ইচ্ছা নাই। অথচ আইন মানিবেন না তাঁহার পক্ষে এক উপায় আছে, তিনি মনের আগুণ মনে চাপিয়া

রাখুন। তেজনারায়ন নামে এক শিক্ষিত রাজপুত যুবা ইংরাজের এই সকল আইন কানুন মানেন না। এমন কি সময়ে সময়ে বলিয়া থাকেন রাজা আবার কে। ভগবানের এমন অভিপ্রায় নহে যে, একজন লোক লক্ষ লক্ষ লোকের দণ্ড মুণ্ডের কর্ত্তা হন। এই জন্য তেজনারায়ণ যাঁহার আলয়ে লালিত পালিত সেই বৃদ্ধ মাতামহের সঙ্গে সময়ে সময়ে কথান্তর হইত। অদ্য কএক দিবস হইল রাজভক্ত মাতামহ তেজনারায়ণকে গৃহ বহিস্কৃত করিয়া দিয়াছেন।

অতি অল্প বয়সে তেজনারায়ণের মাতৃবিয়োগ হয়। সেই অবধি মাতৃহীন বালক তেজনারায়ণ মাতামহ আলয়ে পালিত হইতেছেন। মাতামহের এই দৌহিত্র ব্যতীত স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তি ভোগ করিবার অপর কেহই ছিল না। তিনি তেজনারায়ণকে ইংরাজিতে সুশিক্ষিত করিয়া ছিলেন। গত সিপাহী সময়ে তেজনারায়ণের পিতার মৃত্যু হয়। যে কারণে তেজনারায়ণের মাতামহ তেজনারায়ণের উপর বিরক্ত সেই কারণে তাঁহার পিতার উপরও বিরক্ত ছিলেন। মৃত্যুকালে তেজনারায়ণের পিতা কেবল একখানি পত্র ব্যতীত আর, কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। পত্রে এই লেখা ছিল। বৎস্য তেজনারায়ণ! তোমার জন্য আমি কিছুই রাখিয়া যাইতে পারিলাম না। অধিকন্তু একটি ভার দিয়া যাইতেছি। পত্রে যাহার নামোল্লেখ রহিল এই মাহাত্মা এক দিন আমার প্রাণ রক্ষা করিয়া ছিলেন। সাধ্যমতে ইহার উপকার করিও ভুলিওনা।

মাতামহের আলয় হইতে তাড়িত হইয়া তেজনারায়ণ এক্ষণে কাশিতে একজনের বাসাবাড়িতে বাস করিতেছেন। আইন

পরীক্ষা দিবেন বলিয়া গত বৎসর হইতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন কিন্তু পিতৃ বিয়োগ ইত্যাদি কারণে ঘটিয়া উঠে নাই।

একদিন প্রভাতে তেজনারায়ণ গঙ্গাতীরে পাদচারণ করিতেছেন এমন সময়ে দেখিলেন এক বালকুরঙ্গলোচনা ষোড়শী যুবতী রূপের প্রভায় মণিকর্ণিকার ঘাট আলো করিয়া মন্থর গমনে সোপানাবলী আরোহণ করিতেছেন। এমনরূপ তেজনারায়ণ কখন চক্ষে দেখেন নাই। যুবতী একাকিনী নহেন, সঙ্গে এক পলিতকেশ বৃদ্ধ আছেন। বৃদ্ধের কেশ পলিত হইয়াছে বটে কিন্তু এখন সর্ব্বাঙ্গ হইতে তেজ ফুটীয়া বাহির হইতেছে। অনুমানে বোধ হইল যুবতী কোন বড় ঘরের কন্যা কিন্তু এখন কুমারী অঙ্গে বিবাহ চিহ্ন কিছুই নাই। যুবতী কোন দিকে যায় দেখিবার জন্য তেজনারায়ণের মনে কৌতুহল জন্মিল, অলক্ষ্যে থাকিয়া তেজনারায়ণ পশ্চাতগামী হইলেন।

যুবতী মনিকর্ণীকার ঘাট হইতে উঠিয়া বরাবর বিশ্বেশ্বর মন্দির তথা হইতে দুর্গাবাড়ি প্রবেশ করিয়া পুজা অর্চ্চনাদি করার পর বৃদ্ধের সঙ্গে নগরের প্রান্তভাগে একখানি অট্টালিকার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তেজনারায়ণ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়া থাকিয়া বাটী প্রত্যাগমন করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আর একপদ।

প্রেম যে কি পদার্থ এ মূঢ় তাহা ভাল করিয়া বুঝে না আসঙ্গলিপ্সা আমি তোমায় ভাল বাসি তোমায় দেখিবার

জন্য আমার মন সর্ব্বদা ব্যাকুল চক্ষের আড করিলে প্রাণ কেমন খারাপ হইয়া যায় অতএব তুমি আমার কাছে সদাসর্ব্বদা থাক। ইহা ব্যতীত প্রেম আর কিছু পদার্থ কি না তাহা জানি না।

আসঙ্গলিপ্সা চরিতার্থ হইলেই যেন প্রেম এড়ো এড়ো ছেড়ো ছেড়ো হইয়া যায়। আর তেমন মধুরত্ব থাকে না। সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা প্রেমকে দুই ভাগে বিভাগ করিয়াছেন সম্ভোগ প্রেম আর বিপ্রলম্ভ প্রেম। বিপ্রলম্ভটা রমণীয় কিছুই নয় বলিয়া বোধ হয় এর পূর্ব্ব রাগ মান, প্রবাস করুণা এসকল গুলা একেবারে প্রক্ষিপ্ত।

প্রেমের বিরহটায় বুঝিবার কিছুই নাই। ওটা সম্পেক ন্যাকামি। তুমি রাগ করিয়াছ বা বিদেশ গিয়াছ——আজ, না হয় কাল তোমার রাগ পড়িবে!——দুই দিন, চারি দিন দুই মাস না হয় ছয় মাসে আবার আসিবে। এর জন্য হাহুতাস কেন, চাঁদকে গালি দেওয়াই বা কেন, বিরলে ভাবনাই বা কেন, আর তোলার মার গলা জড়িয়ে ধরে কান্নাই বা কেন? এ সকল ন্যাকামি নয় তো কি বলিব। যদি বল একেবারে চিরকালের জন্য অদর্শন। তাহাতেই বা ক্ষতি কি? তুমি স্ত্রীলোক কুলবধূ-সাধ্যসতী-স্বামীগতপ্রাণ, সেই স্বামীর মৃত্যু হইলে কি বলিয়া বিরহ প্রকাশ কর? "ওগো আমার দশা কি করে গেলে, বল না কি? তোমার দশা কি হচ্চে গো, বল কি? তুমি পুরুষ মানুষ, প্রণয়িনীকে প্রাণান্তেও চক্ষের আড় কর না। কিন্তু তাঁর মৃত্যু হইলে একমাস যাইতে না যাইতে রামধন ঘটককে দিনের মধ্যে তের বার ডাকা ডাকি কর না কি? ধর্ম্মত বল দেখি! সাধে বলিতেছিলাম এ সকল ন্যাকামি।

আবার প্রেমের মরণটা আর ও উদ্ভট্য আরও রহস্যজনক। মরবি তো মর —গলায় দড়ি দিয়ে কড়িকাঠে ঝোল—তা নয় "কানন বল্লরী গলবেড়ী বাঁধাই নীবন তমালে দিব ফাঁস।" ডুবে মরবি তো পানা পুখুরে ডুবে মর শাস্ত্র নাকে অকসিজিন গ্যাস ঢুকে প্রাণটা বেরুক; তা নয়! "যমুনা সলিলে সই অব তনু ডারব" কেন বাপু! এটা উদ্ভট নয় ত কি বলিব।

পূর্ব্বদিনের ন্যায় পরদিন প্রভাত হইতে না হইতে তেজ নারায়ণ শয্যা ত্যাগ করিয়া বারাবর মনিকর্ণিকার ঘাট অভিমুখে চলিলেন। তখনও আকাশ বেশ পরিষ্কার হয় নাই; একটু ঘোর ঘোর আছে। ঘাটে স্নান জন্য লোক জন বড় একটা আইসে নাই, তেজনারায়ন ঘাটের সিড়ির উপর উপবেশন করিয়া আপন মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

ক্রমে সূর্য্য উঠিল। দুই একটা করিয়া ঘাটে লোক দেখা দিল। কিন্তু তেজনারায়ণ যাহার জন্য আসিয়াছেন তিনি তখন পর্য্যন্ত আইসেন নাই। দুই চারিটা করিয়া শত শত লোক মনিকর্ণিকায় স্নান করিয়া গেল কিন্তু তেজনারায়ণ যাহার জন্য সমস্ত রাত্রি জাগরণে কাটাইয়াছেন তিনি স্নান করিতে আসিলেন না। "জগৎ পদ্ধতী অসম্পূর্ণ" বলিয়া তেজ নারায়ণ নিজ মনকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন।

ক্রমে আরও বেলা হইল। আর তাঁহার আসিবার সম্ভাবনা নাই ভাবিয়া হতাশ প্রাণে তেজনারায়ন বাটী যাইবার জন্য উঠিয়া দাড়াইলেন; অমনি সেই বৃদ্ধ সঙ্গে দেবীপ্রতিমা তাঁহার সম্মুখ দিয়া ঘাটে নামিয়া গেলেন. আর তেজনারায়ণের বাটী যাওয়া হইল না।

যুবতীর স্নান সমাপন হইল। তীরে উঠিয়া আদ্র বসন পরি

ত্যাগ করিলেন। দুই চারিজন নাগা ফকিরকে কিছু কিছু দান করা হইল। বৃদ্ধ বলিলেন "হয়েছে?"

যুবতী মৃদুস্বরে উত্তর করিলেন "হঁ।

বৃদ্ধ বলিলেন " তবে চল "

যুবতী বিনাবাক্য ব্যয়ে বৃদ্ধের পশ্চাৎ গামিনী হইলেন। আর চুম্বকে আকর্ষিত লৌহের ন্যায় তেজনারায়ণ তাঁদের পশ্চাৎ চলিলেন।

বিশ্বের অন্নপূর্ণা প্রভৃতি দেব দেবী দর্শন করার পর বৃদ্ধ যুবতী সহ পূর্ব্ব দিনের ন্যায় আপন আলয়ে প্রবেশ করিলেন। তেজনারায়ণ কিছু দূরে পথের একপার্শ্বে কাষ্ঠ পুত্তলির ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন।

প্রত্যহ বৈকালে তেজনারায়ণ আত্মীয় বন্ধুগণের সহিত কাশীর রাজ উদ্যান ভ্রমণ করিতে যাইতেন কিন্তু সেইদিন হইতে আর সে দিকে যান না। বৃদ্ধের বাটীর দিকে উদ্যান বা লোকালয় না থাকিলেও তেজনারায়ণ সেই দিকেই বেড়াইতে যান। সদা সর্ব্বদা অন্যমনস্ক। কাহারও সঙ্গে ভাল করিয়া কথা কন না। দুই চারি বার ডাকিলে তবে একটা কথার উত্তর দেন। অপরিচিত লোকে তেজ নারায়ণকে দেখিলে মনে করিবে তেজনারায়ণ পাগল হইয়াছেন।

প্রত্যহ প্রাতে তেজনারায়ণ যুবতীর দর্শনাশায় মণিকর্ণিকার ঘাটে দাঁড়াইয়া থাকেন। প্রত্যহ প্রাতে বৃদ্ধ সঙ্গে যুবতী স্নান করিতে আইসেন। সাহস করিয়া কেহ কাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন না। তেজনারায়ণ বৃদ্ধের সঙ্গে দুই চারি কথা কহিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু তেজনারায়ণের কথায় বৃদ্ধ বড় একটা কান দেন না বলিয়া তেজনারায়ণ এক প্রকার

নিরস্ত হইয়াছেন। তেজনারায়ণ প্রত্যহ যুবতীকে চখের দেখা দেখিয়া আইসেন কিন্তু যুবতী দেখেন কিনা তেজনারায়ণ তাহা জানেন না। দেখিতে দেখিতে একদিন যুবতী অদৃশ্য হইলেন। তেজনারায়ণ সে দিন বেলা দ্বিতীয় প্রহর পর্য্যন্ত মণিকর্ণিকার ঘাটে অপেক্ষা করিয়াও যখন দেখিলেন যুবতী আসিলেন না তখন বৃদ্ধের আলয় অভিমুখে চলিলেন। গিয়া দেখিলেন দ্বারে তালা বদ্ধ। পার্শ্ববর্ত্তী দুই চারি জনকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন " তাঁহারা সে বাটী পরিত্যাগ করিয়া কোথায় উঠিয়া গিয়াছেন।

তেজনারায়ণের চক্ষে জল আসিল। ভাবিতে ভাবিতে বাসায় গিয়া শয়ন করিলেন। পাচক আহারের জন্য ডাকিতে আসিল তেজনারায়ণ শরীর অসুখ "বলিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিলেন। সমস্ত দিবস এইরূপে কাটাইয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বাহ্নে বাহিরে আসিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময়ে তরঙ্গিনী নাম্নী এক ত্রয়োদশ বর্ষীয়া বালিকা তাঁহার গৃহ প্রবেশ করি ল

বালিকা তেজনারায়ণের পরিচিত। যে বাসায় তেজনারায়ণ বাসকরেন, তাহারি পার্শ্বে একখানা পর্ণকুটীরে পিতা মাতা সহিত এই বালিকা বাস করে। ইহাদের অবস্থা মন্দ বলিয়া তেজনারায়ণ সময়ে সময়ে ইহাদের কিছু কিছু সাহায্য করিয়া থাকেন।

বালিকা গৃহ প্রবেশ করিলে তেজনারায়ণ জিজ্ঞাসা করিলেন "কি মনে করে তরঙ্গিনী!"

তরঙ্গিনী ম্লান মুখে বলিল, "কিছু নয়; বেড়াতে এসেছি।"

তেজনারায়ণ বলিলেন "আর কিছু নয় তো?"

মনে কি কথা উদয় হইবামাত্র বালিকা আপন মনে ভাবিতে ভাবিতে ঘর হইতে বাহির হইল। বালিকাকে যাইতে দেখিয়া তেজনারায়ণ ডাকিলেন। বালিকা প্রত্যাবর্ত্তন করিল; তেজ-

নারায়ণ বলিলেন "আমার কাছে একজোমন আছে খাবে ?"

বালিকা কথায় উত্তর না দিয়া হেট মুখে তেজনারায়ণের টেবিলের নিকট দাঁড়াইয়া একখণ্ড কাগজে কি লিখিতে লাগিল।

তেজনারায়ণ মধ্যাহ্নে আহার করেন নাই বলিয়া পাচক ব্রাহ্মণ আহারীয় দ্রব্য তাঁহার গৃহ মধ্যে রাখিয়া গিয়াছিল। তেজনারায়ণ তাহা হইতে কিছু তুলিয়া লইয়া বালিকাকে বলিলেন "খাবার নাও।"

বালিকা সে কথায় কাণ না দিয়া তেজনারায়ণের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল "আমি কেমন লিখতে পারি দেখ!"

তেজনারায়ণ বলিলেন "লেখা পরে দেখা যাবে; তুমি খাবার নাও।"

আহারীয় দ্রব্য লইয়া বলিকা আবার দৌড়িল। তেজনারায়ণ টেবিলের উপর হইতে কাগজখানি হাতে করিয়া দেখিলেন, বালিকা লিখিয়াছে "পুলিশ আসিতেছে" কাগজ পুনরায় টেবিলের উপর রাখিয়া তেজনারায়ণ পুনরায় শয়ন করিলেন। রাত্রি হইয়াছে বলিয়া আর বাহির হইলেন না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

দর্শন।

"কেঁদ না বিষাদে আর
পরিহর শোক ভার
আবার কোকিল স্বর
কুহু কুহু ডাকিল।"

মদন ভস্ম।

শারদ পূর্ণিমা নিশি। শশী ষোড়শী রূপসী বেশে গগনপটে বসিয়া রূপের প্রভায় দিঙমণ্ডল বিভাষিত করিতেছেন। পাছে

লোকে কলঙ্কটি দেখিতে পায় এই ভয়ে এক এক বার ভাঙ্গা ভঙ্গ মেঘগুলি ধরিয়া বক্ষে ঢাকা দিতেছেন। বৈশ্বজগৎ আনন্দে উৎফুল্ল। এ রজতকৌমুদী দেখিয়া কে নিরানন্দে থাকিতে পারে?

শশী আজ তুমি রাজা মহারাজা হইতে মুষ্টি ভিক্ষা জীবি পর্য্যন্ত সকলকেই আনন্দিত করিয়াছ। কিন্তু শশী তুমি যাহার হৃদয়ে তোমার ঐ ষোড়শী রূপসী রূপে প্রবেশ করিয়া ধরা দাও নাই তাহার কি হইতেছে! ঐ যে যুবক বৃদ্ধ বাতায়ন পথে বসিয়া তোমার দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া আছেন; গণ্ড বহিয়া জল পড়িতেছে, ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতেছেন, ইহার দশা একবার ভাবিয়া দেখ দেখি। আর ঐ যে কলকণ্ঠে গাহিতেছে—

"হলেম যার লাগি গৃহত্যাগী
সেই হলো আমা ত্যাগী।
কৈগো তার সুখের ভাগী হলেম কৈ?
কেবল কলঙ্কের ভাগী হলেম সই।"

উহার মর্ম্মভেদী উচ্ছ্বাস শুনিয়াছ কি? যদি শুনিয়া থাক। বুঝিতে পারিয়া থাক, তবে আর এমন কাজ করিও না। লঘুর শাপ গুরুকে লাগে আর গুরুর শাপ লঘুকে লাগে এটা যেন মনে থাকে। এই যে তুমি দিন দিন ক্ষয়প্রাপ্ত হও তাহার কারণ কি? উহাদের দীর্ঘনিশ্বাস। এক একটা দীর্ঘনিশ্বাসে তোমার এক এক কলা ক্ষয় হয়। এখনও একটু পুণ্য বল আছে বলিয়া আকাশ-পটে রহিয়াছ কিন্তু যে দিন চারপোয়া হইবে সেইদিন "টুপ" করিয়া খসিয়া পড়িবে।

তেজনারায়ণ গবাক্ষে বসিয়া চিন্তা করিতেছেন "আমি বামন হইয়া চাঁদে হাত বাড়াইয়াছি। কোথায় অট্টালিকাবাসিনী সুখক্রোড় পালিতা দেবী আর কোথায় পরপ্রত্যাশী সংসার কীট। কোথায় অমরাবতীর নন্দন কানন আর কোথায় ঘোর পূতিগন্ধময় কুম্ভিপাক নরক। পাগল মন বুঝেনা যে, সুখে দুঃখে সমভাবে মিলে না; সুধাংশু স্বর্গ পরিত্যাগ করিয়া মর্ত্তে বাস করিবে না। রতি মদনকে ছাড়িয়া অপরের সহিত মজিবেনা।" উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে তেজনারায়ণ এইরূপ চিন্তা করিতেছেন এমন সময়ে পার্শ্ববর্তী পর্ণ কুটীর দ্বারে কে আঘাত করিল। ডাকিল "বাড়িতে কে আছে গো; কপাট খোল।"

ডাক শুনিয়া তরঙ্গিণীর পিতা তাড়াতাড়ি গৃহের প্রদীপ নির্ব্বাণ করিয়া দিয়া দরজা খুলিয়া দিলেন। অশীতিপর বৃদ্ধ একটী যুবতী স্ত্রীলোক সঙ্গে করিয়া বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। তেজনারায়ণ গবাক্ষ হইতে মুখ নত করিয়া তরঙ্গিনীর পিতার ব্যাপার দেখিতে ছিলেন; সহসা তাহার মন যেন কি রকম হইল। বোধ হইল তিনি যেন হটাৎ কোন অমূল্য দ্রব্য হস্তে পাইলেন। আনন্দ, বিস্ময়, কৌতুহল একত্র হইয়া তাঁহাকে কি একরকম করিয়া তুলিল। তেজনারায়ণ যে ভাবে মুখ নত করিয়া বসিয়া ছিলেন সেই ভাবেই রহিলেন। বৃদ্ধ যুবতী সহ গৃহ প্রবেশ করিয়া কুটীর স্বামীকে বলিলেন "আলো জ্বালুন।"

কুটীর স্বামী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন "মাথায় মাখবার একটু তেল পাইনা; প্রদীপে পোড়াব কোথা থেকে মশায়।"

বৃদ্ধ বলিলেন "আচ্ছা থাক এই কাপড় একখানি আপনার পরিবার আর মেয়ের জন্য এনেছি লউন। আর এই টাকা

দুটি সংসার খরচ কর্‌বেন। আবার কাল যা পারে দিয়ে যাবো।"

কুটীর স্বামী বলিলেন "আপনি আছেন বলে বেঁচে আছি আপনাকে আরকি বল্‌বো মহাশয়; আমি যে চিরকাল এমনি ছিলাম তা নয়। এককালে আমি অনেকের উপকার করেছি; এখন তারা একবার আমার দিকে চায় না।"

"যা হক আজ চল্লেন; কাল এসে যা হয় একটা বন্দোবস্ত করে দিব; আপনি ভদ্রলোক বিপদে পড়েছেন।" বলিয়া বৃদ্ধ যুবতীকে সঙ্গে লইয়া বাটীর বাহির হইলেন।

বৃদ্ধ যুবতীর সঙ্গে বাটীর হইল দেখিয়া তেজনারায়ণ বাতায়ন হইতে উঠিয়া কপাট বন্ধ করিবার জন্য দাঁড়াইয়াছেন এই সময়টুকুর মধ্যে কুটীরস্বামী, বৃদ্ধ এবং যুবতীকে বাহির করিয়া দিয়া হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিলেন। কাহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন "আর কেন প্রদীপ জ্বাল; বুড় বেটা গেছে।"

তৎক্ষণাৎ কুটীর আলোকিত হইল। বামা কণ্ঠে কে একজন উত্তর করিল "যা হক লোকটা দয়ালু বটে।"

কুটীরস্বামী তরঙ্গিণীর পিতা বলিলেন "শুধু দয়ালু কি লোকে হতে পারে। ওঁর হাতে বেশ দশটাকা আছে। দেখনা কেন এই আমাদের প্রায় পঞ্চাশ টাকা দিলে। আবার বলে গেল কাল যা হয় একটা বন্দোবস্ত করে দিব।"

উত্তর হইল "বেশ তো দিক না।"

কুটীর স্বামী বলিলেন "দিকনার কথা নয়" ওর যা আছে একবারে নিতে হবে। কাল সকালে দলে খবর দিয়ে তাদের দশ পনর জনকে বাড়িতে এনে রাখবো। বুড়োবেটা যেমন আস্‌বে অমনি তাকে বেঁধে রেখে, তার যা আছে সব কবুল

কারে নিয়ে দশজন লোককে তার বাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে টাকা কড়ি যা কিছু আছে সব আনাবো।

মায়া কণ্ঠে উত্তর হইল যদি কবুল না করে।

"কবুল না করে খুন করে ফেলবো ; ওর যা আছে সব আমার" বলিয়া কুটীরস্বামী ভ্রুকুঞ্চিত করিলেন।

তেজনারায়ণ বাতায়ন দ্বার বন্ধ করিয়া বৃদ্ধ এবং যুবতী কোথায় যায় তাহাই দেখিবার জন্য দাঁড়াইয়াছিলেন কিন্তু কুটীর স্বামীর হাস্য শুনিয়া যাইতে পারিলেন না। এত হাসির কারণ কি এবং প্রদীপ নির্ব্বাণ করিয়া বৃদ্ধের সহিত কথা কহিবার কারণ কি জানিবার ইচ্ছা বলবতী হইল। তেজনারায়ণ জানালা বন্ধ করিয়া কুটীরস্বামীর কথা শুনিতে লাগিলেন।

খুনের কথা শুনিয়া তেজনারায়ণের মস্তক ঘুরিল। সেই স্থানে বসিয়া পড়িলেন। অনেক ক্ষণের পর প্রকৃতস্থ হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। "এখন কি করা উচিৎ„ ইহারা নিশ্চয়ই এই দুর্ব্বৃত্তকে সাহায্য করিতে আসিবেন আর প্রাণ হারাইবেন। অনেকক্ষণ চিন্তার পর তেজনারায়ণ বৃদ্ধকে পূর্ব্ব হইতে সাবধান করাই উপায় স্থির করিলেন। গৃহের দ্বার বন্ধ করিবার তেজনারায়ণ অবসর পাইলেন না ; দ্রুত পদে সোপান অবতরণ করিয়া রাস্তায় আসিয়া বৃদ্ধ এবং যুবতীর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

তেজনারায়ণ যখন তাঁহাদের অনুসন্ধানে বাহির হইলেন তাহার অনেক পূর্ব্বে বৃদ্ধ, কুটীরস্বামীর গৃহ হইতে বাহির হইয়াছিলেন। সুতরাং তেজনারায়ণ যথেষ্ট অন্বেষণ করিয়াও সাক্ষাৎ করিতে পারিলেন না। ক্রমাগত রাত্রি দুই প্রহরপর্য্যন্ত কাশীরঅলি গলিঅনুসন্ধানকরিলেন কিন্তু বৃদ্ধের আলয় স্থিরকরিতেপারিলেননা।

নিরুপায় হইয়া তেজনারায়ণ রাস্তায় এক বৃক্ষমূলে উপবেশন করিলেন। বিষম চিন্তা আসিয়া মনকে আক্রমণ করিল। কি করিবেন; কোথায় যাইবেন; কোথায় গেলে বৃদ্ধের সহিত সাক্ষাৎ হইবে এই চিন্তায় মগ্ন হইলেন।

অনেকক্ষণের পর পুলিসের কথা মনে পড়িল। তেজনারায়ণ গাত্রোত্থান করিয়া বরাবর পুলিস অভিমুখে চলিলেন! সেখান হইতে পুলিস অধিক দূর নহে সুতরাং পৌঁছিতে অধিক বিলম্ব হইল না। পুলিসের ইনিস্‌পেক্‌টারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত বিবৃত করিলেন।

ইনিস্‌পেক্‌টার শুনিয়া বলিলেন "উত্তম কথা। যে সময়ে তাহারা আসিবে সেইসময়েআমরা ধৃত করিব। আপনারকাছেবন্দুকআছে?

তেজনারায়ণ বলিলেন " না। "

ইনিস্‌পেক্‌টার বাক্সের ভিতর হইতে একটি ছোট পিস্তল বাহির করিয়া তেজনারায়ণের হস্তে দিয়া বলিলেন "যখন তাহারা আমক্রণ করিবার উদ্যোগ করিবে সেই সময়ে তুমি এই পিস্তলেরআওয়াজ করিও তাহা হইলে আমি বুঝিতে পারিব।"

তেজনারায়ণ সম্মত হইয়া পিস্তল হস্তে বাটী আগমন করিলেন। যথা স্থানে পিস্তল রাখিয়া শয্যায় শয়ন করিলেন। অনেকক্ষণ এপাস ওপাস করিলেন কিছুতেই নিদ্রাকর্ষণ হইল না; শয্যার উপর বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। মনে হইল যদি বৃদ্ধ না আইসেন তাহা হইলে বড় ভাল হয়। কিন্তু তাহা কি হইবে? যদি বৃদ্ধ আইসেন তাহা হইলে মনভিব্যাহারিণী যুবতী যেন না আইসেন। ভাবিতে ভাবিতে তেজনারায়ণ উদ্ভ্রান্ত ভাবে যুক্তকরে ঊর্দ্ধমুখে ডাকিলেন "ভগবান তাই যেন হয়, বৃদ্ধের সঙ্গে যুবতী যেন না আইসে।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—:০:—

হত্যার উপক্রম।

O treachery ! Fly. good fleance, fly fly. fly,
Thou mayst revenge. O slave !
Shakespeare.

তেজনারায়ণ আজ ভারি ব্যস্ত; ভারি চিন্তিত। সমস্ত প্রাতঃকাল পথে পথে বেড়াইয়া বেলা তিনটার সময় বাসায় আসিলেন। পাচক আহার জন্য ডাকিল কিন্তু তেজনারায়ণ আহার করিলেন না। একবার ঘর একবার বাহির করিতে লাগিলেন। মনে কি উদয় হইল। উত্তরীয় বসন লইয়া আবার পথে বাহির হইলেন। পথে বাহির হইয়া পুলিসের দিকে চলিলেন পুলিসের দ্বারে ইনিস্‌পেক্‌টার সাহেব স্বদলে দাঁড়াইয়া ছিলেন; তেজনারায়ণকে দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন "খবর কি, এসেছে না কি ?"

তেজনারায়ণ উত্তর করিলেন "না এখন আইসে নাই কিন্তু আসিবার সময় হইয়াছে। আর আমি এই যে দেখে এলাম বদমায়েসের দল জমিয়াত হয়েছে।"

ইনিস্‌পেক্‌টার সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন "বদমায়েসরা এখন কোথায় আড্ডা করেছে ?"

তেজনারায়ণ উত্তর করিলেন "সেই বাড়ির ভিতর।"

ইনিস্‌পেক্‌টার সাহেব কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন "আচ্ছা

আপনি আপনার ঘরে অপেক্ষা করুনগে। যখন তারা খুন কর্‌বার উপক্রম করবে সেই সময়ে আপনি পিস্তলের আওয়াজ করবেন। আমি ঠিক সেই সময়ে গ্রেপ্তার কর্‌বো।„

তেজনারায়ণ সাহেবকে সেলাম করিয়া পুনরায় আপনার বাসা অভিমুখে ফিরিলেন। ইনিস্‌পেক্‌টার সাহেব দল বল সহ বাহির হইলেন।

তেজনারায়ণ বাসায় আসিয়া পূর্ব্বরাত্রে যে গবাক্ষে বসিয়া কুটীর স্বামীর কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন তথায় উপবেশন করিলেন। সন্ধ্যা হইল, বৃদ্ধের আসিবার সময় হইয়া আসিল দেখিয়া কুটীর-স্বামী তরঙ্গিণীকে ডাকিয়া বলিলেন "তুই ঐ চৌমাথায় দাঁড়িয়া থাক্‌গে যা; পুলিসের লোক জন এ দিকে আস্‌তে দেখ্‌লে শীঘ্র আমাকে খবর দিস বুঝ্‌লিতো ?"

তরঙ্গিণী "অচ্ছা„ বলিয়া কুটীর হইতে বহির্গত হইল।

দুর্ব্বৃত্তেরা সাবধান হইতেছে শুনিয়া তেজনারায়ণ একটু চিন্তান্বিত হইলেন। মনে২ ভগবানকে ডাকিতে লাগিলেন "ভগবান আজ যেন তাহারা এখানে না আসেন।"

ভগবানকে ডাক আর যাকেই ডাক যাহা ভবিষ্যৎ—যাহা ঘটিবার তাহা অবশ্যই ঘটিবে। হয় রাম কাল শ্যামকে মারিবে নয় মারিবে না ইহার একটা নিশ্চয়; তাহা অবশ্য ঘটিবে। তেজনারায়ণের ভগবানের নিকট না আসার জন্য প্রার্থনা করিতে২ বাটীর দ্বারে শব্দ হইল "দরজা খোল গো।"

স্বর শুনিয়া তেজনারায়ণের বুকের ভিতর সমুদ্র মন্থন আরম্ভ হইল। তিনি জ্ঞানশূন্য প্রায় হইয়া বসিয়া রহিলেন।

শব্দ শ্রবণ করিবামাত্র কুটীর-স্বামী ঝটিতি দ্বার খুলিয়া বৃদ্ধকে আহ্বান করিলেন। বৃদ্ধ ভিতরে প্রবেশ করিলে কুটীর-স্বামী

বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কৈ আজ আপনার কন্যাকে সঙ্গে আনেন নাই?"

বৃদ্ধ উত্তর করিলেন "না তার শরীর অসুখ বলে এলো না। আপনাকে বলেগিয়েছিলেম বলে এলেম; নচেৎ তাকে একলা রেখে আস্‌তেম না।"

কুটীর-স্বামী "তা বটেইতো" বলিয়া সদরের দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া বৃদ্ধকে সঙ্গে করিয়া কুটীরের ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

তেজনারায়ণ বাতায়নে প্রায় জ্ঞান শূন্য হইয়া বসিয়াছিলেন "কন্যার অসুখ বলিয়া আমার সঙ্গে আইসে নাই" কর্ণে প্রবিষ্ট হইবামাত্র মনে কি এক ভাবের উদয় হইল। আপনা আপনি চক্ষে জল আসিল। সেই অবস্থায় তেজনারায়ণ জানু পাতিয়া উপবেশন করিয়া ডাকিলেন "ভগবান তুমি সত্য।"

একটা বিকট শব্দে মুহূর্ত্তের মধ্যে তেজনারায়ণের সে ভাব দূরীভূত হইল। তেজনারায়ণ বাতায়ন পথে মুখ নত করিয়া দেখিলেন দশ বার লোক বৃদ্ধকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে। কুটীর-স্বামীর এখন আর সে বেশ নাই। পূর্ব্ব মূর্ত্তির ন্যায় মস্তকে সে একরাশি কৃষ্ণ কেশ নাই; মুখমণ্ডলে সে দীর্ঘ শ্মশ্রু নাই। তৎপরিবর্ত্তে আর এক নূতন বেশ হইয়াছে। তিনি বৃদ্ধের মুখের কাছে হাত নাড়িয়া বলিতেছেন "এই কাগজ কলম নাও, তোমার মেয়েকে লেখ যে, আমি বড় বিপদে পড়েছি এই লোক মারফতে শীঘ্র পাঁচ হাজার টাকা পাঠাইয়া দিবে।"

বৃদ্ধ হাসিয়া বলিলেন "যদি না লিখি" কুটীর স্বামী দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া বলিলেন "তা হলে তোমাকে এই খানে পুতে রাখবো, তখন তোমার টাকাই বা কোথায় থাক্‌বে, মেয়েই বা কোথায় থাকবে।"

তেজনারায়ন পিস্তল হস্তে লইয়া মনে মনে বলিলেন, “দেখা যাক কত দূর যায়। ঔষধ আমার হাতে বাড়াবাড়ি দেখলেই খাইয়ে দিব।”

বৃদ্ধ আবার মুখ মুচকাইয়া একটু হাসিলেন। বলিলেন “ভাল, আমি আপনাকে লিখে দিলে তো আপনি আমাকে ছেড়ে দেবেন।”

কুটীর-স্বামী বলিলেন “টাকা না আসা পর্য্যন্ত এখানে অপেক্ষা করতে হবে।”

কুটীর স্বামী বলিলেন “তার পর যেখানে আপনার ইচ্ছা সেই খানেই যাবেন।”

বৃদ্ধ বলিলেন “এখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে আমি যদি পুলিসে খবর দি।”

কুটীর স্বামী বলিলেন “পুলিস আমাদের করবে কি? যদি পুলিসের ভয় থাকতো তাহলে কি লড়ায়ে সিপাই বাড়িতে পুরে রাখতে পারতাম।”

বৃদ্ধ বলিলেন “লড়ায়ে সিপাই বাড়িতে রাখলে কি রকম?

কুটীর-স্বামী বলিলেন “সে অনেক কথা এখন যা করতে এসেছো তা কর। তার পর আর একদিন এসো তখন আত্মীয়তা করা যাবে।”

“আগে সে কথা না বললে লিখে দিব না” বলিয়া বৃদ্ধ একপদ অগ্রসর হইলেন।

“আরে যাও কোথা” বলিয়া আর একজন বৃদ্ধের সম্মুখে আসিয়া দাড়াইলেন। তেজনারায়ন সঙ্গে সঙ্গে পিস্তলের ঘোড়া উঠাইলেন।

দস্যুদলের মধ্যে একজন বলিল “গোল করবার দরকার

কি! ঐ কথাটা শুনলেই যদি উনি লিখে দেন তো শীঘ্র বলেই ফেল না।”

“আচ্ছা তাই হচ্চে” বলিয়া কুটীর স্বামী বৃদ্ধের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন “শুন গো মশায়! আমার বাড়ী এখানে নয়, কলিকাতা। নাম কালীকিঙ্কর রায়।”

কুটীর-স্বামীর কথা এই পর্য্যন্ত শুনিয়াই বৃদ্ধ বাধা দিয়া বলিলেন “আমি আপনার নাম জানি, পরিচয়ও জানা আছে সিপাই হেঙ্গামার কথা কি বল।”

দলস্থ আর একজন বলিল “পরিচয়ের আবশ্যক কি যা বল্বার শীঘ্র বলে ফেল।”

কুটীর-স্বামীর নাম শুনিয়া তেজনারায়ণের বুকে কে যেন সজোরে আঘাত করিল।

কুটীর-স্বামী কালীকিঙ্কর রায় বলিলেন “যখন চারি দিকে সিপাই হেঙ্গামা সেই সময়ে নানা সিং নামে একজন লোক কলিকাতায় ব্যারাকপুর সিপাইদের খেপাতে যায়; আমি তাকে সাত দিন আমার বাড়িতে লুকিয়ে রেখে ছিলেম। পুলিসের ভয় থাক্লে কি সে সব কাজ করতে পারতেম।”

তেজনারায়ণ আস্তে আস্তে হস্তের পিস্তল নামাইয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন।

বৃদ্ধ হাসিয়া বলিলেন “টাকা এরূপে লইবার আবশ্যক কি? আমাকে বলিলে আমি স্বইচ্ছায় দিতে পারিতাম।”

কুটীর-স্বামী বলিলেন “তাহাই হউক, স্বইচ্ছায়ই দেন। কাগজ কলম দিতেছি।”

একজন দস্যু এক খণ্ড কাগজ এবং লিখিবার সরঞ্জামাদি আনিয়া দিল। বৃদ্ধ সেই কাগজে পত্র লিখিয়া দস্যুর হস্তে

দিলেন। তাহারা একে একে সকলে পাঠ করিল। পাঠ সমাধা হইলে দলস্থ একজনের হস্তে দিয়া কুটীর-স্বামী বলিলেন "এই যে ঠিকানা আছে তথায় গিয়া একজন স্ত্রীলোককে দেখিবে। পত্র তাঁহার নিকট দিলে তিনি তোমাকে পাঁচ হাজার টাকা দিবেন, "লইয়া আইস।"

পত্র বাহক বলিল "যদি টাকা না দেয়?" কুটীর-স্বামী উত্তর দিলেন "একটা স্ত্রীলোকের কাছথেকে টাকা বার করে নিয়ে আসতে পারবে না! যদি না দেয় তাহাকে খুন করো।

বৃদ্ধ ব্যস্ত হইয়া বলিলেন "না কিছুই করিতে হইবে না। সে তেমন মেয়ে নয়, পত্র পাইবামাত্র তৎক্ষণাৎ টাকা দিবে।"

পত্র বাহক পত্র লইয়া বাটীর বাহির হইয়া গেল।-তেজনারায়ণ এতক্ষণ মাথায় হাত দিয়া চিন্তা করিতে ছিলেন। যখন "টাকা না দিলে তাকে খুন করো" কর্ণে প্রবিষ্ট হইল, তখন আর স্থির থাকিতে পারিলেন না গৃহের এক কোণে একটা ভাঙ্গা মাটীর পুতুল ছিল তেজনারায়ণ দস্যুকে লও দেখাইবার জন্য বাতায়ন পথ দিয়া সেইটা কুটীর-স্বামীর প্রাঙ্গণে ফেলিয়া দিয়া আপনি সত্বর পদে পত্র বাহকের অনুসরণ করিলেন।

অকস্মাৎ প্রাঙ্গণে কিসের শব্দ হইল দেখিবার নিমিত্ত কুটীর-স্বামী প্রদীপ লইয়া দেখিতে আসিলেন। দেখিলেন একটা ভাঙ্গা পুতুল তৎসহ এক খণ্ডকাগজ। কাগজ খানি কুড়াইয়া লইয়া কুটীর স্বামী দেখিলেন তাহাতে কি লেখা রহিয়াছে। আরও দেখিলেন; লেখা-তাঁহার কন্যা তরঙ্গিনীর লেখার ন্যায়, মনে সন্দেহ হইল প্রদীপ সাহায্যে ভাল করিয়া পাঠ করিলেন। কুটীর-স্বামীর মুখ শুষ্ক হইল বলিলেন "ভাই সব পলাও। তরঙ্গিনীকে পথে পাহারার

জন্যরাখিয়াছি। পুলিস আসিয়াছে দেখিয়া সে এই পত্র লিখিয়া বাসার ভিতর ফেলিয়া দিয়াছে। এই দেখ লেখা-রহিয়াছে "পুলিস আসিতেছে।"

বিনা বাক্য ব্যয়ে গুপ্তদ্বার দিয়া দস্যুরা পিপিলিকার শ্রেণির ন্যায় একেবারে রাজ পথে বাহির হইয়া চারি দিকে দৌড়িল পুলিস তেজনারায়ণের বন্দুকের আওয়াজের অপেক্ষায় এতাবৎ অপেক্ষা করিতে ছিল তাহারা একেবারে এত লোককে দৌড়িতে দেখিয়া সন্দেহ ক্রমে গ্রেপ্তার করিল। কুটীর-স্বামীও গ্রেপ্তার হইলেন কেবল যাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছিলেন পুলিস অনেক চেষ্টা করিয়াও তাঁহার সাক্ষাৎ পাইলেন না। আসামী ফেরার না হইয়া ফরিয়াদী ফেরার হইল। কাশীর পুলিস কাণ্ডে এইটা নূতন রিপোর্ট।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

—:০:—

মল্লযুদ্ধ।

—"যথা হর্য্যক্ষ সরোষে

কড়মড়ি ভীম দন্ত, পড়ে লম্ফদিয়া

বৃষস্কন্ধে।"

মেঘনাদ বধ।

কাশীর বাঙ্গালীটোলার মধ্যে একটি অন্ধকার গলির মধ্যে একজন লোক দ্রুত পদে গমন করিতেছে আর তাহার পশ্চাৎ২

একজন লোক অতি সাবধানে যাইতেছেন। অন্ধকারে অনেক দূর গিয়া প্রথম ব্যক্তি একখানি দ্বিতল বাটীর দ্বারে দাঁড়াইল। দ্বিতীয় ব্যক্তি এতাবৎ ধীরপদে যাইতে ছিলেন এইবার দ্রুতপদে গিয়া একেবারে প্রথম ব্যক্তির পশ্চাৎ দিক হইতে গলা টিপিয়া ধরিলেন বলিলেন " গোল বা জোর করিওনা চিঠি খানা দাও।„

প্রথম ব্যক্তি বল প্রকাশ করিল,গলা ছাড়াইবার প্রয়াস পাইল কিন্তু পারিল না। দ্বিতীয় ব্যক্তি তাহার কপালে পিস্তল স্পর্শ করাইয়া বলিলেন " বাড়াবাড়ি করিলে এখনি মাথার খুলি উড়াইয়া দিব।

কপালে পিস্তল স্পর্শ হইবা মাত্র প্রথম ব্যক্তি থর২ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। পত্র খানি দ্বিতীয় ব্যক্তির হস্তে দিয়া বলিল "আমি পুলিসের হস্তে পড়িয়াছি তাহা বুঝিতে পারিয়াছি, পত্র লইয়া আমায় ছাড়িয়া দিন। কোন প্রকার গোল করিব না দলের সকলকে ধরাইয়া দিব। আর যদি না ছাড়িয়া দেন তাহা হইলে, আমি যেমন একলা ধরা পড়িয়াছি তেমনি একলা থাকিব দলের অপর সকলকে সাবধান করিয়া দিব আপনি কোন সন্ধান পাইবেন না।"

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিলেন "তোর হাতে কোন অস্ত্র আছে?"

প্রথম ব্যক্তি বলিল "তাহ'লে এতক্ষণ আপনি কি আমায় ধরে রাখতে পারতেন।"

এই সময়ে আর একজন লোক সেই অন্ধকারে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া ঘটনা স্থলে উপস্থিত হইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে জিজ্ঞাসা করিলেন "এখানে দাঁড়িয়ে কে?"

দ্বিতীয় ব্যক্তি উত্তর করিলেন "আপনি কে?"

তৃতীয় ব্যক্তি বলিলেন "আমি যে হই না কেন?"

সেই সময়ে প্রথম ব্যক্তি একটু ভারি গলায় বলিল "দেখুন না মহাশয় ইনি আমাকে মারচেন?"

'মার ধর দেখ্‌বার এখন সময় নয়, আমার বাড়ীতে কি হচ্চে তা জানি না। এখন একটু পথ ছাড় বাড়ী যাই, আমার বাড়িতে ডাকাত পড়েছে।"

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিলেন "কি রকম?"

"সব কথা এখন বল্‌বার সময় নয়। এক বেটা ডাকাত আমার লেখা একখানা চিঠি নিয়ে আমার মেয়ের কাছ থেকে পাঁচ হাজার টাকা নিতে এসেছে। টাকা না পেলে আমার মেয়েকে খুন কর্‌তে পারে।" তৃতীয় ব্যক্তি ব্যস্ত হইলেন।

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিলেন আপনার কোন ভয় নাই। সেই ডাকাতকে আমি ধরেছি। আপনার বাটীর ভিতর এ মোটে প্রবেশ কর্‌তে পারে নাই।"

"উঃ ভগবান রক্ষাকর্ত্তা, আপনি কে: আমার এমন সাহায্য কর্‌লেন" বলিয়া তৃতীয় ব্যক্তি একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

"সে কথা পরে বল্‌বো এখন আপনার বাড়ির দরজাটা খোলান" বলিয়া দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তির গলা আর একটু জোর করিয়া চাপিয়া ধরিলেন।

তৃতীয় ব্যক্তি দ্বারে আঘাত করিবা মাত্র একজন ভৃত্য প্রদীপ হস্তে দ্বার খুলিয়া দিল।

অগ্রে তৃতীয় ব্যক্তি এবং তৎপশ্চাৎ দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তির গলা ধরিয়া বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। প্রদীপ হস্তে যে ভৃত্য দ্বার খুলিয়া দিতে আসিয়াছিল সে ব্যাপার দেখিয়া বিস্মিত হইল। বলিল "এ আবার কি?"

দ্বিতীয় ব্যক্তি তেজনারায়ণ উত্তর করিলেন "একখানা কাপড় দিয়ে পেছন দিক দিয়ে এর হাত দুটো ভাল কোরে বাঁধ? তার পর ব্যাপার জানিবে।" ভৃত্য তেজনারায়ণের কথা শুনিয়া আপন প্রভুর দিকে চাহিল। প্রভু কি ইঙ্গিত করিলেন ভৃত্য তাড়াতাড়ি এক গাছা মোটা দড়ি আনিয়া প্রথম ব্যক্তি সেই পত্র বাহক দস্যুর উভয় হস্ত পশ্চাৎ দিক হইতে দৃঢ়করিয়া বাঁধিয়া দিল।

তেজনারায়ণ ভয়ে দস্যুর গলদেশ ত্যাগ করিয়া বলিলেন "এই খানে চুপ করে বস।"

দস্যু বিনা বাক্যব্যয়ে মাটির উপর চুপ করিয়া উপবেশন করিল। তেজনারায়ণ তৃতীয় ব্যক্তি সেইবৃদ্ধের দিকে চাহিয়া বলিলেন "আপনি দুর্বৃত্তদের হস্ত থেকে কি রকমে মুক্ত হলেন"

বৃদ্ধ উত্তর করিলেন "সে কথা পরে বল্‌ব। আপনার পরিচয় দিন. আমি আপনার পরিচয়ের জন্য ভারি ব্যস্ত হয়েছি। উপরি উপরি কএক দিন মণিকর্ণীকার ঘাটে আপনাকে দেখিয়াছিলাম ঃ এক দিন দুই একটা কথাও হয়ে ছিল। তার পর আর সাক্ষাৎ হয় নাই। তারপর আমাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করবার জন্য বোধ হয় ভগবান আপনাকে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

তেজনারায়ণ বিনীত ভাবে উত্তর দিলেন "লোকের কাছে পরিচয় দিবার মত পরিচয় আমার কিছুই নাই। আমার নাম তেজনারায়ণ সিংহ; জাত্যংশে রাজপুত। আপনি যেখানে দুর্বৃত্তদের হস্তে পরিয়াছিলেন তাহারই পরবর্ত্তী একটী বাসা বাটীতে আপাততঃ আমার বাস। আইন পরীক্ষা দিব বলিয়া প্রস্তুত হইতেছি।"

বৃদ্ধ বলিলেন "তবে কি আপনি কাশীর অধিবাসী নহেন ?"

"অধিবাসী নহি কেমন করিয়া বলিব। কাশীতে আমার জন্মস্থান। আমি মাতুলালয়েই প্রতিপালিত।" বলিয়া তেজ-নারায়ণ মস্তক নত করিলেন।

বৃদ্ধ। পিত্রালয় কোথায় ?

তেজ। ৺পিতাঠাকুরের পূর্ব্বনিবাস রাজপুতানা।

বৃদ্ধ। নাম কি ?

তেজ। নানা সিংহ।

বৃদ্ধ আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি সর্দ্দার নানা সিংহের পুত্র ?"

তেজনারায়ণ উত্তর করিলেন "আজ্ঞে হাঁ।"

"বৎস এত দিন তোমার পরিচয় পাই নাই বটে কিন্তু তোমাকে মনিকর্ণিকার ঘাটে যে দিন প্রথম দেখি সেই দিনেই আমার মনটা কেমন হইয়াছিল। তোমারই পিতা আমার বিশেষ আত্মীয় ছিলেন; গত "বৃদ্ধ কি একটা কথা বলিতে ছিলেন কিন্তু উল্টাইয়া বলিলেন "ভাল; মাতামহের আলয় ত্যাগ করিলে কেন ?"

তেজনারায়ণ বলিলেন "প্রায়ই তাহার সহিত আমার মত ভেদ হয় এই জন্য তিনি আমার উপর কিছু বিরক্ত।"

বৃদ্ধ হাসিয়া বলিলেন "বুঝিয়াছি। তোমার পিতার সহিতও সময়ে২ এই কারণে বিবাদ হইত। সে যাহা হউক, এ ব্যক্তিকে কিরূপে পাইলে ?"

তেজনারায়ণ বলিলেন "পত্র লইয়া যখন এব্যক্তি আইসে তখন আমি ইহার পশ্চাদানুসরণ করিয়া ছিলাম।"

বৃদ্ধ। এব্যক্তি যখন পত্র লইয়া আইসে তখন তুমি কোথায় ছিলে ?

তেজ। আমি বাসায় অলক্ষ্যে দেখিতে ছিলাম। গতকল্য আপনি সন্ধ্যার সময় যখন আপনার কন্যার সঙ্গে এইদুর্বৃত্তদিগের বাটীতে যান তাহা আমি জানি। আপনি বাটীর বাহির হইয়া আসিলে ইহারা আপনাকে হত্যা করিবার কল্পনা করে আমি তাহা শুনিয়া আপনাকে সাবধান করিবার জন্য অনেক অনুসন্ধান করিয়াছি কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই; অবশেষে পুলিসে সংবাদ দিয়া রাখি। এখনও বোধ হয় পুলিসের লোক চারিদিকে ঘুরিতেছে। তাহারা আমাকে এই পিস্তলের আওয়াজ করিয়া সঙ্কেত করিতে বলিয়াছিল কিন্তু কোন বিশিষ্ট কারণে আমি তাহা করিতে পারি নাই।

বৃদ্ধ আবার হাসিয়া বলিলেন "বিশিষ্ট কারণটা কি বলিবার কোন আপত্তি আছে? যদি থাকে তবে বলিবার আবশ্যক নাই।

তেজনারায়ণ উত্তর করিলেন "আপত্তি এমন কিছুই নাই। মৃত্যুকালে পিতাঠাকুর এক জনের নাম করিয়া বলিয়াছিলেন যে, যদি কখন তাঁহার দেখা পাও তাহাহইলে উপকার করিতে ভুলিও না। পিস্তলের আওয়াজ করিবার উপক্রম করিতেছি এমন সময়ে তাঁহার নাম কর্ণে প্রবিষ্ট হইল; আর আওয়াজ করা হইল না।"

বৃদ্ধ বলিলেন "নামটা কি?"

তেজনারায়ণ বলিলেন "কালিকিঙ্কর রায়।"

বৃদ্ধ বলিলেন "আর বলিতে হইবে না। ব্যারাকপুর বিদ্রোহ কালে যে ব্যক্তি তোমার পিতাকে নিজ বাটিতে স্থান দিয়া তাহার জীবন রক্ষা করিয়াছিল। রায় মহাশয় আমার পূর্ব্ব পরিচিত কিন্তু এখন সে আমাকে চিনিতে পারে না। তাহা হইলে এরূপ দুর্ব্যবহার করিতে সাহস করিত না।"

তেজনারায়ণ বলিলেন "আপনি কিরূপে উদ্ধার পাইলেন ?"

বৃদ্ধ বলিলেন "একটা ভাঙ্গা পুতুল সহ এক খণ্ড কাগজ প্রাঙ্গণে আসিয়া পড়িল। ঐ কাগজে লেখা ছিল "পুলিস আসিতেছে" দুর্ব্বৃত্তেরা তাহাই দেখিয়া পুলিস আসিতেছে স্থির করিয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। আমিও সেই সুযোগে পলায়ন করিলাম। তাহারা সকলেই পুলিসে ধরা পড়িয়াছে।"

আনন্দে তেজনারায়ণের চক্ষে জল আসিল। বলিলেন "ভগবানের অপার মহিমা! সেই দুর্ব্বৃত্তের তরঙ্গিনী নামে এক কন্যা আছে। কয়েক দিবস পূর্ব্বে সে আমার কাছে আসিয়া তাহার হস্তাক্ষর দেখাইবার জন্য এক খণ্ড কাগজে ঐ কয়েকটি কথা লিখিয়া যায়। পিস্তলের আওয়াজ করিতে না পারিয়া দুর্ব্বৃত্তদিগকে ভয় দেখাইবার জন্য আমিই সেই পুতুলটা ফেলিয়া দি। সেই সঙ্গে লেখা কাগজ খানাও পড়িয়া থাকিবে।" বৃদ্ধ বলিলেন "ঠিক কথা। তাহারাও তরঙ্গিনীর হস্তাক্ষর বলিয়া ছিল, আরও শুনিলাম তাহারা তরঙ্গিনীকে পাহারায় নিযুক্ত করিয়াছে।"

তেজনারায়ণ বলিলেন "একথা আমিও জানিতাম।"

বৃদ্ধ বলিলেন "সকল কথাই শুনিলাম। এখন ইহাকে লইয়া কি করিবে ?"

তেজনারায়ণ বলিলেন" পুলিসে দিব।,,

বৃদ্ধ বলিলেন " যে জন্য তুমি বন্দুকের আওয়াজ করিতে পার নাই; ইহাকে পুলিসের হস্তে দিলে তাহার অধিক হইবে অর্থাৎ তোমার পিতৃ আজ্ঞা লঙ্ঘন করা হইবে।"

তেজনারায়ণ বলিলেন 'পিতৃ আজ্ঞা কিরূপে লঙ্ঘন করা হইবে তাহা বুঝিতে পারিলাম না।"

বৃদ্ধ বলিলেন "এই সাদা কথাটা বুঝিতে পারিলে না। ইহাকে পুলিসে দিলে এ দলস্থ সকলকার নাম করিবে তাহা হইলেই তোমার পিতৃ উপকারকারীও বিপদে পড়িবে।"

তেজনারায়ণ বলিলেন "আপনি তো বলিতেছেন তাহারা সকলেই ধরা পড়িয়াছে।"

বৃদ্ধ বলিলেন "ধরা পড়িয়াছে বটে কিন্তু আমি কিম্বা তুমি উপস্থিত না হইলে ফরিয়াদী অভাবে কোন প্রকার দণ্ড হইবে না; কারণ প্রমাণাভাব।"

তেজনারায়ণ বলিলেন "তবে কি আপনি ফরিয়াদী হইবেন না।"

বৃদ্ধ বলিলেন "ফরিয়াদী না হইবার বিশেষ কারণ আছে। সেই জন্য পুলিসের অজ্ঞাতসারে চলিয়া আসিয়াছি; নচেৎ, তখনই তাহাদিগকে সনাক্ত করিতাম।"

তেজনারায়ণ। ইহাতে আমার আর এক বিপদ হইবে।

বৃদ্ধ। আবার কি বিপদ?

তেজ। আমিই পুলিসে দস্যুদিগের সংবাদ দিয়াছিলাম। এক্ষণে যদি প্রমাণ করিয়া না দিই তাহাহইলে পুলিস আমাকে মিথ্যা সংবাদ দেওয়ার জন্য অন্য প্রকার মকদ্দমা উপস্থিত করিবে। অধিক কি আমার বাসায় থাকা ভার হইবে।

বৃদ্ধ। তোমার আর বাসায় যাইবার আবশ্যক কি?

তেজ। থাকিব কোথায়?

বৃদ্ধ হাসিয়া বলিলেন "আমার বাটিতে থাকিবে। আমি তোমার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিব।"

তেজনারায়ণ অবনত মস্তকে বসিয়া রহিলেন। তেজনারায়ণকে নিরুত্তর দেখিয়া বৃদ্ধ আবার হাসিয়া বলিলেন "আমার

কাছে থাকিলে তোমার অভিপাতের সম্ভাবনা নাই। আমিও রাজপুত। তোমার পিতার সহিত বিশেষ পরিচয় ছিল। এখন ইহাকে ছাড়িয়া দিয়া বাটির ভিতর চল; মণিবালার সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়া দিব।”

তেজনারায়ণ দস্যুর বন্ধন মোচন করিয়া দিয়া বৃদ্ধের সঙ্গে বাটির ভিতর প্রবেশ করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

—:০:—

প্রেয়সম্ভাষণ।

পিপাসাক্ষামকণ্ঠেন যাচিতঞ্চাম্বু পক্ষিণা।
নবমেঘোজ্ঝিতা চাস্য ধারা নিপতিতা মুখে॥

শকুন্তলা।

অট্টালিকার এক সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠ মধ্যে মণিমালা পর্য্যঙ্কে শয়ন করিয়া একমনে কালিদাস পাঠ করিতেছেন।

আয়াতা মধুযামিনী যদি পুনর্নায়াত এব প্রভুঃ
প্রাণা যান্তু বিভাবসৌ যদি পুনর্জন্মগ্রহং প্রার্থয়ে।
ব্যাধঃ কোকিলবন্ধনে বিধু পরিধ্বংসে চ রাহুগ্রহঃ
কন্দর্পে হরনেত্রদীধিতিরহং প্রাণেশ্বরে মন্মথঃ।

বৃদ্ধ তেজনারায়ণকে সঙ্গে লইয়া মণিমালার গৃহ দ্বারে দাঁড়াইয়া ডাকিলেন" মণিমালা।,

পিতার কণ্ঠস্বর শুনিয়া মণিমালা ব্যস্তে পুস্তক বন্ধ করিলেন। বাহিরে আসিয়া উত্তর দিলেন" কেন বাবা।"

বৃদ্ধ তেজনারায়ণের হস্ত ধরিয়া মণিমালার গৃহে প্রবেশ করিলেন। বলিলেন " মণিমালা আজ আমি বড় বিপদে পড়িয়াছিলাম। হয়ত এজন্মে তোমার সহিত আর আমার সাক্ষাৎ হইত না। ইনিই আমাকে সাহায্য করিয়া সেই বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। আমায় সাহায্য করিয়া এখন ইনি বিপদে পড়িয়াছেন। আর ইহার বাসস্থানে যাইবার উপায় নাই। এক্ষেত্রে তুমি ইহার জন্য কি করিবে বল দেখি ?"

পিতার সঙ্গে তেজনারায়ণকে দেখিয়া মণিমালার হৃদয়ে সাগর তরঙ্গ উঠিতেছিল। আপনি মণিমালার মনে লজ্জা দেখা দিল মনে হইল বোধ হয় পিতা আমার মনের কথা জানিতে পারিয়াই ইহাকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছেন। মণিমালা কি উত্তর দিবে স্থির করিতে না পারিয়া অবনত মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। বৃদ্ধ মণিমালাকে নিরুত্তর দেখিয়া পুনরপি বলিলেন "কথা কহিতেছ না কেন মা মণিমালা ?"

মণিমালা পিতার কথার তিন চারিটা উত্তর মনেমনে খাড়া করিয়া কোনটা ভাল তাহাই বিবেচনা করিতেছিলেন, বৃদ্ধের পুনঃ প্রশ্নে তাহার সকল গুলিই গোল পাকাইয়া গেল মণিমালা মৃদুস্বরে বলিল " না হয় আমাদের গৃহেই থাকিবেন।"

বৃদ্ধ সহাস্যে বলিলেন " আমার কন্যার উপযুক্ত কথাই বলিয়াছ, পরিচর্য্যা করিতে পারিবে ?"

মণিমালা পূর্ব্বাপেক্ষা আরও মৃদুস্বরে বলিল " পারিব।"

বৃদ্ধ বলিলেন " দেখিও যেন কোন ত্রুটী না হয়। বিশেষ ইনি আমাদের স্বজাতি মণ্ডলীর ভিতর যেন অখ্যাতি না জন্মে।"

বৃদ্ধ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সঙ্গে সঙ্গে তেজনারায়ণও দাঁড়াই লেন। তেজনারায়ণকে দাঁড়াইতে দেখিয়া বৃদ্ধ বলিলেন "তুমি বৈস। আমার একটু বিশেষ আবশ্যক আছে বলিয়া বাহির হইল। অভাগিনী দস্যুবালা তরঙ্গিনীর কি হইল জানিবার জন্য প্রাণ বড়ই ব্যাকুল হইয়াছে। ততক্ষণ তুমি মণিমালার সঙ্গে কথা কও, আমি ত্বরায় আসিতেছি।"

বৃদ্ধ গৃহের বাহির হইলেন" তেজনারায়ণ পুনরায় পালঙ্কে উপবেশন করিলেন। মণিমালা সেই অবস্থায় দাঁড়াইয়া আছে মনে মনে চিন্তা করিতেছে "এখানে থাকুন" কথাটা বলা ভাল হয় নাই।

অনেকক্ষণ এই ভাবে গেল। উভয়েই নিস্তব্ধ। তীরভগ্ন করিয়া দুইটী নদী প্রবল বেগে আসিতেছে বটে কিন্তু কে অগ্রে আসিয়া অপরের সহিত মিলিত হইবে তাহা বলা বড়ই কঠিন। অগ্রে কে কথা কহিবে। কে অগ্রে কাহার মুখের দিকে চাহিবে এই সকল বিষয় লইয়া উভয়ে উভয়ের মনের সহিত যুদ্ধ করিতে- ছেন।

ওগো তোমরা যে হ'ক একটা কথা কওনা? এত রাজা রাণীর কথা, বেঙ্গমা বেঙ্গমীর কথা এত পক্ষিরাজ ঘোড়ার কথ এত তালপাতার খাঁড়ার কথা, এত বার হাত কাঁকুড়ের তের হাত বিচীর কথা থাকতে তোমরা কথা খুঁজিয়া পাইতেছন? না হয় জিজ্ঞাসা করনা আজ কি দিয়ে ভাত খেলে? মণিমালা স্ত্রীলোক আগে নাই কথা কহিল, কিন্তু তেজনারায়ণ তুমি তো পুরুষ মানুষ; তোমার অগ্রে কথা কহিবার আপত্তি কি? তোমাদের জন্য আমার যে লেখা প্রায় বন্ধ হয়!

বুঝি এতক্ষণের পর তেজনারায়ণ স্থানে বসিয়া আমার

দুঃখের কথা কানে শুনিলেন। তাই মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার নাম মণিমালা?"

যাক্! "সাত কাণ্ড রামায়ণ পড়ে সীতা কি রামের মাগো!" তেজনারায়ণ আর কোন কথা খুঁজিয়া পাইলেন না দুই ঘন্টার মধ্যে তেজনারায়ণ কত কম শত সহস্রবার বৃদ্ধের মুখে মণিমালা নাম শুনিয়া যেন তৃপ্ত হন নাই তাই আবার জিজ্ঞাসা করিলেন" তোমার নাম মণিমালা?" আমি নিশ্চয় বলিতে পারি তেজনারায়ণ প্রেমের "প" বুঝে না। তাঁহার শিক্ষা বৃথা তাঁহার আইন পরীক্ষা দান বৃথা।

যাই হউক মণিমালা জড়িত স্বরে তেজনারায়ণের কথার উত্তর দিল 'হুঁ, আপনার নাম?'

তেজনারায়ণ বলিলেন "আমার নাম তেজনারায়ণ সিংহ।"

হরি হরি বল ভাই। আর পায় কে! ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের সাধ্য নাই যে আর আমার লেখা বন্ধ করে। একেবারে ত্রিবেণী ত্রিধারা। এই তিনটে কথা লিখিতে পোড়া কলমটা কত কষ্টই না দিয়াছে।

তেজনারায়ণ হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন" দাঁড়িয়ে কেন মণিমালা! বসনা?"

মণিমালা অবনত মুখে উত্তর দিল 'বেশ আছি; আপনি বসুন।'

তেজনারায়ণ আবার হাসিতে হাসিতে বলিলেন" আপনাদের বাটীতে আমি অতিথি; অতিথি বসিয়া থাকিবে, গৃহস্বামি দাঁড়াইয়া থাকিবেন ইহা ভাল দেখায়না।"

মণিমালা তেজনারায়ণের কথার উত্তর দিতে না পারিয়া ভূমে উপবেশন করিয়া নিজ অঙ্গুলি নিপীড়িত করিতে লাগিলেন।

"আমার এখানে বসিয়া থাকা ভাল দেখায় না।" বলিয়া তেজনারায়ণও পালঙ্ক ত্যাগ করতঃ ভূমে উপবেশন করিলেন। মণিমালা লজ্জায় উঠিয়া দাঁড়াইলেন বলিলেন "আমি আসিতেছি।"

তেজনারায়ণ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন "তোমার অতিথি সৎকার হইল না, আমি চলিলাম।"

মণিমালা আর যাইতে পারিল না। বলিল "এই যে, আপনি বলিলেন এখানে থাকিবেন তবে আবার যাইতে চাহিতেছেন কেন?"

তেজনারায়ণও সঙ্গে ২ উত্তর করিলেন "তোমার পিতা তোমাকে আমার সহিত কথা কহিবার জন্য নিযুক্ত করিয়া গেলেন। তুমি পলাইতেছ কেন?"

মণিমালা লজ্জাবনতা মুখী হইয়া বলিল "আর যাইব না।"

তেজনারায়ণ হাসিতে হাসিতে বলিলেন "আমিও যাইব না।"

মণিমালা আস্তে আস্তে পালঙ্কের উপর উপবেশন করিল। তেজনারায়ণ সেই অবস্থায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। মণিমালা বলিল "এই আমি বসিলাম, আপনিও বসুন।"

যখন অনুমতি পাইয়াছি তখন বসিতে আপত্তি নাই" বলিয়া তেজনারায়ণ মণিমালার পার্শ্বে উপবেশন করিলেন।

"শয্যার উপর এক ছড়া যুথিমালার হার পড়িয়াছিল তেজনারায়ণ তাহা হস্তে লইয়া বলিলেন "হার ছড়া যিনি প্রস্তুত করিয়াছেন তাঁহার গুণপনা আছে। ঠিক যেন সোণার হার।"

মণিমালা বলিল "ইচ্ছা হইলে লইতে পারেন।"

তেজ নারায়ণ বলিলেন "তোমার ধন আমি লইব কেন

মণিমালা বলিল "আমি মনে করিলে আর এক ছড়া প্রস্তুত করিতে পারিব।,,

তেজনারায়ণ বলিলেন 'তবে কি হার তোমারই প্রস্তুত!''

মণিমালা বলিল ,,হাঁ। ''

তেজ নারায়ণ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত হার ছড়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিলেন। শেষ বলিলেন '' না লইব না''

মণিমালা বলিল '' কেন?''

তেজনারায়ণ বলিলেন'' লইয়া কি করিব ? ,,

মণিমালা মুখ নত করিয়া বলিল '' আমার নাম করিয়া বধূকে দিবেন। ,,

কথাটা বলিবার সময় মণিমালার মুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল কর্ণদ্বয় দিয়া যেন অগ্নি বাহির হইতে লাগিল। চক্ষে এক ফোঁটা জল আসিল।

তেজনারায়ণ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল "আমার বিবাহ হয় নাই।''

মণিমালার হৃদয় মধ্যে সাগর মন্থন আরম্ভ হইল। বলিল "এত দিন বিবাহ করেন নাই কেন?''

"আমার ন্যায় হতভাগাকে কে কন্যা দান করিবে" বলিয় তেজ নারায়ণ অন্যমনস্ক হইলেন।

"আমি মণিমালাকে তোমায় দান করিতে প্রস্তুত আছি। বৎস তুমি কি মণিমালার পাণী গ্রহণে সম্মত আছ?'' বলিতে বলিতে বৃদ্ধ উভয়ের সম্মুখিন হইলেন।

সেই মুহূর্ত্তে গৃহ সহিত সুদক্ষরা রসাতলে গমন করিলেও প্রণয়ী-যুগল ইহা অপেক্ষা অধিকতর আশ্চর্য্যান্বিত হইতেন না।

তেজনারায়ণ উঠিয়া দাঁড়াইলেন; মণিমালা লজ্জাবনতা মুখি হইয়া বসিয়া রহিলেন। বৃদ্ধ তেজনারায়ণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "আমি ও তোমার ন্যায় দরিদ্র কিন্তু মণিমালা দরিদ্রের কন্যা হইলেও রিক্ত হস্তে স্বামী গৃহে যাইবে না। আমার যাহা কিছু আছে সকলই তোমার আর মণিমালার। তরঙ্গিনীর অনুসন্ধানের পর আমি তোমার মাতামহের নিকট গিয়াছিলাম। এ বিবাহে তাঁহার সম্পূর্ণ মত আছে এক্ষণে কেবল মাত্র তোমার মত সাপেক্ষ।"

অবনত মুখে তেজনারায়ণ বলিলেন "মাতামহের মত থাকিলে আমার মতের অপেক্ষা করিবার আবশ্যক হইবে না সাশ্রুনেত্রে বৃদ্ধ তেজনারায়ণের হস্ত লইয়া মণিমালার হস্তে মিলিত করিয়া দিয়া বলিলেন। "মণিমালা আমার জন্ম দুঃখিনী সুখ কাহাকে বলে জানে না। অতি শৈশবে মাতৃহীনা হইয়া আমার সঙ্গে কেবল মাত্র বনে বনে বেড়াইয়াছে। সংসার চিনে না। কখন কাহারও স্নেহ পায় নাই। মণিমালা এতদিন আমার ছিল আজ তোমাকে দান করিলাম। যত্নে রাখিও দুঃখীর কন্যা বলিয়া অযত্ন করিও না।"

চক্ষের জল মুছিয়া বৃদ্ধ তেজনারায়ণকে বলিলেন "রাত্রি অধিক হইয়াছে আহার করিবে আইস।"

তেজনারায়ণ বৃদ্ধের পশ্চাদগামী হইলেন। যাইতে যাইতে বলিলেন "তরঙ্গিনীর কি হইল ?"

বৃদ্ধ উত্তর দিলেন "আমি তাহাকে উত্তম স্থানে রাখিয়া আসিয়াছি; সে জন্য কোন চিন্তা নাই। মকদ্দমা নিষ্পত্তি হইলে এখানে আনিয়া রাখিব।"

তেজনারায়ণ আর কোন কথা বলিলেন না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

—ঃ০ঃ—

মিলন।

True love the gift which god has given,
to man alone beneath the heaven,

Sir, W. scott,

দস্যুগণ ধৃত হইবার পরদিবস কাশী হইতে এলাহাবাদ চালান হইল। ফরিয়াদী না থাকিলেও বিচার বন্ধ থাকিল না। আসামী কালীকিঙ্কর রায় কবুল দিলেন যে, আমি একজনের নিকট জোর করিয়া টাকা লইবার চেষ্টা করিয়া ছিলাম; আর অবশিষ্ট আসামীরা আমার সাহায্য করিয়াছিল। পুলিস সন্ধান করিয়া কালীকিঙ্করের পূর্ব্ব নিবাস এবং ব্যবসার সকলই ব্যবসায় করিতে গিয়া কালীকিঙ্করের অনেক লোকসান হয় বলিয় জাল কোম্পানীর কাগজ প্রস্তুত করিয়া তিনি কোম্পানীকে টাকা ফাঁকি দিবার প্রয়াস পান কিন্তু গোল হইয়া পড়ায় একমাত্র কন্যাকে লইয়া পলায়ন করেন তাহাও অপ্রকাশ রহিল না। এই সকল অপরাধের জন্য কালীকিঙ্কর এবং তাহার সঙ্গি দিগের সাত বৎসরের জন্য দ্বীপান্তর বাসের আজ্ঞা হইল।

মণিমালার পিতা গোপনে থাকিয়া কালীকিঙ্করের সংবাদ লইলেন যে, তাঁহার দ্বীপান্তর বাসের আজ্ঞা হইল। এ সংবাদে তিনি সুখী না হইয়া বরং দুঃখিত হইলেন। কিন্তু কি করিবেন তাঁহার ইহাতে কোন হাত নাই। পাছে তরঙ্গিনী শুনিলে

দুঃখিতা হয় এই জন্য তাঁহার নিকট এসকল কথা গোপন করিলেন। যেখানে তাহাকে রাখিয়া ছিলেন তথা হইতে আপন বাটীতে আনিয়া মণিমালার সখি করিয়া দিলেন। তরঙ্গিনী বুঝিল তাঁহার পিতা কোথা গিয়াছেন; দুই চারি মাসের পর আবার প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। তরঙ্গিনীর পিতার চিন্তামনকে প্রবোধ দেয় তিনি নিশ্চয়ই আসিবেন। আর একজনের চিন্তা মনকে বিষম নিরাশা সাগরে ডুবায় আর তাঁহার সহিত দেখা হইবে না যাঁহার জন্য তরঙ্গিনীর দ্বিতীয় চিন্তা তরঙ্গিনী কিন্তু তাহার। নাম জানে না।

এদিকে মণিমালার বিবাহের দিন স্থির হইল। তেজনারায়ণের পিতামহ তেজনারায়ণকে স্বগৃহে লইয়া গিয়াছেন। তথা হইতেই তাঁহার গাত্রে হরিদ্রা, অধিবাস প্রভৃতি বিবাহের মাঙ্গলিক কার্য্য হইতেছে। পাড়াপ্রতিবাসী পাঁচজনে মণিমালার মাঙ্গলিক কার্য্য করিতে লাগিল। মণিমালার কথায় এবং কাহার সহিত বিবাহ তরঙ্গিনী তাহার বিন্দু বিসর্গও জানে না। মণিমালার বিবাহ বাটীতে লোকজনের ভিড় লাগিয়া গিয়াছে। সকলেই আনন্দে উৎফুল্ল। কেবল একজন নিরানন্দ। বৈকালে তরঙ্গিনী শুষ্কমুখে মণিমালাকে নির্জ্জনে ডাকিয়া বলিল "ভাই তুমিতো চল্লে কিন্তু আমার কি হবে?"

মণিমালা তরঙ্গিনীর গলা ধরিয়া বলিল আমি কি তোকে ছেড়ে যাব?

তরঙ্গিনী বলিল "তাই তুমিতো বল্লে নিয়ে যাব আর তোমার বর যদি নিয়ে না যায়?

মণিমালা হাসিতে হাসিতে উত্তর করিল "তাঁকে বলে যেমন কোরে পারি তোকে নিয়ে যাব।"

কথাবার্ত্তা এক প্রকার ধার্য্য হইল। উভয়ে উভয়ের কর্ম্মে প্রস্থান করিল।

সন্ধ্যার পর বাদ্যভাণ্ড লোক জন লইয়া বর কন্যা বাটীতে পৌছিলেন। পৌরজনেরা বর দেখিবার জন্য চারি দিকে উকি-ঝুকি মারিতে আরম্ভ করিলেন। কেহ দেখিতে পাইলেন, কেহ দেখিতে পাইলেন না। যিনি দেখিতে পাইলেন তিনি একমুখে শত মুখের সুখ্যাতি করিলেন; যিনি অদৃষ্টক্রমে দেখিতে পাই-লেন না তিনিও দায়ে পড়িয়া সুখ্যাতি করিলেন। কন্যা সম্প্র-দানের সময় হইয়া আসিল। বর অতঃপর স্ত্রীআচার করিতে গমন করিলেন। স্ত্রীআচার সমাধা হইলে মণিমালার পিতা মণি-মালাকে বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা করিয়া বরকে সম্প্রদান করিলেন। বিবাহ কার্য্য সমাধা হইলে বরকন্যা বাসরে গমন করিলেন; সমাগত বরযাত্র কন্যাযাত্রেরা প্রচুর আহারাদি করিয়া প্রচলিত প্রথামত দুইটা পান লইবার জন্য পরিবেশককে টানাটানি করিয়া যে যাহার বাটীতে গমন করিলেন।

প্রতিবেশী কন্যারা বরের সহিত আমোদ করিবার জন্য কোলের ছেলে ফেলিয়া বাসরে বাহার দিয়া বসিলেন। যিনি সম্বন্ধে শাশুড়ী ঠাকুরাণী তিনিও (বলিতে লজ্জা করে) শালী সাজিয়া বরের সহিত দুইটা রসিকতা করিয়া লইলেন।

সকলেই আমোদে মগ্ন। বাসরঘর বাররারী তলাকে হারি মানাইয়া দিয়াছে। কেহ বরের কান মলিয়া দিতেছেন; কেহ নাক ধরিয়া টানিতেছেন, কেহ বা মণিমালাকে বরের ক্রোড়ে বসাইয়া দিতেছেন। আবার মণিমালা বরের ক্রোড়ে বসিতেছে না বলিয়া "ওমা কেমন মেয়ে গো" বলিয়া গালে হাত দিয়া অবাক হইতেছেন।

এই আনন্দের দিনে, মণিমালার পিতার আনন্দ ধামে কেবল একজন নিরানন্দ সাগরে ভাসমান। আজিকার এমন বুকভরা আনন্দে আনন্দ করিতে আসে নাই। মাথা ধরিয়াছে বলিয়া তরঙ্গিনী এক নির্জ্জন গৃহে শয়ন করিয়া আছেন। মণিমালার পিতা বাহিরের গোল মিটাইয়া বাটীর ভিতর প্রবেশ করিয়া কাহার আহার হইল কাহার হইল না সংবাদ লইতে গিয়া তরঙ্গিনীর কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন তরঙ্গিনীর অনুসন্ধান আরম্ভ হইল। এ বলে "ওমা এই যে ছিল কোথায় গেল গো? ও বলে "এই যে আমার সঙ্গে বস দেখ্‌লে তার পর কোথা গেল তা বল্‌তে পারি না।",

একজন পরিচারিকা সংবাদ দিল যে, "দিদি ঠাকুরুণের অসুক হয়েছে তাই তিনি ওঘরে শুয়ে আছেন।" অপর একজন সংবাদ পাইয়া তরঙ্গিনীকে তুলিয়া আনিলেন। তরঙ্গিনী কোন মতেই বাসরে প্রবেশ করিবে না। "শরীর অসুখ, মাথা খসে যাচ্চে" ইত্যাদি আপত্তি করিল কিন্তু আপত্তি টিকিল না প্রতিবেশী কন্যারা বলপূর্ব্বক তাহাকে বাসরে লইয়া গেল।

বাসরে প্রবেশ মাত্রেই প্রথমে তেজনারায়ণ তরঙ্গিনীকে সাদর সম্ভাষণ করিলেন। বলিলেন "তরঙ্গিনী ভাল আছ?"

তরঙ্গিনীর অবনত মুখে উত্তর করিল 'হাঁ!"

তরঙ্গিনীর আজিকার ভাব দেখিয়া তেজনারায়ণ কিছু বিস্মিত হইলেন। সুখে দুঃখে মানে অভিমানে যে তরঙ্গিনীর মুখে হাসি ভিন্ন আর কিছুই দেখা যাইত না আজ সেই তরঙ্গিনী গম্ভীরতার মূর্ত্তিমান প্রতিকৃতি। যাহার নামে কার্য্য কোন প্রভেদ ছিল না আজ সেই তরঙ্গিনী পাষাণ প্রতিমার ন্যায়

অবনত মুখে তেজনারায়ণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে। তেজ-নারায়ণের ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কথা।

তেজনারায়ণ পুনরায় প্রশ্ন করিলেন "তরঙ্গিনী আজ তোমার মুখে হাসি নাই কেন?"

তরঙ্গিনী পূর্ব্বের ন্যায় শুষ্ক মুখে উত্তর দিল "শরীর অসুখ"

তেজনারায়ণ জিজ্ঞাসা করিলেন,, কি অসুখ?"

তরঙ্গিনী উত্তর দিল "মাথা ধরেছে" একজন অপরা স্ত্রী লোক বরকে বিদ্রুপ করিয়া বলিলেন "না গো ওর অপর অসুখ কিছুই না, তুমি ওর সইকে নিয়ে যাবে বলে দুঃখ হয়েছে।"

তেজনারায়ণ হাসিতে হাসিতে বলিলেন"এই কথা না আর কিছু তরঙ্গিনী। যদি তাই হয় তার জন্য আর ভাবনা কি, আমি তোমাকে লয়ে যাব; তুমি আমার কনিষ্ঠা ভগ্নির মত থাকিবে।,,

আর একজন স্ত্রীলোক বিদ্রুপ করিয়া বলিলেন "তুমি মনি-মালাকে যেমন বিয়ে করে নিয়ে চল্লে, তেমনি একেও যদি বিয়ে করে নিয়ে যাও তবে ও যায়।"

তরঙ্গিনী আর দাঁড়াইল না, দ্রুতপদে বাসর গৃহ হইতে। নিষ্ক্রান্ত হইয়া যথায় শয়ন করিয়াছিল তথায় গিয়া শয়ন করিল অনেক ডাকাডাকি করিল কিন্তু তরঙ্গিনী আর উঠিল না।

কতক রাত্রি পর্য্যন্ত এইরূপ গোলযোগ করিয়া দাস দাসী প্রভৃতি পৌরজনেরা যে যেখানে পাইল সে সেইখানে শয়ন করিল। পরিশ্রম করিয়া সকলেই ক্লান্ত হইয়াছিল বলিয়া অল্পক্ষণ মধ্যেই ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইল। তরঙ্গিনীর কিন্তু চক্ষে নিদ্রা নাই। দেহে কোন প্রকার পীড়ার চিহ্ন না থাকিলেও শয্যায় পড়িয়া ছট্ ফট্ করিতেছেনসমস্ত রাত্রি এইরূপকরিয়াপ্রভাত

সময়ে তরঙ্গিনী শয্যা ত্যাগ করিয়া ধীর পাদবিক্ষেপে এক বস্ত্রে বিবাহ বাটী পরিত্যাগ করিয়া চলিল।

অষ্টমপরিচ্ছেদ।

—ঃ০ঃ—

বিদায়।

[illegible]
কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়ে যাব গো।।

বিদ্যাপতি।

প্রভাত হইল। পৌরজনেরা সকলে গাত্রোত্থান করিল, কেবল তরঙ্গিনী উঠিল না। এত বেলা হইল তথাপি তরঙ্গিনী কেন উঠে নাই, হয়ত অসুখ বৃদ্ধি হইয়া থাকিবে ভাবিয়া একজন পরিচারিকা তথ্য লইবার জন্য তরঙ্গিনীর গৃহে প্রবেশ করিল। গৃহে যেমন শয্যা তেমনি রহিয়াছে কিন্তু তরঙ্গিনী নাই। এ ঘর সে ঘর অনুসন্ধান করিয়া শেষ পরিচারিকা সংবাদ দিল "দিদি ঠাকুরাণীকে দেখ্‌তে পেলেম না।"

মণিমালার পিতা চারি দিকে লোক পাঠাইয়া অনুসন্ধান করিলেন কিন্তু তরঙ্গিনীর কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। ক্রমে বেলা বাড়িতে লাগিল। বর পাঠাইবার সময় উপস্থিত হইল। মণিমালার পিতা বর কন্যাকে যৌতুক দিলেন। পাড়া প্রতিবেশী

সকলে আশীর্ব্বাদ করিল। বর পাল্কীতে উঠিলেন, তখনও তরঙ্গিনীর সংবাদ পাওয়া গেল না।

এ সংবাদে তেজনারায়ণ দুঃখিত হইলেন। যাত্রাকালে শশাঙ্ককে বলিয়া গেলেন "তরঙ্গিনী আসিলে আমাদিগের নিকট পাঠাইয়া দিবেন। আর আমিও বাটী গিয়া তাহার সংবাদ লইতেছি।"

বর কন্যা বিদায় হইল, কন্যার বাটীর সমারোহ ফুরাইল বরের বাটীতে ফুলশয্যার, পাকস্পর্শ প্রভৃতি মাঙ্গলিক কার্য্যের কোন ত্রুটি হইল না। এই তিন চারি দিবস বিষম গোলে থাকিয়াও লোকজন দ্বারা সহর তন্ন২ করিয়া অনুসন্ধান করাইলেন কিন্তু কেহ কোন সংবাদ আনিতে পারিল না। তখন তেজনারায়ন ঘোষণা করিয়া দিলেন যে যিনি তরঙ্গিনীকে আনিয়া দিতে পারিবেন তিনি শত মুদ্রা পুরস্কার পাইবেন।

এই ঘটনার কিছু দিন পরে গ্রামে একটা জনরব উঠিল গভীর রাত্রে একজন স্ত্রীলোক তেজনারায়ণের বাটীর চতুর্দ্দিকে গীত গাইয়া বেড়ায় তেজনারায়ণের ভৃত্যবর্গেরাও দুই চারি দিন তাহাকে ধরিবার চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। লোকের শব্দ পাইলেই স্ত্রীমূর্ত্তি কোথায় লুকায় কেহ তাহাকে দেখিতে পায় না।

এক দিন অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত তেজনারায়ন স্বর্ণ শয্যায় শয়ন করিয়া মনিমালার সহিত মনিকর্ণিকার ঘাটের প্রথম দর্শনের বিষয় গল্প করিতেছেন। কত কষ্টে তাঁহাকে লাভ করিয়াছেন সেই সব কথা শুনাইতেছেন, এমন সময়ে দূরে বামা কণ্ঠে গীতধ্বনি উঠিল——

নয়ন রে ঝরিওনা আর।
কেন উদাসী হয় পরাণ আমার।

মনরে তোর পায়ে ধরি,
ত্যাগ কর আশা তারি,
কেন দুঃখেরি ভার বহ নিরন্তর।
সুদূরে যাতনা রাখি,
তার সুখে হতে সুখি,
(কর) সাধনায় সার—
ইথে যদি যায় প্রাণ,
হইও না ম্রিয়মাণ,
পূর্ণ হ'ক মনস্কাম
পর জনমে তোমার।

এ স্বর তেজনারায়ণের পূর্ব্ব পরিচিত। অনেক বার অলক্ষ্যে থাকিয়া এ কণ্ঠের গীত শুনিয়াছেন। তেজনারায়ণের মনে কি ভ ব উদয় হইল, আস্তে২ শয্যা পরিত্যাগ করিলেন? বাটী হইতে বহির্গত হইয়া যে দিক হইতে সংগীত ধ্বনি আসিতে ছিল অতি সাবধানে সেই দিক লক্ষ্য করিয়া চলিলেন।

অনেক দূর পর্য্যন্ত গমন করিয়াও তেজনারায়ণ কিছুই দেখিতে পাইলেন না। তখন গীত বন্ধ হইয়াছে। ক্ষণেক দাঁড়াইলেন। আবার বিপরীত দিকে গীত ধ্বনি উঠিল। তেজনারায়ণ আবার সেই দিক লক্ষ্য করিয়া চলিলেন। অধিক দূর যাইতে হইল না; সম্মুখেই কালীর গঙ্গা, তীরে ভয়ানক বন। সময়টা বর্ষা কাল বর্ষার সেই ভরা গঙ্গার কূলে গৈরিক বসনধারিণী এক স্ত্রী মূর্ত্তি কমণ্ডলু ও [illegible] বক্ষে ধারণ করিয়া গীত গাহিতেছে। তেজনারায়ণ নিকটে গিয়া ধরিবার জন্য যেমন হস্ত প্রসারণ করিলেন, স্ত্রী মূর্ত্তিও অমনি দ্রুতপদে বনের মধ্যে প্রবেশ করিল। তেজনারায়ণ অনেক-ক্ষণ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া যখন শ্রান্ত হইল তখন শুষ্ক মুখে

বাটী প্রত্যাগমন করিলেন। মণিমালা তেজনারায়ণের মুখে শুনি যে, তরঙ্গিনী নিজ হৃদয়ে বিষের বাতি জ্বালিয়াছে। তেজ-নারায়ণের কথা শুনিয়া মণিমালা চক্ষের জল মুছিল।

নবম পরিচ্ছেদ।

পত্র।

এখন কি সুখ আশে, রহিব সংসার পাশে।
যবনিকা পড়ে যাক্, হৃদয়ে আমার।।
সরোজিনী নাটক।

বিবাহ ব্যাপারের কিছু দিন পরে মণিমালার পিতা যে বাটী ভাড়া করিয়াছিলেন সেই বাটীর অধিস্বামীকে ডাকিয়া তাঁহার প্রাপ্য ভাড়া চুকাইয়া দিয়া বাটী ছাড়িয়া দিলেন। তৈজসাদি যাহা কিছু ছিল তাহা দরিদ্র প্রতিবেশী দিগকে দান করিলেন তেজনারায়ণকে একখানি পত্র লিখিলেন। যথা —

প্রিয়পুত্র তেজনারায়ণ

মণিমালাকে তোমার হস্তে অর্পণ করিয়া আমি সংসারের দায় হইতে মুক্ত হইয়াছি। এখন অন্য চিন্তায় মনোনিবেশ করিতে পারিব। সম্প্রতি আমার এখানে থাকিবার ইচ্ছা নাই। অথবা

ইচ্ছা থাকিলেও পারিতেছি না। থাকিলে তোমাদেরও বিপদের সম্ভাবনা। আপাততঃ কোথায় যাইব তাহাও স্থির করিতে পারি নাই। কিন্তু এবাটীতে অদ্য আর প্রভাত দেখিব না তাহা নিশ্চয় স্থান ত্যাগ করিবার কারণ জানিতে অবশ্যই তুমি উৎসুক হইবে কিন্তু আমি আর ভগবান ব্যতীত অপরে কেহ এব্যাপার জানে না। অধিক কি মনিমালাও অবগত নহে। তুমি উপযুক্ত পাত্র বলিয়া তোমাকে তাহার কর্ত্তৃক আভায দিয়া আমার প্রাণের ভার লাঘব করিতেছি। তোমার পিতার ন্যায় গত সিপাহী বিদ্রোহে আমিও একজন বিদ্রোহী। ইংরাজ বহুচেষ্টা করিয়াও আমাকে ধরিতে পারেন নাই। আমার প্রকৃত নাম তুমি বা মণিমালা অবগত নহ। মণিমালা কিরূপেই বা জানিবে, যখন মণিমালার এক মাস বয়ঃক্রম তখন হইতে এই ষোল বর্ষ পর্য্যন্ত আমি তাকে লইয়া বনে বনে নগরে নগরে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি। সংবাদ পত্রে এবং লোকের মুখে ভারতবাসী মাত্রেই আমার নাম শুনিয়াছেন কিন্তু কেহই আমাকে চিনেন না। এইজন্য এতদিন ধরা পড়ি নাই। আমি এখানে আছি এত দিনের পর ইংরাজ তাহা জানিতে পারিয়াছেন, সেই জন্য স্থানত্যাগ করিতেছি। আমার প্রকৃত নাম কিষণলাল সিংহ।

যাহা হউক একথার আন্দোলনে কোন ফল নাই। যাইবার কালে তোমাকে একটী অনুরোধ করি। আমি যেখানেই থাকি মৃত্যুকালে যেন তোমাকে আর মণিমালাকে দেখিয়া মরিতে পারি। এখন আর সাক্ষাতে আবশ্যক বিবেচনা করিলাম না। ভগবান তোমাদিগকে দীর্ঘজীবী করুন। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

শ্রীকিষণলাল সিংহ

তিনি সংবাদপত্রে পাঠ এবং লোকের মুখে শুনিয়া ছিলেন তাহা স্মরণ করিয়া চক্ষের জল ফেলিতে লাগিলেন। মণিমালাকে সকল কথা বলিলে পাছে মণিমালা চিন্তিতা হয় এই জন্য তাহা অপ্রকাশ রাখিলেন। মণিমালা এইপর্য্যন্ত জানিল যে, পিতা তীর্থ দর্শনে গিয়াছেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

সন্ন্যাসিনী।

কি প্রসাদ মাগ সুলোচনে!
যা সাজে তোমারে, দিব আজি;
সুখে থাক আশীর্ব্বাদ করি।

মেঘনাদ বধ।

হিন্দু ধর্ম্মের বাপ মার কল্যাণে প্রত্যহ ধর্ম্মের কত রকম হুজুক উঠিতেছে কে তাহার ইয়ত্তা করে। আজ এখানে বাবা উঠিতেছে কাল ওখানে মা উঠিতেছেন, পরশ্ব আর এক জায়গায় গুরুরাজ আবির্ভাব হইলেন ইত্যাদি কথা প্রায় শুনা যাইতেছে। মানিক পীর, সত্যপীর, চট্ সাঁই ঘোষপাড়া ক্ষেত্রপাল, [illegible] এ সকল তো পুরাতন — ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নহে। এক্ষণে [illegible] মধ্যে২ সাধু, ফকির, সন্ন্যাসী সন্ন্যাসিনীর আবির্ভাব হইয়া থাকে। এটী শুধু বাঙ্গালাদেশ বলিয়া নহে; যেখানে হিন্দুর বাস সেই খানেই এই হুজুক।

জয়নারায়ণের বিবাহের বহুকাল পরে বারাণসীতে এক সন্ন্যাসিনীর হুজুক উঠিয়াছে। কেহ বলিতেছে "এমন সন্ন্যাসিনী কখন দেখি নাই।" কেহ বলিতেছে "ভূত, ভবিষ্যত বর্ত্তমান একেবারে নখদর্পণে রহিয়াছে।" কেহ বলিতেছে "রামের বাপকে সন্ন্যাসিনী কি এক ঔষধ দিয়াছেন ত তাতেই আর রাখ রাখিতে

চাকুরি হয়েছে।" কেহ বলিতেছে "জন্ম বাঁজা রামের বৌকে কি এক ঔষধ দিয়েছেন তাহাতেই তার সত্ত২ পেট; আজ কাল ছেলে হয়।"

প্রকৃত কথা এই—অদ্য কয়েক দিন হইল মণিমালার প্রতিষ্ঠিত "কিষণলাল ধর্ম্মশালায়" একজন সন্ন্যাসিনী আসিয়াছেন। তাঁহার কোন প্রকার ঐশ্বরিক ক্ষমতা থাকুক আর নাই থাকুক কিন্তু দলে২ লোক তাঁহাকে দর্শন করিতে যাইতেছে। ঔষধ দানাদির কথা কিন্তু সর্ব্বৈব মিথ্যা হইলেও মণিমালার কর্ণে প্রকৃত বলিয়া উঠিল। মণিমালার সন্তান হইলনা বলিয়া পৌরজনেরা সকলেই দুঃখিত। মণিমালাও ততোধিক দুঃখিতা। সন্ন্যাসিনীর সন্তান হইবার ঔষধ দানের কথা শুনিয়া মণিমালা সন্ন্যাসিনী দর্শন জন্য পরদিবস প্রাতঃকালে স্বামীসহ আপনার প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মশালায় উপস্থিত হইল।

ধর্ম্মশালা বাটীটি গঙ্গার কূলে প্রতিষ্ঠিত। মণিমালার পিতা কিষণলালের মৃত্যুর পর তাঁহার স্মরণ চিহ্ন স্বরূপ মণিমালা এই ধর্ম্মশালাটি প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। বহুতর সন্ন্যাসী ফকির এখানে বাস করেন।

মণিমালা ধর্ম্মশালায় প্রবেশ করিয়া দেখিল যথায় তিনি তাঁহার পিতার চিতাভস্ম সমাধীস্থ করিয়া মর্ম্মর প্রস্তরে বেদী নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছে; তাহারি সম্মুখে বসিয়া সন্ন্যাসিনী নিবিষ্ট মনে বেদীর উপরি লিখিত বিষয়গুলি পাঠ করিতেছেন। সন্ন্যাসিনীকে দেখিলে বোধ হয় যেন অনাঘ্রাতপুষ্প। সন্ন্যাসিনী অঙ্গে বিভূতি মাখিয়াছেন কিন্তু রূপ, বিভূতি ফাটিয়া বাহির হই-

[illegible] হইবাকালে পত্র তেজনারায়ণেরনিকট পৌঁছিল। তেজনারায়ণ পত্র পাঠ করিয়া চমকিয়া উঠিলেন। কিষণলাল জীবনী

তেছে। মস্তকে দীর্ঘজটা; বাম হস্তে ত্রিশূল, দক্ষিণ হস্তে রুদ্রাক্ষ মালা বিলম্বিত।

মণিমালা সন্ন্যাসিনীর একপার্শ্বে উপবেশন করিল তেজনারায়ণ পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিলেন। অনেক ক্ষণের পর সন্ন্যাসিনীর পাঠ সমাপ্ত হইল। চাহিয়া দেখিলেন সম্মুখে মণিমালা গলায় বস্ত্রদিয়া যোড় হস্তে বসিয়া আছে, পার্শ্বে এক যুবা পুরুষ অনিমিষলোচনে তাঁহার দিকে চাহিয়া আছেন। সন্ন্যাসিনীর তেজনারায়ণের উপর দৃষ্টি পড়িবা মাত্র ঈষৎ হাস্য করিলেন। মৃদু মধুর স্বরে বলিলেন " ভগবান আপনাকে সুখী করুন,, মণিমালার দিকে চাহিয়া বলিলেন ভগিনী যে জন্য আসিয়াছ তাহা বুঝিয়াছি। আমার নিকট মন্ত্র বা ঔষধী কিছুই নাই যাহা দ্বারা তোমাকে পুত্রবতী করিতে পারি। তবে এই পর্য্যন্ত বলিয়া রাখি; যদি হিন্দুধর্ম্মে তীর্থদর্শনে কোন পুণ্য থাকে তাহা হইলে আমার বৃন্দাবন, মথুরা, প্রয়াগ, বৈদ্যনাথ, কেদারনাথ, দ্বারকা প্রভৃতি তীর্থ দর্শন জনিত সঞ্চিত পুণ্যরাশি তোমাকে দান করিলাম। তাহার বলে তুমি অচিরে পুত্রবতী হইবে।"

সন্ন্যাসিনী ত্রিশূল হস্তে দাঁড়াইলেন। তেজনারায়ণ এতাবৎ মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় দাঁড়াইয়া ছিলেন; সন্ন্যাসিনীকে গমনোদ্যতা দেখিয়া বলিলেন "তরঙ্গিনী যাইও না, আমাদের সঙ্গে আইস' কনিষ্ঠা ভগিনীর ন্যায় সম্মানের সহিত থাকিবে।,,

সন্ন্যাসিনী তরঙ্গিনী "আর না" বলিয়া সম্মুখবর্ত্তী গঙ্গার জলে নামিয়া গেলেন, আর উঠিলেন না।

——

সমাপ্ত।